পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 196 Sunday, 16 June, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৯৬ সংখ্যা ✱ ১ আষাঢ়, ১৪৩১, রবিবার, ১৬ জুন, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

শেয়ার বাজার দুর্নীতি ইস্যুতে সেবির দ্বারস্থ তৃণমূল, ব্রাত্য জাতীয় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ শেয়ার বাজার দুর্নীতি নিয়ে এবার সেবির দ্বারস্থ তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী মঙ্গলবার সেবির ডিরেক্টর জি রামমোহন রাওয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফে। সূত্রের খবর, তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সেবির দপ্তরে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে উদ্ধব ঠাকরের শিব সেনা এবং শরদ পওয়ারের এনসিপিকেও। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কংগ্রেসকে নিজেদের এই 'আন্দোলনে' শামিল হওয়ার আমন্ত্রণও জানায়নি এরাজ্যের শাসক দল। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, তাঁদের ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার সেবির দপ্তরে যেতে চায়। ওই প্রতিনিধি দলে থাকবেন দলের লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়. রাজ্যসভার উপদলনেত্রী সাগরিকা ঘোষ, দলের রাজ্যসভার আরেক সাংসদ সাকেত গোখলে এবং লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। যদিও মঙ্গলবার সেবির ডিরেক্টর জি রাম মোহন রাও তাঁদের সময় দিতে রাজি হননি। সেক্ষেত্রে বিকল্প কোনও শীর্ষ আধিকারিককেই নিজেদের দাবি জানিয়ে আসতে চান তৃণমূল সাংসদরা। ওই প্রতিনিধি দলে

থাকতে পারেন এনসিপি শরদ পওয়ার এবং শিব সেনা উদ্ধব ঠাকরের প্রতিনিধিরা। যদিও আদৌ এই সাক্ষাৎ হবে কিনা, সেটা নির্ভর করছে সেবি কর্তাদের সদিচ্ছার উপরই।এক্সিট পোলের পর শেয়ার বাজারে বিস্ফোরণ! রাতারাতি ফুলে ফেঁপে উঠল বাজার। উল্টো দিকে ভোটের ফলপ্রকাশের দিন সেই বাজারেই সুখা। মাঝখান থেকে উধাও বিনিয়োগকারীদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা। এই নিয়ে কংগ্রেস প্রথম অভিযোগটি করেছিল। রাহুল গান্ধী দাবি করেছিলেন, এটা ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শেয়ার বাজার দুর্নীতি। রাহুলের সেই অভিযোগ পরে ইন্ডিয়া জোটের এজেন্ডা হয়ে দাঁড়ায়। আপাতত কংগ্রেসের তোলা সেই ইস্যু 'হাইজ্যাক' করে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দিল্লিতে তৎপরতা বাড়াচ্ছে এরাজ্যের শাসকদল। সেই সঙ্গে বাড়ছে আঞ্চলিক দলগুলিকে এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টাও। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পুরোটাই হচ্ছে কংগ্রেসকে আড়ালে রেখে।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এক্সিট পোলের মাধ্যমে শেয়ার বাজার প্রভাবিত করার যে চেষ্টা হয়েছে, তার অকাট প্রমাণ তাঁদের হাতে রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে তৃণমূল বলছে, বিখ্যাত সংস্থা অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়ার সমীক্ষায় বাংলার এক্সিট পোলে ভ্রান্তির পরিমাণ প্রায় ১৫০ শতাংশ। যা কোনও স্বীকৃতি সংস্থার দ্বারাই করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই এক্সিট পোল সংস্থাগুলি বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার হয়েও সমীক্ষা করে, সেটা সরাসরি স্বার্থের সংঘাত। এই ইস্যুগুলিই সেবির সামনে তুলে ধরতে চায় তারা। প্রশ্ন উঠছে তৃণমূল কেন কংগ্রেসকে তাদের পাশে রাখলো না। ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসও তো রয়েছে। তৃণমূলের কেউই এই বিষয়ে মুখ খুলল না।

খাস কলকাতায় শুটআউট, গুলি চলল বেলঘড়িয়াতেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ খাস কলকাতায় শুটআউট। রাতের অন্ধকারে মির্জা গালিব স্ট্রিটে গুলি চলল। গুরুতর জখম ১। তাঁর ডান পায়ে গুলি লাগে বলেই খবর। এই ঘটনায় এখনও গ্রেপ্তার হয়নি কেউ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগেও অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে বলেই খবর। অশান্তির সূত্রপাত শুক্রবার সন্ধ্যের সময়। সোনু এবং রাকিবের মধ্যে বচসা হয়। তা সেই সময় মিটেও যায়। এর পর রাত ১টা ৪০ মিনিট নাগাদ একজনের বাড়িতে গাড়ি রাখতে আসে অভিযুক্ত সোনা ওরফে সোনু। সে কুখ্যাত অপরাধী গব্বরের শ্যালক। সোনু এলাকায় তোলাবাজি করে বলেই অভিযোগ। অভিযোগ, গাড়িতে রাখতে আসার খবর পেয়ে রাকিবের দলবল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে পৌঁছয়। বেশ কিছুক্ষণ সোনু এবং রাকিবের দলবলের মধ্যে অশান্তি হয়।

অভিযোগ, অশান্তির মাঝে আচমকা সোনু গুলি চালাতে শুরু করে। কমপক্ষে তিন রাউন্ড গুলি চলে বলেই খবর। তাতেই রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে। রাকিবের পায়ে গুলি লাগে। বাকি দুটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এলাকা ছাড়ে সোনু। এদিকে, দীর্ঘক্ষণ রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়েছিল রাকিব। পরে তাঁর বন্ধুরা রাকিবকে উদ্ধার করে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাকিব তালতলার বাসিন্দা। অভিযোগ, বেআইনি কলসেন্টার চালায়। তা জানা সত্ত্বেও পুলিশ রাকিবের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না বলেই অভিযোগ। চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। এদিনই কলকাতার পর বেলঘরিয়ায় শুটআউট। ব্যবসায়ীর বিলাসবহুল গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ। ভরদুপুরে ফিল্মি কায়দায় পরপর ৮ রাউন্ড গুলি চলে বলেই দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। বরাতজোরে রক্ষা ব্যবসায়ীর। কে বা কারা গুলি চালাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। শনিবার দুপুর ২টো নাগাদ বেলঘরিয়া থানার অদূরে রথতলা মোড়ের কাছে গাড়ি চড়ে যাচ্ছিলেন ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল। অভিযোগ, সেই সময় বাইকে চড়ে তিন যুবক আসে। বিলাসবহুল গাড়ি লক্ষ্য করে পরপর আট রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ব্যবসায়ী গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেন। মুহূর্তের মধ্যে এলাকা ছাড়ে দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। গাড়িটিতে একাধিক গুলির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।

আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই', নিট বাতিলের জল্পনার মাঝেই মুখ খুললেন শিক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ ২০২৪ সালের নিট পরীক্ষায় অসঙ্গতির অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুললেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তাঁর দাবি, নিটে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি। এই নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। বরং ৮ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দেয়, সেদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁসের কোনও প্রমাণ মেলেনি। অভিযোগ রয়েছে। যোগ্য কর্তৃপক্ষ সেগুলো খতিয়ে. দেখছে। কিছু অভিযোগ ও আলগা তথ্য হাতে আসছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদন্তের জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে। ৮ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দেয়, সেদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত। লুকনোর তো কিছু নেই। সেই সঙ্গেই তাঁর আর্জি, পরীক্ষার্থীরা যেন টেনশন না করেন। তবে সেই সঙ্গেই ধর্মেন্দ্র বলছেন, কিছু অসঙ্গতি আমাদের সামনে এসেছে। আমরাও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত। গতকাল সুপ্রিম কোর্টও একটি রায় দিয়েছে। এর পর আর কোনো বিভ্রান্তি থাকা উচিত নয়। পরীক্ষা কি বাতিল হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর পালটা প্রশ্ন, নিট বাতিলের প্রয়োজনীয়তা কী? এর পিছনে বিরোধীদের স্বার্থ রয়েছে। গত বছর নিটে যিনি প্রথম হন, তিনি তামিলনাড়ুর গ্রামীণ এলাকার পড়ুয়া। তাহলে আসল অভিযোগটা কী?

প্রসঙ্গত, এ বছর নিট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ৬৭ জন। এর পর থেকে এই প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে উঠেছে বিস্তর অভিযোগ। পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগের পাশাপাশি অনেককে গ্রেস মার্কস দেওয়ারও অভিযোগ তোলেন পরীক্ষার্থীরা। এই ইস্যুতে সরব গোটা দেশ। ২০২৪ সালের নিট পরীক্ষায় ব্যাপক অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে পরীক্ষা বাতিল ও কাউন্সেলিং বন্ধের আর্জি জানিয়ে দায়ের হয়েছিল একাধিক মামলা। সেই মামলায় এর আগে প্রশ্নের মুখে পড়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি।

গত বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্র জানিয়েছে, ভুল প্রশ্নের জেরে যে ১৫৬৩ জন গ্রেস মার্কস পেয়েছেন, সেই গ্রেস মার্কস বাতিল করে দেওয়া হবে। ওই ১৫৬৩ জনকে পুনরায় পরীক্ষা দিতে বলা হবে। আগামী ২৩ জুন ফের পরীক্ষায় বসতে হবে ওই পড়ুয়াদের। ফলাফল ঘোষণা ৩০ জুন। তবে যেহেতু নতুন করে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ একটি বিকল্প হিসাবেই দেওয়া হবে পরীক্ষার্থীদের, সেক্ষেত্রে কেউ চাইলে এই পরীক্ষায় না বসতেও পারেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ঘুরপথে বেনিয়ম মেনে নিল কেন্দ্র? এপ্রসঙ্গে ধর্মেন্দ্র বলছেন, যাঁরা চান তাঁরা ৬টি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ফের পরীক্ষা দিতে পারেন।

২১-২৭ জুন ভালোই বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গে, দাবদাহ থেকে মিলবে স্বস্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ অবশেষে সুখবর দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তীব্র গরম থেকে এবার মুক্তি পেতে পারেন দক্ষিণবঙ্গবাসী। কারণ, হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী সপ্তাহে বঙ্গে প্রবেশ করতে পারে বর্ষা। আবার উত্তরবঙ্গে অতি বৃষ্টিতে জারি দুর্ভোগ। আরও পাঁচদিন চলবে প্রবল বৃষ্টি। আগামী ২১ থেকে ২৭ জুন এই সময়কালে ভালোই বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গে, এই সময়কালে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গে। এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রামে বজায় ছিল তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি। রবিবারও চলবে তাপপ্রবাহ। সতর্কতা জারি হয়েছে পশ্চিমের চার জেলায়। তবে বিকেলের পর ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। ৪০-৫০ কিলোমিটার বেহে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। সোমবার থেকে আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা। প্রাক বর্ষার বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যে বর্ষা দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশের সম্ভাবনা। বাড়তে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। আবহাওয়া বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, আগামী ২০ জুন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে প্রাপ্ত বৃষ্টি স্বাভাবিকের থেকে কমই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ২১ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত, এই সময়কালে দক্ষিণবঙ্গে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দাবদাহ থেকে মিলবে স্বস্তি।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, আগামী ২০ জুন পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ২-৩ ডিগ্রি বেশি থাকবে। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, ২১ জুন থেকে তাপমাত্রা একটু কমবে, যদিও সেই সময়ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের থেকে ১-২ ডিগ্রি বেশি। সুখবর হিসেবে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২১-২৭ জুন এই সময়কালে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টি হবে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে বর্ষা আসতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ওড়িশা, অন্ধ্র উপকূল, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ এবং বিহারের কিছু অংশে অগ্রসর হতে পারে। ফলে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে অবশ্য অব্যাহত দুর্যোগ। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি জারি থাকবে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে। শনিবার আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পংয়ে ২০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হতে পারে। মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে একইভাবে ঝড়বৃষ্টি চলবে বলেই পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের। এছাড়া, সিকিমেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। প্রবল বৃষ্টি চলবে অসম এবং মেঘালয়েও।

প্রদেশ সভাপতির পদও এখনই যাচ্ছে না অধীরের

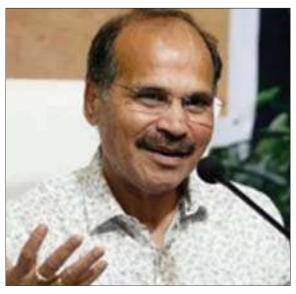

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ বহরমপুরে হার। বাংলায় সার্বিকভাবে খারাপ ফল। একার সিদ্ধান্তে বামেদের সঙ্গে জোট করে ভরাডুবি। এত কিছু সত্ত্বেও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর উপর থেকে আস্থা হারাচ্ছে না কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। এমনকী, অধীরকে অন্য কোনও রাজ্য থেকে জিতিয়ে রাজ্যসভায় নিয়ে যাওয়া হতে পারে, সেই ইঙ্গিতও নাকি মিলেছে এআইসিসির তরফে। লোকসভার ফলপ্রকাশের পর গত ৮ জুন দিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ডাকা হয় অধীরকে। বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ কংগ্রেসের কর্মসমিতির সদস্য। সূত্রের খবর, দিল্লির ওই বৈঠকে গিয়ে অধীর প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাঁকে আশ্বস্ত করে জানিয়ে দেয়, এখনই ইস্তফার ব্যাপারে ভাবার দরকার নেই। লোকসভা ভোটের রাজ্যওয়াড়ি ফল বিশ্লেষণ করে হারের কারণগুলি চিহ্নিত করতে আলাদা কমিটি গড়বেন সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। যেসব রাজ্যে খারাপ ফল হয়েছে, সেই রাজ্যগুলিতে ভোটের ফল পর্যালোচনার পরই পরবর্তী সিদ্ধান্ত হবে। প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রের খবর, বঙ্গে ভোট বিপর্যয়ের পর্যালোচনা করতে আগামী ২১ জুন মৌলালি যুব কেন্দ্র বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে প্রদেশ নেতৃত্বের পাশাপাশি থাকবেন দলের প্রার্থীরা। অধীর নিজেও উপস্থিত থাকবেন। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর সেই পর্যালোচনা বৈঠক নিয়ে রিপোর্ট দেবেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে। তার আগে প্রদেশ নেতৃত্বে বদলের কোনও সম্ভাবনা নেই। এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছে, অধীরকে দিল্লির রাজনীতিতে চাইছে এআইসিসির একাংশ। ৯ জুন কংগ্রেস কর্মসমিতির বৈঠকের পরই নাকি অধীরকে দলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, আপনি দিল্লির বাংলো ছাড়বেন না। সাংসদ হিসাবে এতদিন দিল্লিতে সরকারি বাংলো পেতেন অধীর। বহরমপুরে হারের পর অধীরবাবুর আর সেই বাংলো পাওয়ার কথা নয়। নিয়ম অনুযায়ী, দ্রুতই ওই দিল্লির বাংলো খালি করতে হবে অধীরকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নাকি তাঁকে বাংলো না ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে।

ক্ষুব্ধ সুকান্তর প্রশ্ন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জুন ঃ মুখ্যমন্ত্রী কী চান বিজেপি কর্মীরা ডুবে মরুক, আত্মহত্যা করুক? পশ্চিমবঙ্গে দলের কর্মীদের অবস্থা দেখে গর্জে উঠলেন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। জেলায় জেলায় ভোট পরবর্তী হিংসা থামার নাম নেই। এরই মধ্যে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েও দেখা করতে পারেননি শুভেন্দু অধিকারী। সেই ঘটনার জল গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। এই আবহেই আবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে মারধর খেয়ে বীভৎস অবস্থা বিজেপি কর্মীর। এই পরিস্থিতিতে সুকান্তবাবু শনিবার দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে সরাসরি নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলে দিন বিজেপি কর্মীরা ওঁর বাড়ির সামনে গিয়ে আত্মহত্যা করবে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা রাজ্যপালের কাছেও যেতে পারছে না। রাজ্যপালকে গিয়ে দেখা করতে হচ্ছে আক্রান্তদের সঙ্গে। গণতন্ত্রের পক্ষে এটা লজ্জার''। প্রসঙ্গত, ভোট মিটেছে, সরকার গঠন হয়েছে। আর ৩ দিন পর সংসদে শুরু হবে অধিবেশন। কিন্তু বাংলায় ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে রক্ত ঝরেই চলেছে।

জি-৭ সম্মেলন

নিরাপত্তা সহযোগিতা নিয়ে চর্চা মোদী ও মেলোনি বৈঠক

আপুলিয়া, ১৫ জুন ঃ ইতালির আপুলিয়া শহরের জি৭ সম্মেলনের ফাঁকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। তাঁদের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা সহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে এই বৈঠক সম্পর্কে জানিয়েছেন। মোদী জানান, প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে খুব ভাল বৈঠক হয়েছে। ভারতকে জি৭ শীর্ষ সম্মেলনের অংশ হতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ও চমৎকার আয়োজনের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। আমরা বাণিজ্য, শক্তি, প্রতিরক্ষা, টেলিকম এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে ভারতইতালি সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি। উভয় দেশ জৈব জ্বালানি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলির মতো ভবিষ্যত ক্ষেত্রগুলিতে একসঙ্গে কাজ করবে। উল্লেখ্য, আপুলিয়ায় জি৭ সম্মেলন শেষে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, শনিবার ভোররাতে এক্স-এ মোদী জানান, আপুলিয়াতে জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে খুবই ফলপ্রসূ দিন ছিল। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আতিথেয়তার জন্য ইতালি সরকার ও সে দেশের জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অন্যদিকে ইতালির আপুলিয়া শহরের জি৭ সম্মেলনের ফাঁকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মুম্বই-আহমেদাবাদ হাই স্পিড রেল প্রকল্প নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ইতালিতে জি৭ সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী কিশিদার সঙ্গে দেখা করাটা খুবই আনন্দের বিষয়। শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য ভারত ও জাপানের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, সেমিকন্ডাক্টর, ক্লিন এনার্জি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিতে একসঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি। আমরা পরিকাঠামো এবং সাংস্কৃতিক সংযোগের ক্ষেত্রেও সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গেও ইতালিতে দেখা হয়েছে মোদীর।

প্রতিবেশি রাজ্য থেকে আসা আগ্নেয়াস্ত্রেই তৎপর বাংলার দুষ্কৃতিরা ঃ ফিরহাদ

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ বিহারের মুঙ্গের, অসম, ঝাড়খণ্ড থেকে (আগ্নেয়াস্ত্র) আসছে। কলকাতায় সশস্ত্র দুষ্কৃতিদের সক্রিয়তা নিয়ে শনিবার এই সাফাই গাইলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকার পাশাপাশি বেলঘরিয়াতেও এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। মালদাতেও গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে এক ব্যবসায়ীকে গুলির অভিযোগ উঠেছে। একের পর এক গুলি চালানোর অভিযোগ যখন উঠে আসছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, তখন ফিরহাদ হাকিমের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সংবাদমাধ্যমের কাছে ফিরহাদের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে বার বার করে বলেছেন সব আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার জন্য। কিন্তু ব্যাপারটা হল পশ্চিমবঙ্গের চারদিকে বর্ডার রয়েছে। বিহারের মুঙ্গের, অসম, ঝাড়খণ্ড থেকে (আগ্নেয়াস্ত্র) আসছে। বর্ডারগুলিকে সিল করে সার্চ অপারেশনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন।' অর্থাৎ, ভিন রাজ্য থেকেই যে পুলিশের নজর এড়িয়ে বাংলায় আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকছে, সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি ভিনরাজ্যের সীমানাগুলিতে আরও সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন, সেটাও মনে করছেন তিনি।

বাংলায় দফায় দফায় ভোট পরবর্তী হিংসা, কমিটি গঠন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ বাংলায় লোকসভা ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে এবার চরম পদক্ষেপ নিল বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় এবার বিজেপি চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে। এই সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গ সফরে গিয়ে অবিলম্বে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আরও রিপোর্ট জমা দেবে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কাছে। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে রয়েছেন বিজেপি সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ, শ্রী ব্রিজলাল এবং কবিতা পাতিদার। বিজেপির তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, ২৮টি রাজ্য এবং ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চলতি বছর লোকসভা ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দুই রাজ্যে সরকারও বদলেছে। আর সবটাই হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। বাংলা ছাড়া কোথাও কোনওরকম হিংসার ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু বাংলায় ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে হিংসা, মারামারি, খুনোখুনির ঘটনা যেন থামতেই চাইছে না। বিজেপির বক্তব্য, বাংলায় যে পরিমাণ হিংসা হচ্ছে তা সবটাই একদম নীরব দর্শকের মতো দেখে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবরকম দায় ছেড়ে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা কীভাবে বিরোধী দলের কর্মী থেকে শুরু করে ভোটারদের আক্রমণ করছে দেখছেন মমতা। এমনকি রাজ্যের ভূমিকাতে অসন্তুষ্ট খোদ কলকাতা হাইকোর্ট।

গুলির লড়াই ছত্তিশগড়ে, এনকাউন্টারে খতম ৮ মাওবাদী

দুরন্ত বার্তা, মাড়, ১৫ জুন ঃ ফের গুলির লড়াইয়ে কেঁপে উঠল ছত্তিশগড়। শনিবার নিরাপত্তা বাহিনীর এনকাউন্টারে খতম হয়েছে অন্তত ৮ মাওমাদী। এই অভিযানে শহিদ হয়েছেন ১ জওয়ানও। আহত দুজন। গত দুদিন ধরেই রাজ্যের মাড় ও নারায়ণপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াই চলছে মাওবাদীদের। এর আগে গত ৮ জুন এনকাউন্টারে খতম হয় ৭ মাওবাদী। ওই অভিযানেও শহিদ হন ৩ জওয়ান। তার আগে ২৩ মে নারায়ণপুর ও বিজাপুর জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে খতম হয়েছিল ৭ মাওবাদী। ঘটনাস্থল থেকে সাতটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। তার আগে ৩০ এপ্রিল নারায়ণপুর ও কাঙ্কের জেলার সীমান্তে তিন মহিলাসহ ১০ মাওবাদী নিকেশ হয় এনকাউন্টারে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জন্মঃ ৩রা জুন, ১৯৩০ গীতাঞ্জলি নস্কর প্রয়াণঃ ১৬ই জুন, ২০১৮

ছয় বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। তবু তুমি আছো সর্বক্ষণ আমাদের হৃদয়ে ও মননে। তোমার শেখানো জীবনবোধ আমাদের আত্মস্থ করে রাখুক এবং হোক আমাদের চলার পথে পাথেয়।

যেখানেই থাকো তুমি ভালো থেকো

-তোমার পরিবারবর্গ ও 'দুরন্ত বার্তা'র কর্মীবৃন্দ

MUDRAN

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,১৫ জুনঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত। এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো। ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল। কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে। স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘন্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । ইংরেজির ক্ষেত্রে তো এআইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটো সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজের প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস দুনিয়াটা আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে (আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাডি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ ডলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে, তারা সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্ট্যানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা তাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বন্টন চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ে ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক । ব্যাঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাডি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সাবধানতা মেছে বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দুঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও ।

জম্মুতে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস, আগামী ৪-৫ দিন শুস্ক ও গরম থাকবে কাশ্মীরে

জম্মু, ১৫ জুন ঃ জম্মুতে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করল আবহাওয়া দফতর। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, আগামী ৪-৫ দিন শুস্ক ও গরম থাকবে কাশ্মীরে। তবে, ১৯-২১ জুন এই সময়কালে বিকেলের দিকে বিভিন্ন স্থানে হালকা বৃষ্টি হতে পারে, সেই সময় আকাশ থাকবে মেঘলা। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ১৮ জুন পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া থাকবে মূলত শুস্ক, আবার কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আগামী ৪-৫ দিন জম্মুর সমতল ভূমিতে তাপপ্রবাহ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বাকি অংশে গরম ও শুস্ক আবহাওয়া থাকবে। ১৯ থেকে ২১ জুনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।অন্যদিকে শিমলাতে, হিমাচল প্রদেশে প্রচণ্ড তাপের দাপট এখনই নিস্তার নেই, ১৬ জুন পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে হিমাচলের বিভিন্ন জেলায়। এই সময়ে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ঊর্ধ্বমুখী। সমতল ও নিচু পাহাড়ে আগামী কিছু দিন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে এবং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিই থাকবে।আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, ১৬ জুন (রবিবার) পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশের উনা, বিলাসপুর, হামিরপুর, শিমলা, সোলান, কুল্লু, কাংড়া, সিরমাউর এবং মান্ডি জেলার বিভিন্ন অংশে তাপের দাপট বজায় থাকবে। গরম থেকে রেহাই পেতে, যে শিমলায় বেড়াতে যাচ্ছেন পর্যটকরা, সেখানেও এখন অত্যধিক গরম। স্বস্তির বার্তা দিয়েছে আবহাওয়া দফতর, ১৮ ও ১৯ জুন হিমাচলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্ষার আগে ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে সুন্দরবন এলাকায় বৃক্ষরোপণ

নিজস্বসংবাদদাতা,কলকাতাঃসমাজ সেবার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় প্রতিবছর সুন্দরবন সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণের উপর জোর দেয় ভারত সেবাশ্রম সংঘ। এ বছর সংঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের উদ্যোগে এবং স্টেট মেডিসিনাল প্ল্যান্ট বোর্ড ও রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় বর্ষার শুরুতে প্রতিটি পরিবার দশটি করে গাছ লাগানোর অঙ্গীকার করলেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রায় পাঁচ হাজার ভেষজ চারা গাছ তুলে দেওয়া হয় ৬০০ পরিবারের হাতে। আমলকি, বহেড়া, পিপুল, বামনহাটি, অশোক, অর্জুন, আয়াপান, একাঙ্গী, বেল, পুদিনা, হরিতকি সহ বিভিন্ন গাছ তুলে দেওয়া হয় এলাকার প্রতিটি পরিবারের হাতে। ভ্অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। গৃহস্থের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত রাস্তার ধারে গাছ লাগানোর জন্য পঞ্চায়েত এবং মন্মথপুর প্রণব মন্দির যৌথ উদ্যোগে আরও ২৫ হাজার বৃক্ষরোপণ কস্রার অঙ্গীকার নেওয়া হয় ঐদিন।

আগুনের গুজবে চলন্ত ট্রেনে আতঙ্ক! ঝাড়খণ্ডে মালগাড়িতে কাটা পড়লেন তিন জন

রাঁচি, ১৫ জুনঃট্রেনে আগুন লেগেছে, হাওয়ায় ভেসে আসা এই গুজব শুনে প্রাণ বাঁচাতে বাইরে ঝাঁপ দিলেন যাত্রীরা। ঝাড়খণ্ডের এই ঘটনায় মালগাড়ির চাকায় কাটা পড়লেন ৩ জন। উল্টো দিক থেকে আসা মালগাড়িতে কাটা পড়েছেন ওই যাত্রীরা। এ ছাড়াও আরও কয়েক জন জখম হয়েছেন।শুক্রবার রাত তখন ৮টা। সাসারাম-রাঁচির ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ছুটছিল নিজস্ব গতিতে। আচমকা গুজব রটে যায়, ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লেগে গিয়েছে।মুহূর্তে ট্রেনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচাতে কয়েক জন যাত্রী

পরিষেবা নিয়ে নালিশের সুরাহায় বিশেষ টিম, উদ্‌যোগী পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ নানা সমস্যার কথা জানিয়ে কলকাতা পুরসভার কন্ট্রোল রুমে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১৫-২২টি অভিযোগ আসে। হোয়াটসঅ্যাপ-ইমেলেও অভিযোগ জানান মাসে অন্তত ৪০-৫০ জন। কিন্তু সময়ে সুরাহা হয় না বলে অভিযোগ। সমস্যার সমাধানে এ বার পৃথক টিম তৈরি করলেন পুর-কর্তৃপক্ষ। ওই টিমে পুরসভার ১৪টি বিভাগের একজন করে অফিসারের পাশাপাশি থাকছেন মেয়রের অফিসের তিন অফিসারও।যাঁরা পুর-পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ তড়িঘড়ি সমাধানের চেষ্টা করবেন। সেই সঙ্গে কোনও পরামর্শ এলে তা বাস্তবায়িত করার জন্যেও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলবেন তাঁরা। এক পুরকর্তার কথায়, 'ফোন ছাড়াও অনলাইনে এখন প্রচুর মানুষ পুর-পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ জানান। সেগুলির যাতে তাড়াতাড়ি সমাধান হয়, সে জন্যেই এই পদক্ষেপ।'সরকারি সূত্রে খবর, গ্রিভ্যান্স সেলে অভিযোগ জমা হওয়ার কত দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট নিয়মিত নবান্নে জানানোর কথা সম্প্রতি বলা হয়েছে পুরসভাকে। ওই তথ্য সংরক্ষিত রাখা হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডেটা সেন্টারে। সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধানে টোল ফ্রি ফোন নম্বর থেকে শুরু করে 'টক টু মেয়র' কর্মসূচি অনেক আগেই চালু করেছে পুরসভা।সেই সঙ্গে রয়েছে গ্রিভ্যান্স সেল। পুরসভার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে নাগরিকরা অভিযোগ জানাতে পারেন গ্রিভ্যান্স সেলে। পুরসভায় মূলত যে সব অভিযোগ বেশি আসে তার মধ্যে রয়েছে বেআইনি নির্মাণ, মিউটেশন সংক্রান্ত সমস্যা, খারাপ রাস্তা ও পানীয় জলের ঘাটতির মতো বিষয়। পুরসভায় অভিযোগ জানানোর পরেও সুরাহা না হওয়ায় বাসিন্দাদের অনেকেই নবান্নে অভিযোগ জানান।এ বার তাই বিশেষ নজরদারি চালাতে চাইছে নবান্ন। কয়েক দিন আগেই কলকাতা পুরসভার যুগ্মকমিশনার এ বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন। কী ভাবে নবান্নে তথ্য পাঠাতে হবে, সে জন্যে সব বিভাগের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়াও শুরু হচ্ছে। অভিযোগ পাওয়ার পর কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তা সরাসরি ফোনে বা এসএমএস মারফ জানিয়ে দেওয়া হবে অভিযোগকারীকেও।

উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতে বজায় থাকবে গরম, কমলা সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃগরমের দাপট কমছেই না উত্তর প্রদেশ ও ঝা।খণ্ড-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। ১৬ ও ১৭ জুনও তাপের দাপট বজায় থাকবে এই দুই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডের অনেক অংশে ১৬ জুন তাপপ্রবাহ থেকে অত্যধিক তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে।আইএমডি আরও জানিয়েছে, জম্মু, হিমাচল প্রদেশ, পূর্ব মধ্যপ্রদেশেও ১৬ জুন তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি থাকবে। পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের অনেক অংশে ১৭ জুনও তাপপ্রবাহ পরিস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৭ জুন, রবিবার পূর্ব মধ্যপ্রদেশেও অত্যধিক গরম থাকবে। আইএমডি উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব ভারতে তাপপ্রবাহের কমলা

কুয়েতে আগুনে মৃত্যু গোরক্ষপুরের দুই বাসিন্দার, এসে পৌঁছল পার্থিব দেহ

গোরক্ষপুর, ১৫ জুন ঃকুয়েতের বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের বাসিন্দা দু''জনের। শনিবার সকালে সেই দু''জনের দেহ নিয়ে আসা হয় গোরক্ষপুরে। উপস্থিত ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিবারের সদস্যদের হাতে পার্থিব শরীর তুলে দেওয়া হয়।কুয়েতের ভবনে বিধবংসী আগুনে মোট ৪৫ জন ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের দেহ শুক্রবারই ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়, আর শনিবার দেহগুলি পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ৪৫ জনের মধ্যে রয়েছেন গোরক্ষপুরের দুই বাসিন্দা।

সিকিমে আটকে বহু পর্যটক, ফোন নম্বর দিয়ে হেল্পডেস্ক চালু করল নবান্ন

কলকাতা, ১৫ জুন ঃপ্রবল বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সিকিমে বেড়াতে গিয়ে আটকে পড়া পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকদের জন্য হেল্পলাইন চালু করল রাজ্য সরকার। কালিম্পঙের জেলাশাসকের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এ কথা জানানো হয়েছে।বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পূর্ব সিকিম জেলার রংপোতে পর্যটকদের উদ্ধারের কাজ তদারকির জন্য তৈরি হয়েছে একটি হেল্পডেস্ক। সেই ডেস্কের দুই আধিকারিক রবি বিশ্বকর্মা (৮৭৬৮০৯৫৮৮১) এবং পুষ্পজি বর্মণের (৯০৫১৪৯৯০৯৬) মোবাইল নম্বরও রয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে।লাগাতার বৃষ্টিতে ধসের জেরে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, পর্যটনের জন্য বিখ্যাত লাচুংয়ের সঙ্গে গোটা রাজ্যেরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, বিপর্যয়ের জেরে সিকিমে এখনও পর্যন্ত হাজারের বেশি পর্যটক আটকে রয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের। তা ছাড়া রয়েছেন বিদেশি নাগরিকও।

'বিকশিত ভারত''-এর স্বপ্ন পূরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত কৃষি ঃশিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ ''বিকশিত ভারত''-এর রূপকল্প বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত হল কৃষি। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শনিবার কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে কৃষির এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ পরিচালনা করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন... ''বিকশিত ভারত''-এর স্বপ্ন পূরণের জন্য কৃষি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত... কৃষির মাধ্যমে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হয়... আমরা শীঘ্রই ১০০ দিনের জন্য আমাদের বিভাগীয় পরিকল্পনা জারি করব।কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম অনুষ্ঠান বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তিনি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রী-কিষাণ সম্মান নিধির অর্থ প্রদান করবেন। শিবরাজ আরও বলেছেন, আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হল প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা। পিএম ফসল বিমা যোজনার মাধ্যমে ৪ কোটিরও বেশি কৃষকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রয়েছে। বিশ্বব্যাপী দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও, কৃষকরা সাশ্রয়ী মূল্যে সার পাচ্ছেন।

সেলফি তুললেন মোদী ও মেলোনিয়া, ইতালি থেকে মাতৃভূমি ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ ইতালির আপুলিয়ায় জি৭ সম্মেলনের ফাঁকে সেলফি তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। গত শুক্রবার জি৭ সম্মেলনের ফাঁকে সেলফি তোলেন মোদী ও মেলোনিয়া। হাসিমুখে উভয়কে নিজেদের ছবি মোবাইলে ফ্রেমবন্দি করতে দেখা যায়।এদিকে, ফলপ্রসূ ইতালি সফর শেষে শনিবার সকালেই মাতৃভূমিতে এসে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ভোররাতে ইতালি থেকে বিশেষ বিমানে নতুন দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হন মোদী, আর সকালেই স্বদেশে ফেরেন তিনি। তৃতীয়বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এটাই মোদীর প্রথম বিদেশ সফর। এই সফরে আমেরিকা প্রেসিডেন্ট -সহ বিশ্বের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন মোদী।

রুদ্রপ্রয়াগে গভীর খাদে পড়ল টেম্পো ট্রাভেলার মৃত্যু ৮ জনের, শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ধামি

রুদ্রপ্রয়াগ, ১৫ জুন ঃ উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৫০-২০০ মিটার গভীর খাদে পা।ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি টেম্পো ট্রাভেলার।। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। এছাড়াও ৮ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় বদ্রীনাথ হাইওয়ের ওপর থেকে যাওয়ার সময় বেসামাল হয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় টেম্পো ট্রাভেলারটি।খাদের শেষেই ছিল অলকানন্দা নদী, টেম্পো ট্রাভেলারটি নদীতে পা।ে জায়গায় এত সংখ্যক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গা।োয়াল আইজি করণ সিং নাগনিয়াল বলেছেন, রুদ্রপ্রয়াগের এসপি ঘটনাস্থলে রয়েছেন। টেম্পো ট্রাভেলারটি নয়ডা থেকে আসছিল এবং রুদ্রপ্রয়াগ যাচ্ছিল। ১৫০-২০০ মিটার গভীর খাদে পড়ে যায় টেম্পো ট্রাভেলারটি। ঘটনাস্থল থেকেই উদ্ধার হয় ৭টি দেহ, ৯ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আরও একজনের মৃত্যু হয়।ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জেলাশাসক এই দুর্ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। টেম্পো ট্রাভেলার চালক-সহ ১৭ জন ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সঙ্গে নিয়ে শিবসাগরে নিবনির্মিত নতুন বিচার বিভাগীয় আদালত ভবন উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

শিবসাগর (অসম), ১৫ জুন ঃ গৌহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিজয় বিশ্নোই এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে আজ শনিবার শিবসাগর জেলা বিচার বিভাগীয় আদালত ভবনের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।বিষ্ণুনগরে নবনির্মিত জেলা বিচার বিভাগীয় আদালত ভবনের উদ্বোধন করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, আইনি পরিকাঠামো উন্নত করতে এবং রাজ্যে বিচার ব্যবস্থাকে সহজলভ্য নিশ্চিত করার প্রয়াস করছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই জেলা আদালত ভবন উদ্বোধন হওয়ায় সব বিচার ব্যবস্থা একই ছাদের নীচে সম্পন্ন হবে। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, এতে যে কোনও মামলার শীঘ্র নিষ্পত্তি হবে। শিবসাগরে নতুন জেলা আদালত ভবনটি রাজ্যের আইনি পরিকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এর লক্ষ্য শিবসাগর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে সহজলভ্য এবং দক্ষ আইনি পরিষেবা প্রদান করা, বলেন ড. শর্মা।গোটা অসম জুড়ে আইনি পরিকাঠামো উন্নত করা সরকারের প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, এই লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এর মধ্যে শিবসাগরের নতুন জেলা আদালত ভবন জনগণের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। এখানে এক ছাদের নীচে সমস্ত আইনি পরিষেবা পাওয়া যাবে। সমস্ত জেলা জুড়ে আইনি পরিকাঠামো উন্নত করতে ৩০০ কোটি খরচ করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, একই ছাদের নীচে শিবসাগর জেলা আদালতে উদ্বোধন হওয়ায় আইনি প্রক্রিয়াগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। মামলার স্থবিরতা হ্রাস পাবে এবং বিচার বিভাগকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ প্রদান করবে।

ঘরোয়া অপরিশোধিত তেলের উপর উইন্ডফল ট্যাক্স প্রতি টন ৩,২০০ টাকা

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ সরকার দেশীয় অপরিশোধিত তেলের উপর টন প্রতি ২০০০ টাকা করে উইন্ডফল ট্যাক্স কমিয়েছে। এই কমানোর পরে, দেশীয় অপরিশোধিত তেলের উপর উইন্ডফল ট্যাক্স প্রতি টন ৫,২০০ টাকা থেকে কমে ৩,২০০ টাকা হয়েছে। নতুন দর ১৫ জুন শনিবার থেকে কার্যকর হয়েছে।সরকারের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দেশীয় অপরিশোধিত তেলের উপর বিদ্যমান উইন্ডফল ট্যাক্স প্রতি টন ৫,২০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৩,২০০ টাকা করা হয়েছে। যাইহোক, বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, পেট্রোল, ডিজেল এবং বিমান জ্বালানী (এটিএফ) রফতানির উপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক শূন্যে রাখা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নতুন দর ১৫ জুন থেকে কার্যকর হয়েছে।প্রসঙ্গত, ৩১ মে, দেশীয় অপরিশোধিত তেলের উপর উইন্ডফল ট্যাক্স প্রতি টন ৫,৭০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৫,২০০ টাকা প্রতি টন করা হয়েছিল। সরকার প্রথম ১ জুলাই, ২০২২-এ গার্হস্থ্য অপরিশোধিত তেলের উপর উইন্ডফল ট্যাক্স প্রয়োগ করেছিল।

সমস্ত প্রচেষ্টা বিফলে, মারা গেল গুজরাটে বোরওয়েলে পড়ে যাওয়া শিশুটি

আমরেলি, ১৫ জুন ঃ এনডিআরএফ-সহ অন্যান্য উদ্ধারকারী দলের সমস্ত প্রচেষ্টা বিফলে চলে গেল। গুজরাটের আমরেলিতে মারা গেল বোরওয়েলে পড়ে যাওয়া শিশুটি। শনিবার সকাল ৫.১০ মিনিট নাগাদ বোরওয়েল থেকে বের করে আনা হয় শিশুটিকে, ততক্ষণে সবশেষ। দমকল অফিসার এইচ সি গাধভি জানিয়েছেন, সকাল ৫.১০ মিনিট নাগাদ বোরওয়েল থেকে উদ্ধার করার পর শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করা হয়।খেলতে খেলতে শুক্রবার বোরওয়েলে পড়ে যায় দেড় বছরের ওই শিশুকন্যাটি। এই ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটের আমরেলি জেলার সুরগাপারা গ্রামে। প্রায় ৪৫-৫০ ফুট গভীর বোরওয়েলে আটকে পড়ে শিশুটি। ওই নলকূপের গর্ত থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে উদ্ধারকারী দল। দীর্ঘ চেষ্টার পর শিশুটিকে উদ্ধার করা গেলেও, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৬জুন মার্টঃরবিবার, ১ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১ আষাঢ় মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ আষাঢ় মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলারাত্রিঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৪৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১২২৪৪ ৬১৯ (২) ৩ চন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯১২২৩(২৫)৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৭.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮২শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টি হবে শনিবার। জোয়ার- সকাল ৯টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৯টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৩টা ৩মিনিট। রাত-৩টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৮মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃপারিবারিক চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। শুভদিন। **বৃষভ রাশিঃ**দুর্দশায় থাকা কারোকে সাহায্য করতে আপনার শক্তি ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন এই অবিনশ্বর শরীরের থেকেই বা কি লাভ যদি এটা অন্যদের উপকারে লাগানোই না যায়। অর্থনৈতিক ভাবে, আজ একটি মিশ্র দিন হতে চলেছে। আপনি । **মিথুন রাশিঃ** আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলতে আপনার মনে এক উজ্জ্বল সুন্দর এবং গৌরবজনক ছবি প্রবেশ করান। সংসারে শান্তি হতে পারে। **কর্কট রাশিঃ**আপনি প্রতিটি মানুষকে সাহায্য করার ইচ্ছুকতায় ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়বেন।। **সিংহ রাশিঃ**আপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান আইটেমগুলির মধ্যে একটি চুরি করতে পারে। **কন্যা রাশিঃ**আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে। **তুলারাশিঃ**আপনি প্রতিটি মানুষকে সাহায্য করার ইচ্ছুকতায় ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়বেন। শুভ রংলাল **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। সংসারে শান্তি হতে পারে **ধনু রাশিঃ**আপনার রসিক আত্মীয়স্বজন আপনার দুশ্চিন্তা দূর করবে আর আপনাকে কাঙ্খিত মুক্তির স্বাদ দেবে। সন্তান হবেই। **মকর রাশিঃ**স্বাস্হ্যের দিকটিতে আরেকটু বেশি যত্নের প্রয়োজন। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। বিদেশ যাত্রা শুভ। **মীন রাশিঃ**আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা করা প্রত্যাখ্যান করুন। অসুস্থতা প্রতিহত করার এটি একটি ক্ষমতাশালী প্রতিরোধ।আপনার সঠিক মনোভাব ভুল মনোভাবকে টেক্কা দেবে। তুলবে। আজ আপনার শৈল্পিক এবং সৃজনশীল ক্ষমতা প্রচুর প্রশংসা কুড়োবে এবং আপনাকে অপ্রত্যাশিত পুরস্কার এনে দেবে। আপনার কাছে সময় তো হবে কিন্তু তবুও আপনি এরকম কিছু কদিতে চেষ্টা করবে।

মহেশতলার আবাসনে ভয়াবহ বিস্ফোরন,আহত একাধিক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৫ জুনঃ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরন মহেশতলায়।আহত একাধিক।দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গোপাল নগর সরকার পাড়ার স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন শনিবার সকাল আনুমানিক সাতটা নাগাদ আচমকাই বিস্ফোরণের কেঁপে ওঠে এলাকা। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে আশেপাশের বাড়ির কাঁচের জানালা পর্যন্ত ভেঙে যায়। আতঙ্কিত প্রতিবেশীরা তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘটনাস্থলে আসলে দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি ঘটে। আর তাতেই বাড়ির ইট ও গ্রিলের একাংশ ছিটকে পড়ে অন্তত পক্ষে পাঁচ জন আহত হয়। আহতদের স্থানীয় বেসরকারি নার্সিংহোম এবং বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুত্র মারফৎ জানা গিয়েছে এদের মধ্যে দুই জনের অবস্থা আশঙ্কা জনক। তাদের শরীর প্রায় অনেকাংশই ঝলসে গিয়েছে। ঘটনাস্থলে স্থানীয় তৃণমূল পৌরপিতা সহ দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এবং সিইএসসির লোকেরা রয়েছে। সাময়িকভাবে এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তবে দমকলের প্রাথমিক অনুমান গ্যাস সিলিন্ডার থেকে এই বিস্ফোরন ঘটে থাকতে পারে।তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চালকলের বয়লার ফেটে জখম হলেন ৮ শ্রমিক

হাওড়া, ১৫ জুন ঃ শনিবার একটি চালকলের বয়লার ফেটে জখম হলেন ৮ শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটে বাগনান থানার বরুণদা এলাকায়। বিকট আওয়াজ করে বয়লার ফেটে যায়। সেই সময় সেখানে কর্মরত ছিলেন আট শ্রমিক। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাগনান থানার পুলিশ ও দমকল। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, অত্যধিক তাপ তৈরির ফলে বিস্ফোরণ হয়েছে। পরীক্ষার জন্য ডাকা হতে পারে ফরেনসিক বিভাগকে। এদিকে, স্থানীয়রা জানিয়েছেন আওয়াজের অভিঘাতে আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়ির জানালার কাচ এবং দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। কয়েক কিলোমিটার দূর পর্যন্ত আওয়াজ যায় ও কম্পন অনুভূত হয়। আওয়াজের ফলে কারখানার শ্রমিকরা ও আশপাশের লোকেরা অনেকে ভয়ে পড়ে যান। পুলিশ ও কারখানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় প্রায় জনা দশ শ্রমিক কাজ করছিলেন। হঠাৎই বয়লার বিস্ফোরণ ঘটে। বয়লার বিস্ফোরণের ফলে তাঁরাও ছিটকে পড়েন। ছুটে আসেন কারখানায় কাজ করা অন্যান্য শ্রমিকরা। বিস্ফোরণের ফলে বয়লার-সহ পাশের গোটা কাঠামো ভেঙে পড়ে। কারখানার অন্যান্য শ্রমিকরা গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাওড়া জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, তাঁদের মধ্যে একজন বাগনান হাসপাতাল এবং আর একজনকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজে। পুরো ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। যদিও কর্তৃপক্ষের তরফে সুচন্দন বসু বলেন, আমরা রক্ষণাবেক্ষণ করি ঠিকই। তবে এটি একটি দুর্ঘটনা। আহতদের আমরা দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

চুরির ঘটনা ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া হুগলি, ১৫ জুনঃ দোতলার একটি ঘরে সেই সময় এসি চালিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন বাড়ির কর্তা। আর তখনই যা হওয়ার হয়ে গেল। চুপি-চুপি ঘরে ঢুকল চোরের দল। একতলা পুরো ফাঁকা তো করলই। আলমারি থেকে যাবতীয় যা গয়না ছিল সব নিয়ে পগারপাড়। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়ায়। চুঁচুড়ার কোদালিয়া ২ পঞ্চায়েতের নলডাঙার পর চুরির ঘটনা ঘটেছে হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দু'নম্বর কাপাসডাঙা এলাকায়। জানা গিয়েছে,দু'নম্বর কাপাসডাঙার বাসিন্দা দেবাশীস ভট্টাচার্যের বাড়িতে চুরি হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রচণ্ড গরমের জন্য সকলে দোতলার একটি ঘরের মধ্যে এসি চালিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। একতলা পুরো ফাঁকা ছিল। সেখানেই সমস্ত আলমারির ভিতরে গয়না রাখা ছিল। চোর কোথা দিয়ে এলো, কীভাবে আলমারি খুলল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না বলে পরিবারে দাবি। যদিও, তাঁদের সন্দেহ চোর ব্যালকনি রাস্তা দিয়েই এসেছে এবং সেখান থেকেই পালিয়েছে। প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ভরি সোনা এবং নগদ ১৫ হাজার টাকা ছিল আলমারিতে। যার সমস্তটাই নিয়ে গিয়েছে চোরেরা। সাধারণত শোনা যায় পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে না থাকলে চোর বাড়ির তালা ভেঙে চুরি করে। তবে এ ক্ষেত্রে মানুষ বাড়িতে থাকা অবস্থাতেই চুরি হয়ে যাচ্ছে বাড়ির সমস্ত কিছু। গোটা ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে পরিবারে।

দক্ষিণেশ্বরে যুবক খুনে আটক পরিবারের তিনজন

দক্ষিণেশ্বর, ১৫ জুনঃ গতকাল ঘর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্বার করা হয় অপূর্ব ঘোষ নামে বছর ২৬ এর এক যুবকের মৃতদেহ। আর সেই খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে মৃতের পরিবারের তিনজনকে গ্রেফতার করে দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক ভাবে সম্পত্তির জেরে বিবাদ হয়। আর গত ১ লা জুন অপূর্ব ঘোষকে খুন করার পরিকল্পনা করে অভিযুক্তরা। সেই মত গত ১২ই জুন রাতে ঘরে আড্ডার আসর আসর বসানো হয়। আর সেই আসরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয় ব্যবসায়ী অপূর্ব ঘোষকে । আর এই ঘটনার তদন্তে নেমে দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ মৃতের দিদি অলন্তিকা দাস, জামাই বাবু সুদীপ দাস এবং মৃতের দিদির মামা শ্বশুর সঞ্জীব পাত্রকে গ্রেফতার করে। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে জানান সীমন্ত ব্যানার্জি

মোবাইল ফোন পাচার চক্রের হদিস লিলুয়ায়

উদ্ধার ৫১টি দামি মোবাইল ফোন ও নগদ নগদ প্রায় ২ লাখ টাকা, ধৃত মূল অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, লিলুয়া, ১৫ জুনঃ মোবাইল ফোন পাচার চক্রের হদিস লিলুয়ায়, উদ্ধার ৫১টি দামি মোবাইল ফোন ও নগদ নগদ প্রায় ২ লাখ টাকা, গ্রেফতার হয়েছে মূল অভিযুক্ত। পুলিশ জানায়, এই ঘটনায় ধৃতের নাম অন্তর দাস। বাড়ি লিলুয়ার চামরাইলে। সেখানে বসেই পুরো চক্রটি চালাতো সে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের চোরাই মোবাইল এই লিলুয়াতেই অন্তরের মাধ্যমে হাতবদল হত বলে অভিযোগ। শুক্রবার গোপন সূত্রের খবর পেয়ে পুলিশ অন্তরকে গ্রেফতার করে তার কাছ থেকে প্রথমে ১০টি চোরাই মোবাইল উদ্ধার করে। এরপর তাকে ৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তার কাছ থেকে আরও ৪১টি চোরাই মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলি সবই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি করে আনা হয়েছিল। সেগুলি অন্তরের মাধ্যমেই হাত বদল হচ্ছিল। তখনই সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত অন্তরের বিরুদ্ধে লিলুয়া, সাঁকরাইল সহ হাওড়ার একাধিক থানায় অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্ত চোরাই মোবাইল বাংলাদেশ সহ বিদেশেও পাচার করা হত বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ বিশপ সরকার বলেন, চোরাই মোবাইল ফোনের ডিলিংস হবে বলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়ার কোনা মোড়ে অভিযান চালায় লিলুয়া থানার পুলিশ। সেখান থেকে অন্তর দাস (২৬) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে মোবাইল ফোন পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দিয়ে তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়া হয়।

জেরা করে জানা যায় লিলুয়া থানা এলাকার চামরাইলের বাসিন্দা সে। তার কাছ থেকে আরও ৪১টা মোবাইল উদ্ধার হয়। এর আগেও সে অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল এবং বর্তমানেও আছে। এর আগেও ২০১৯ এবং ২০২২ সালে লিলুয়া থানায় দুটি মামলা আছে তার বিরুদ্ধে। এছাড়াও সাঁকরাইল থানায় আরেকটি মামলা ঝুলছে তার নামে। সে একজন দাগী অপরাধী বলে পরিচিত।

তদন্তে উঠে আসে সে যা অপরাধ করেছিল সবগুলো ক্ষেত্রে সে নিজে ছিনতাই বা অপরাধ করেনি বরং বেশ কিছু চোরাই ফোন সে অপরাধীদের কাছ থেকে কিনেছিল। এর কাজ ছিল সেই ফোনগুলি বিক্রি করা। ধৃতের কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই টাকা আগে ফোন বিক্রি করে সে পেয়েছিল। চেষ্টা করা হচ্ছে উদ্ধার হওয়া ফোনগুলো মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার। তাকে জেরা করে চেষ্টা করা হচ্ছে ফোনগুলি কাদের কাছ থেকে কিন্তু এবং কাকে বিক্রি করতো। এখনো তদন্ত প্রাথমিক স্তরে রয়েছে।

রাজ্যপাল বোসের কড়া প্রতিক্রিয়াকে কটাক্ষ কুণালের

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ ভোট পরবর্তী হিংসার ব্যাপারে প্রশাসন সক্রিয় না হলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যপাল। যদিও রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের বক্তব্যকে বিজেপির প্রতিক্রিয়া বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ নিয়ে খোদ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কড়া বার্তা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, নিরপরাধ মানুষদের বন্দুকের নলের সামনে রাখা হচ্ছে। সরকার সাংবিধানিক কর্তব্য পালনে ব্যর্থ। শনিবার এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে কুণাল প্রতিক্রিয়ায় বলেন, উনি বরং রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপির হয়ে মন দিয়ে রাজনীতি করুন!

ছাত্রীর অস্বাভাবিক মত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য আরামবাগে

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ হুগলি, ১৫ জুনঃ এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আরামবাগ শহরের রামকৃষ্ণ পল্লীতে। মৃত ছাত্রীর নাম শুভেচ্ছা দত্ত। আরামবাগ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে বায়োসায়েন্স নিয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ত সে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বাবা-মায়ের মধ্যে অশান্তির জন্যই মানসিক চাপে ছিল ওই ছাত্রী। সেটা সহ্য করতে না পেরেই সে নিজেকে শেষ করে দেয়! ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত্যুর আসল কারণ বোঝার চেষ্টা করছে পুলিশ। প্রতিবেশী ও

আত্মীয়রা জানিয়েছেন, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বাবা-মায়ের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত। মৃত ছাত্রীর মা শম্পা দত্ত আরামবাগে বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেয়ের সঙ্গে বাস করতেন। তার বাবা থাকেন রামনগরে। বৃহস্পতিবার রাতে শুভেচ্ছা তার মাকে বলে, 'তুমি খেয়ে নাও আমি পরে খাচ্ছি।' এরপর নিজের ঘরে চলে যায় সে। অনেকক্ষণ পর কোনও সাড়া না পেয়ে ছাত্রীর ঘরে গিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় তার মা। চেঁচামেচিতে ছুটে আসে এলাকাবাসী। ছাত্রীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় পরিবারের নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মেয়ের মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃত ছাত্রীর মা সহ আত্মীয়রা। মৃত ছাত্রীর মায়ের দাবি, তাঁর স্বামী মা-মেয়ের উপর মানসিক অত্যাচার চালাতেন। আর তা সহ্য করতে না পেরেই মেয়ে চরম সিদ্ধান্ত নেন। যদিও তাঁর বাবার দাবি, তিনি স্ত্রী ও মেয়েকে খুবই ভালবাসতেন, কিন্তু দু-আড়াই বছর আগে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আরামবাগের ভাড়া বাড়ি থেকে বের করে দেন। তারপর থেকেই তিনি আরামবাগের রামনগরে গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। তাঁর আরও দাবি, মেয়ের মৃত্যুর আসল কারণ তদন্ত করে দেখা হোক।

বালিতে জলে ডুবে ছাত্রের মৃত্যু

বালি, ১৫ জুন ঃ খেলাধূলা করে বন্ধুদের সঙ্গে ঝিলে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে গেল নবম শ্রেণীর এক ছাত্র। শনিবার বিকেলে হাওড়ার বালির সমবায় পল্লীর ছোট ঝিলে ওই ঘটনা ঘটে। এদিন বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গেই ঝিলে স্নান করতে নেমেছিল বালি দুর্গাপুরের বাসিন্দা মণীশ আগারওয়াল (১৪)। আচমকাই মনীশকে জলে তলিয়ে যেতে দেখে বন্ধুরা চেঁচামেচি শুরু করে। স্থানীয় মানুষ ছুটে আসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ। ডুবে যাওয়া মণীশের খোঁজে ঝিলে জাল ফেলে তল্লাশি চালানো হয়। এরপর তাকে উদ্ধার করে বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে বালি নিশ্চিদা অঞ্চলে।

অসমের চার সাহিত্যিককে সাহিত্য অকাডেমি-২০২৪ পুরস্কার, মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ অসমের চার সাহিত্যিককে সাহিত্য অকাডেমি-২০২৪ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করতে নির্বাচিত করা হয়েছে। যাঁদের সাহিত্য অকাডেমি-২০২৪ পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে তাঁরা শিশুসাহিত্যে রঞ্জু হাজরিকা, বড়ো কবিতা সংকলনের জন্য ভার্জিন জেকোভা মুশাহারি, যুব বিভাগে নয়নজ্যোতি শর্মা এবং বড়ো ভাষায় ছোটগল্প সংকলনের জন্য রানি বড়ো। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে সমস্ত সাহিত্য অকাডেমি-২০২৪ পুরস্কারে ভূষিতদের অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের কৃতিত্বের জন্য গর্ব ব্যক্ত করেছেন। সাহিত্য আকাডেমি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যে অনুকরণীয় অবদানকে সম্মান জানিয়ে মর্যাদাপূর্ণ ২০২৪ সালের পুরস্কার-প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছে। সাহিত্য আকাডেমি কর্তৃপক্ষ আরও ঘোষণা করেছেন, সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিতকে পরবর্তী তারিখে আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে।অসমের যে চারজন সাহিত্যিককে এবারের সাহিত্য অকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত করা হবে তাঁদের মধ্যে শিশুসাহিত্যে রঞ্জু হাজরিকাকে তাঁর অসমীয়া উপন্যাস 'বিপন্ন বিষমই খেল'-এর জন্য বাছাই করা হয়েছে। এই উপন্যাসটি তার বর্ণনামূলক দক্ষতা এবং সাংস্কৃতিক গভীরতা দিয়ে পাঠকদের বিমোহিত করেছে, যা হাজরিকার সাহিত্যিক দক্ষতাকে প্রতিফলিত করেছে। দ্বিতীয়ত, ভার্জিন জেকোভা মুশাহারিকে তাঁর বড়ো কবিতা সংকলন 'বুহুমা বয়নিবউ'-এর জন্য পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করেছে সাহিত্য অকাডেমি। তাঁর কবিতা সংকলনের বয়ান উপস্থাপনের সৌন্দর্য ও বড়ো সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের গভীর অন্বেষণের জন্য খ্যাতি লাভ করেছে।

তৃতীয়ত, যুব বিভাগে নয়নজ্যোতি শর্মাকে তাঁর অসমীয়া ছোটগল্প সংকলন 'জাল কোটা জুই''এর জন্য সম্মানিত করতে নির্বাচন করা হয়েছে। মানুষের আবেগ এবং সামাজিক গতিশীলতার অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ চিত্রায়নের জন্য শর্মার গল্প রচনা প্রশংসিত হয়েছে। চতুর্থত, রানি বড়ো তাঁর বড়ো ভাষায় লেখা ছোটগল্প সংকলন 'সাইখলুম'-এর জন্য স্বীকৃতি পেয়েছেন। রানি বড়োর গল্পগুলি বাস্তববাদ এবং কল্পনার মিশ্রণের সঙ্গে বিচিত্র ভাবনাগুলিকে গভীরভাবে পাঠকদের অনুরণিত করায় এবারের সাহিত্য অকাডেমি পুরস্কারের জন্য তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সাহিত্য অকাডেমির সভাপতি মাধব কৌশিকের পৌরোহিত্যে সাম্প্রতিক এক সভায় অনুমোদিত পুরস্কারগুলি ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি এবং ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকাশিত সাহিত্যকর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাছাই প্রক্রিয়ায় ভাষা-নির্দিষ্ট জুরি জড়িত ছিল। প্রত্যেক জুরিতে তিনজন করে সদস্য ছিলেন। তাঁরা দাখিলকৃত সাহিত্যকর্মগুলি যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করে সর্বসম্মত কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে পুরস্কার-প্রাপকদের নাম সুপারিশ করেছেন। প্রত্যেক পুরস্কারপ্রাপ্ত একটি খোদাইকৃত তাম্রফলক সংবলিত একটি ক্যাসকেট এবং নগদ ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার পাবেন। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের পুরস্কার প্রদান করা হবে।

নিখোঁজ অনেক মানুষ, সামাজিক মাধ্যমে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, দাবি পুলিশের

কুমারঘাট, ১৫ জুন ঃ ত্রিপুরায় গত দুদিন ধরে বেশ কয়েকজন নিখোঁজের ঘটনা ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। বিশেষ করে ঊনকোটি জেলায় এই ঘটনা সর্বাধিক বলে ব্যাপক প্রচার চলছে সামাজিক মাধ্যমে। এতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ঊনকোটি জেলায়। এই ঘটনায় গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। দুদিন ধরে সামাজিক মাধ্যম জুড়ে শুধুই নিখোঁজের পোস্ট ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে। বিভিন্ন জনের নাম এবং ছবি দিয়ে এদের নিখোঁজ বলে একাংশ নেটিজেনদের প্রোফাইল থেকে ব্যাপকভাবে নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে এ সব পোস্ট। আর এ সব পোস্টকে ঘিরেই বর্তমানে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি থেকে সাব্রুম পর্যন্ত। শেষ তিন-চার দিনে শিশু সহ প্রায় দশ-বারোজন নিখোঁজ বলে পোস্ট ঘুরছে ফেসবুকে। বিশেষ করে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমায় এ ধরনের পোস্টের বাড়বাড়ন্তে রিতিমতো চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে জনমনে। কিন্তু প্রশাসনিক খবরে পাওয়া গেছে ঘটনার আসল সত্যতা। এ ধরনের পোস্টের সত্যতা যাচাই করতে কথা হয় মহকুমার ফটিকরায় এবং কুমারঘাট থানার আধিকারিকদের সাথে। ঘটনাকে গুজব বলে জনসাধারণকে অভয় দিলেন পুলিশ কর্তারা।

কুমারঘাট থানার আধিকারিক শংকর সাহা জানিয়েছেন, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত কুমারঘাট থানায় মাত্র দুটি নিখোঁজের মামলা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি এ সব পোস্টকে গুজব বলে আখ্যায়িত করে এ সবে কান না দেওয়ার আবেদন জানান প্রত্যেকের কাছে। এদিকে ফটিকরায় থানার পুলিশ আধিকারিক জেড হালাম জানিয়েছেন, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ফটিকরায় থানায় চারটি নিখোঁজের মামলা লিপিবদ্ধ হয়েছে। যার মধ্যে প্রত্যেককেই উদ্ধার করে তুলে দেওয়া হয়েছে পরিবারের হাতে। হঠাৎ করে অনেক মানুষ নিখোঁজের খবরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। পুলিশের দাবি, এ সব পোস্ট কেবল গুজব। সোশাল মিডিয়ায় এ সব পোস্ট ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। যাদের প্রোফাইল থেকে এ সব পোস্ট হয়েছে তাদের সমস্ত তথ্য এসেছে পুলিশের হাতে এবং গুজব সংক্রান্ত পোস্টের দায়ে এদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে পুলিশ। পুলিশ সুত্রের খবর, কুমারঘাট মহকুমার অনেক সাধারণ মানুষের নামও পাওয়া গেছে এ সব গুজব সংক্রান্ত পোস্টের তালিকায়। অনেকে আবার পুলিশি ঝামেলার আঁচ পেয়ে প্রোফাইল থেকে পোস্ট ডিলিট কিংবা এডিট করে নিয়েছেন ইতিমধ্যেই। যদিও মূল পোস্টের সব তথ্য এখন পুলিশের হাতে।

নাইলনের জাল ছিঁড়ে থাকায় গ্রামে বাঘ ঢুকে পড়ার আশংকায় কুলতলির মানুষ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৫ জুনঃ সুন্দরবনের জঙ্গলে নাইলনের জাল ছিঁড়ে থাকায় গ্রামে বাঘ চলে আসার আশংকায় সুন্দরবনের মানুষ। কয়েক দিন আগে সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে ঘূর্ণিঝড় রিমেল। এর ফলে অনেক জায়গায় বাড়ি ভেঙেছে, জল ঢুকে প্লাবিত হয়ে গিয়েছে চাষের জমি। পাশাপাশি আরও একটি বিপদ দেখা দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলির চার পাশে লাগানো নাইলনের জাল ছিঁড়ে গিয়েছে। ফলে গভীর জঙ্গল থেকে বাঘেদের গ্রামের ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়েছে। ঘূর্ণিঝড় রিমলের তাণ্ডবে সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় নাইলনের জাল ছিঁড়ে গিয়েছে। তাঁর ফলে অরক্ষিত অবস্থায় আছে সুন্দরবনের জঙ্গল এলাকা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বন বিভাগ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছে। সুন্দরবনের রায়দীঘি, রামগঙ্গা ও মাতলা এই তিনটি রেঞ্জ মিলিয়ে জঙ্গল ঘিরে রাখা প্রায় ৩০ কিলোমিটার জাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলি মেরামত করা সম্ভব হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই সেখানে নতুন জাল লাগাতে হবে। এর জন্য ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪

পরগনা বনবিভাগ এই খাতে বন দফতরের কাছে টাকা চেয়ে আবেদন করেছে বলে জানা গিয়েছে। মূলত এই জালগুলি দেওয়া হয় যাতে বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নদী পেরিয়ে সরাসরি গ্রামে ঢুকতে না পারে। এই জায়গা গুলিতে আবারও জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু অংশ এখনও খোলা অবস্থায় রয়েছে। ফলে যেকোনও সময় বাঘ বেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে তীব্র আতঙ্কে ভুগছে সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া গ্রাম গুলির বাসিন্দারা। তাঁরা দ্রুত জাল লাগানোর আবেদন জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে কুলতলির মৈপীঠ নগেনাবাদ, ভুবনেশ্বরী, দেউলবাড়ির ৩ নং নাইয়াপাড়া সহ জঙ্গল লাগোয়া এলাকার গ্রামবাসীরা জানালেন, দ্রুত এই নাইলনের জাল দিয়ে পুনরায় জঙ্গল না ঘিরলে যে কোন সময়ে বাঘ গ্রামে ঢুকে পড়তে পারে। এই ভাবে এর আগে ও কাটা জাল দিয়ে গ্রামে বাঘ ঢুকে পড়ে গবাদি পশুকে তুলে নিয়ে গেছিলো। তাই আমরা খুব ভয়ে আছি। আমরা চাই দ্রুত এই জাল লাগানো হোক। এব্যাপারে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা বনআধিকারিক (ডি এফ ও) মিলন মন্ডল বলেন, আমরা দেখছি বর্তমান অবস্থা। আমরা ইতিমধ্যে বন দফতরে জানিয়েছি। ওখান থেকে টাকা এলে আবার নাইলনের জাল দিয়ে জঙ্গল এলাকা ঘিরে দেওয়া হবে।

যানবাহনের দখলে চলে যাচ্ছে গোটা গন্ডাছড়া বাজার এলাকা, নিয়ন্ত্রণে নেই পুলিশ

গন্ডাছড়া (ত্রিপুরা), ১৫ জুন ঃ ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমা সদরে দীর্ঘদিন যাবৎ যানজট সৃষ্টিকে নিয়ে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ছোটবড় যান চালক, বাজার ব্যবসায়ী সহ পথ চলতি মানুষজনকে। গন্ডাছড়া মহকুমায় স্থায়ীভাবে কোন মোটরস্ট্যান্ড না থাকায় প্রায় প্রতিদিন ছোটবড় যানের দখলে চলে যাচ্ছে গোটা গন্ডাছড়া বাজার এলাকা। জানা গিয়েছে, গন্ডাছড়া মহকুমায় নেই কোন ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা। এদিকে গন্ডাছড়া মহকুমায় একটি আধুনিকমানের মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণের জন্য প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। চলতি বছরের দশই মার্চ ওই মোটরস্ট্যান্ড -এর ভার্চোয়ালি ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এবং গণনার কারণে এতদিন ঠিকেদার মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ শুরু করতে না পারলেও ভোট গণনার পর থেকে মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে শুরু করে দিয়েছেন ঠিকেদার। মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ দ্রুত চললেও প্রতিদিনকার থেমে থেমে বৃষ্টি কিন্ত নির্মাণ কাজে অনেকটাই ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলেছে। তবে গন্ডাছড়া মহকুমা সদর সংলগ্ন শ্মশানঘাট লাগোয়া বিস্তর অঞ্চল নিয়ে নতুন আধুনিকমানের মোটরস্ট্যান্ড -এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হবে গোটা গন্ডাছড়া মহকুমাবাসীর। তবে মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত যানজট লেগেই থাকবে বলে মনে করছেন স্থানীয় জনগণ।

শনিবার থেকে সুন্দরবনে শুরু ইলিশ উৎসব

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৫ জুনঃ খাতায় কলমে বর্ষা শুরু হয়ে গেলেও হাসফাস গরমে নাজেহাল মানুষ।এখনো ইলিশ মাছ ধরা শুরু হয়নি। সবে ইলিশের খোঁজে সমুদ্রে পাড়ি দিলো মৎস্যজীবিরা। আর তাঁরই মধ্যে শনিবার থেকে সুন্দরবনে পর্যটকদের জন্য শুরু হয়ে গেল ইলিশ উৎসব।বর্ষার মরসুমে বাঘ দেখার পাশাপাশি ইলিশের নানা পদের টানে প্রতি বছর সুন্দরবনে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের। ইলিশ উৎসবের হাত ধরে ভরা বর্ষায় নদী বক্ষে লঞ্চ, ভুটভুটিতে চেপে ইলিশ ভাপা, সর্ষে ইলিশ, ইলিশ বিরিয়ানি বা ইলিশের টক চেখে দেখতে গত কয়েক বছরে যথেষ্ট উৎসাহ বেড়েছে পর্যটকদের। এ বারও চলতি মরসুমে সেই সুযোগ হাজির পর্যটকদের সামনে। এবছর ইলিশ উৎসবের বুকিং ভালই হচ্ছে বলে জানালেন ট্যুর অপারেটরা। তারা বলেন,গত বছর রেকর্ড পরিমাণ পর্যটক ইলিশ উৎসবে এসে ছিলেন। বহু মানুষ বুকিং না পেয়ে হতাশও হয়েছিলেন। তাই এ বার বর্ষা এখন ও না নামলেও পর্যটকদের উৎসাহ রয়েছে যথেষ্ট। ইতিমধ্যে বুকিং শুরু হয়েছে। তবে জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অগস্ট মাসে ইলিশ উৎসবে যোগ দিতে চেয়ে প্রচুর বুকিং আসছে। গতকাল শুক্রবারই মাছ ধরার উপরে নিষেধাজ্ঞা উঠে গিয়েছে। শনিবার ভোর থেকে মৎস্যজীবীরা ইলিশের খোঁজে গভীর সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বৃষ্টিও ঢুকে পড়বে বলে আশা। সে কথা মাথায় রেখেই এ বার কিছুটা আগেই ইলিশ উৎসব শুরু সুন্দরবনে।ট্যুর অপারেটররা অবশ্য জানাচ্ছেন,

আপাতত মায়ানমারের ইলিশ ও স্টোরের ইলিশ দিয়েই পর্যটকদের রসনা নিবারণ করা হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের ইলিশও ঢুকে যাবে। শনিবার থেকেই ট্রলারগুলি ইলিশের খোঁজে পাড়ি দেয় গভীর সমুদ্রে। ফলে ইলিশের আকাল হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। সুন্দরবনের ঝড়খালি, মাতলা নদীতেও প্রচুর পরিমাণ ইলিশ মেলে বর্ষায়। সেই মাছও স্বাদে যথেষ্ট ভাল বলে দাবি ট্যুর অপারেটরদের। আগে অক্টোবর থেকে সুন্দরবনে পর্যটন মরসুম শুরু হলেও এখন ইলিশ উৎসবে পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে সুন্দরবনে। ইতিমধ্যেই রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকেরা ইলিশ উৎসবের বুকিংয়ের জন্য খোঁজ নিচ্ছেন। শুরুর দিকে গরমের জন্য বুকিং কিছুটা কম থাকলে ও জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে প্রচুর বুকিং পাচ্ছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। ইলিশ উৎসবের হাত ধরে চলতি বছরেও প্রচুর পর্যটক সুন্দরবনে আসবেন বলে আশাবাদী পর্যটন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সুন্দরবনের মানুষজন। আর ইলিশ উৎসবের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে সুন্দরবনের পর্যটন ব্যবসা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৯৬ সংখ্যা, রবিবার, ১ আষাঢ়, ১৪৩১

ইলিয়াম কেরি

ভারতবর্ষের মানুষকে যে ক'জন বিদেশি প্রগতি ও উন্নয়নের পথ দেখিয়েছিলেন উইলিয়াম কেরি তাদের অন্যতম। ১৭৬১ সালের ১৭ আগস্ট কেরি ইংল্যান্ডের নর্দাম্পটনশায়ারের পলার্সপুরি নামক এক গ্রামের চার্চের পাদরি এডমন্ড ও তার স্ত্রী এলিজাবেথ কেরির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৩ সালের ১৩ জুন স্বদেশ ত্যাগ করে তিনি সপরিবারে ওই বছরের ১১ নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছান। উইলিয়াম কেরির বড় পরিচয় তিনি ছিলেন একজন সমাজ-সংস্কারক। ধর্মতত্ত্ব প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মানবপ্রেমিক কেরি তার বৈচিত্র্যময় কর্মতৎপরতা দিয়ে দরিদ্র মানুষের উন্নতির জন্য সমাজ- সংস্কার, শিক্ষা, কৃষিকর্ম, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বড় ধরনের অবদান রেখে গেছেন। কলকাতায় পৌঁছে উইলিয়াম কেরি পরিবেশ ও স্থানীয় জনজীবন সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য নদীয়া, মানিকতলা ও সুন্দরবনসহ বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি বাঙালি পণ্ডিত রামরাম বসুর নিকট বাংলা শিখতে শুরু করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। একই সঙ্গে তিনি রামরাম বসুকে মুন্সি নিয়োগ করে তার সহায়তায় বাইবেলকে বাংলায় অনুবাদের কাজ শুরু করেন। ১৭৯৪ সালে তিনি মালদহের মদনবাটি নীলকুঠিতে তত্ত্বাবধায়ক অফিসারের কাজ নেন। সেখানে তিনি প্রজাদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এদেশীয় ইংরেজ কর্মচারীদের সুবিধার্থে তিনি বাংলা ভাষায় একটি শব্দকোষ প্রণয়ন করেন। ১৮০০ সালে তার প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই মিশনে একটি প্রেস স্থাপন করা হয়। উইলিয়াম কেরি পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় বাইবেলের অংশ বিশেষ বাংলায় অনুবাদ ও মুদ্রণ করেন। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। তার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতি নামক দুজনকে পণ্ডিত এবং শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দ চন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসুকে সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত করা হয়। উইলিয়াম কেরি ১৮০১ সালে 'বাংলা ব্যাকরণ' ও বাংলা গদ্যে 'কথোপকথন' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮১২ সালে তার বিখ্যাত 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে তার বইগুলো অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে। ১৮৩৪ সালের জুন শ্রীরামপুরে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি বাংলা ভাষা ও বাঙালির জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। এই মহাত্মার প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। কেরি ছিলেন বলেই বাংলায় কলেজ তৈরি হতে পেরেছিলেন। সেই কলেজেই বিদ্যাসাগর শিক্ষকতা করতেন। তারপরে কলেজ তৈরি করার কথা ভেবে শুরু করে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা দপ্তরর। তখন বিদ্যাসাগর বেশ কয়েকটি প্রাথমিক স্কুল তৈরি করে ফেলেছেন। বেথুন এসে মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন।

রহস্যগল্প রচয়িতা নীহাররঞ্জন

ডা নীহার রঞ্জন গুপ্তের ১১৪-তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। নীহার রঞ্জন গুপ্ত একজন স্বনামধন্য বিখ্যাত রহস্য উপন্যাস লেখক। বাংলাভাষার রহস্য উপন্যাসে তিনিই এক নবযুগ সৃষ্টি করেছেন। রহস্য উপন্যাসে বিখ্যাত কীরিটি রায়ের মতো একটি অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি আজও স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন। ড নীহার রঞ্জন গুপ্ত ১৯১১ সালের জুনে তৎকালীন যশোরের বর্তমান নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার ইটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ছিল বিখ্যাত কবিরাজ বংশীয়। তাঁর পিতা-মাতার নাম সত্যরঞ্জন গুপ্ত এবং লবঙ্গলতা দেবী। তিনি শৈশবকাল অতিবাহিত করেন কলকাতায়। পিতার স্থানান্তরিত চাকুরীর কারণে তিনি অনেক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তন্মধ্যে - গাইবান্ধা উচ্চ বিদ্যালয় অন্যতম। ১৯৩০ সালে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন অর্জন করেন। কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ থেকে আই.এসসি ডিগ্রী অর্জনের পর তিনি কলকাতার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি বিদ্যায় কৃতকার্য হন। এরপর তিনি লন্ডন থেকে চর্মরোগ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তার বড় বোন পোকার কামড়ে মারা যায়। ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মহান পেশায় নিয়োজিত থেকে এই রোগ সারানোর জন্য স্বপ্ন দেখেন ও পরবর্তী জীবনে তা বাস্তবায়িত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতীয় নীহাররঞ্জন সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ও বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত হন। এরপর তিনি মেজর পদে উন্নীত হন। এই চাকুরীর সূত্রে ড নীহার রঞ্জন গুপ্ত পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম, বার্মা বর্তমানঃ মায়ানমার থেকে মিশর পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে ঘুরে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। যুক্তরাজ্য থেকে বিশেষ ডিগ্রী অর্জন শেষে তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন। এরপর তিনি ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে সেবামূলক কাজ করেছেন। ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭ সালে তিনি ও তার পরিবার স্থায়ীভাবে কলকাতায় অভিবাসিত হন। নীহাররঞ্জন গুপ্ত শৈশবকাল থেকেই সর্বদাই স্বপ্ন দেখতেন একজন লেখক হওয়ার। একসময় তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণসহ তাঁর স্বাক্ষর বা অটোগ্রাফ সংগ্রহ করেন। আঠারো বছর বয়সে নীহাররঞ্জন তাঁর প্রথম উপন্যাস রাজকুমার রচনা করেন। ইংল্যান্ডে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি গোয়েন্দা গল্প রচনায় আগ্রহান্বিত হয়ে স্বীয় লেখার উত্তোরণ ঘটান এবং আগাথা ক্রিস্টির সাথে সাক্ষাৎ করেন। ভারতে ফিরে এসে ড নীহার রঞ্জন গুপ্ত তাঁর ১ম গোয়েন্দা উপন্যাস কালো ভ্রমর রচনা করেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি সার্থক সন্ন্যাসী।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। নরেনকে সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। নরেন আমার সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে সেসই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে রামকৃষ্ণ মঠ সারা বিশ্বে কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল নরেনের মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে বেলুড় মঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। মানব সেবার মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে অবসান হয়না। সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে

সুকুমার রায়ের পুত্র সত্যজিৎ রায়ের গল্প উপন্যাস, কবিতায় যে হাস্যরসের উপস্থাপনা তা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ

রবীন্দ্র কুমার শীল

কবি সুকুমার রায় ছিলেন খেয়াল রসের কবি। তিনি উদ্ভট, অসম্ভব এবং আজগুলি নিয়ে কাব্যের কারবার করে গিয়েছেন। ব্যঙ্গ কবিতা লেখা এবং খেয়ালি রসের কবিতা রচনাকে তিনি কারবার বলতে কসুর করেননি। সেই কবি সুকুমার রায়ের সন্তান হলেন সত্যজিৎ রায়। তিনি তাঁর গল্প উপন্যাসে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রেও হাস্য রস রয়েছে। তবে সেটি আর একদিন বিশদে আলোচনা করা যাবে। সত্যজিৎ রায়ের লেখা আত্মজীবনীতে হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়। এটাকে শৈশব জীবন চিত্র বলে ধরা যেতে পারে। তবে ছোটবেলাকার মাত্র বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিকের কথা উল্লেখ করেছেন যা সকলের জানার প্রয়োজন রয়েছে। একটি রায় চৌধুরী পরিবারের প্রায় আধিকাংশ সদস্যরাই কোন না কোনও দিক দিয়ে তাঁদের প্রতিভাকে বিকশিত করেছেন তাতে সমাজ উপকৃত হয়েছে। সেই উপকারের কথাকে অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি এবং গড়পারের রায়চৌধুরী বাড়ি পরিবারের সদস্যরা বলতে গেলে এই ধাঁচে গড়া। তাদের পরিবারের সব সদস্যই কোন না কোন দিক দিয়ে তাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর স্মৃতি কথায় যেসব হাস্যরসের উপস্থাপন করে পাঠকদের অবাক করে দিয়েছেন তার কথাই এখানে উল্লেখ করবো। তার সঙ্গে তাঁর রচিত গল্পের উপন্যাসেও যে হাস্য রসের উপস্থাপনা করেছেন তার কথা অতি অবশ্যই উল্লেখ্য করতে হবে। সত্যজিৎ রায় লিখছেন, "বুলাকাকার সঙ্গেই আমরা একবার গিয়েছিলাম উটরাম রেস্টোরেন্টে। উটরাম ঘাটে এই বাহারের রেস্টোরেন্ট জলের ওপর ভাসত। দেখতে জাহাজের ডেকের মতো। এখন উটরাম ঘাটে গেলে আগের সেই চেহারাটা আর দেখতে পাওয়া যাবে না। তখন ঘাটের উল্টো দিকে ইডেন গার্ডেনের চারদিকে হাবারেরর গ্যাসের বাতি জ্বলত, আর বাগানের মাঝখানে ব্যাণ্ডস্ট্যান্ডে সন্ধ্যাবেলায় বাজত গোরাদের ব্যাণ্ড। উটরাম রেস্টোরেন্টে আমি জীবনে প্রথম আইক্রিম খাই। অবিশ্যি এই নিয়ে পরে অনেক ঠাট্টা শুনতে হয়েছিল। কারণ প্রথম চামচ মুখে দিয়ে দাঁত ভীষণ সিরসির করায় আমি বলেছিলাম আইসক্রীমটা একটু গরম করে দিতে।" তখন রায় চৌধরী পরিবারের আধিকাংশ সদস্যরাই গড়বারের বাড়িতে বসবাস করতেন। তারা সবাই 'ইউ রায় অ্যাণ্ড সনস ব্লক প্রিন্টারর্স অ্যাণ্ড ব্লক মেকারর্স-এর কর্মী ছিলেন। পারিবারিক কর্মী বলা যেতে পারে। তবে বাইরের বেশ কয়েকজন লোক এই কোম্পানিতে কাজ করতেন। সেটা অতি সামান্যই। সত্যজিৎ রায় লিখছেন তাঁর ছোট কাকা সুবিমল রায়ের ভাত থেকে এক ঘন্টা লাগতো। তার কারণ কাকা প্রতিটি গ্রাস বত্রিশবার করে চিবোতেন। তারপরে পেটে চালান করে দিতেন। কাকা বলতেন, নাহলে নাকি খাবার পেটে হজম হয় না। এটা নাকি কোনও একজন বিখ্যাত চিকিৎসক বলেছিলেন। তারপর থেকেই তিনি খেতে বসার সময়

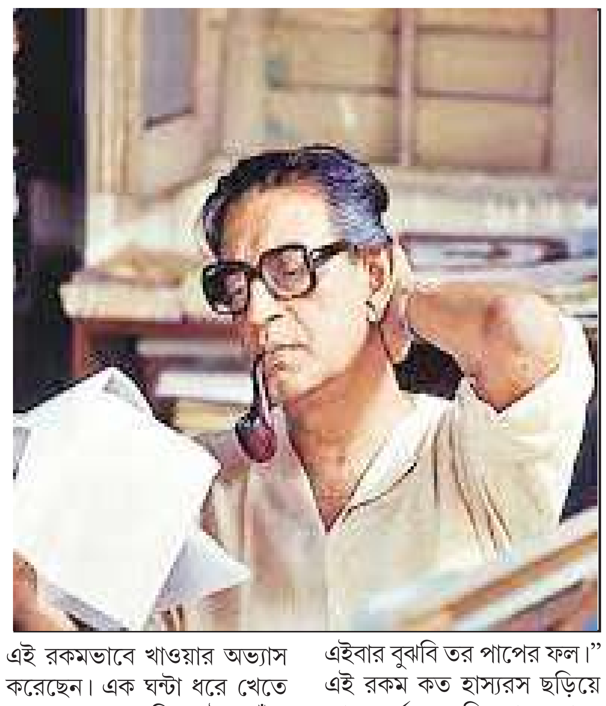

এই রকমভাবে খাওয়ার অভ্যাস করেছেন। এক ঘন্টা ধরে খেতে লাগতো বলে বাড়ির বউরা তাঁর খাবার শেষ হওয়া পর্যন্ত পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো না। সবাই তখন যে যার ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে। তবে মাঝে মধ্যে এসে খবর নিত পাতে আর কিছু দিতে হবে কিনা। পেট ভরেছে তো। তবে গড়বারের পরিবারের সদস্যদের খাবার সময়ে একই সঙ্গে সবাই লম্বা আসনে বসে খেতে শুরু করতো। একান্নবর্তী পরিবার বলে তো কথা। খাবার সময় এব বিশ্রাম নেওয়ার সময়ে ঠিক করা ছিল। তারপরে সবাইকে আবার কাজে যোগ দিতে হতো। একেবারে সাহেবি নিয়ম। বাঙালি বাড়িতে সাহেবি নিয়ম ধরে কাজ করতে হতো। ফাঁকি দেওয়ার কোনও উপায় ছিল না। গড়পারে বাড়ি ছেড়ে ভবানীপুরে যখন এসে উপস্থিত হলেন রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা তখন বালক সত্যজিৎ রায় দেখতে গিয়েছিলেন 'আঙ্কেল টমস কেবিন' ছবি কালুমামার সঙ্গে। তখন এই ছবি চলছিল গ্লোব সিনেমায়। এখন তো গ্লোব সিনেমা উঠে গিয়েছে। 'আঙ্কল টমস কেবিন' ছবিতে নিগ্রো দাস আংকল টম তার নৃশংস মনিব সাইমন লেগ্রীর চাবুক খেয়ে পড়ে রয়েছে লেগ্রীর ওপরে। ছবির শেষে টম ভূত হয়ে ফিরে আসে মনিবের কাছে। মনিব সেই ভূতের দিকে চাবুক চালায়, টম হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে তার দিকে। কালু মামা আমার পাশে বসে হাঁক করে ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ আর থাকতে না পেরে হল-ভর্তি লোকের মধ্যে সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার শুরু করে দিলেন- 'হালায় এহনো চাবুক মারে? এহনো চাবুক মারে? শয়তান- এইবার বুঝবি তর পাপের ফল।" এই রকম কত হাস্যরস ছড়িয়ে আসে সর্বত্র সত্যজিৎ রায়ের গল্পে উপন্যাসে। সত্যজিৎ রায় শুধু গল্প উপন্যাসই লেখেনি। তিনি আবার পিতা কবি সুকুমার রায়ের মতো বেশ কয়েকটি উদ্ভট আজগুবি অবাস্তব কবিতা রচনা করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। তার মধ্যে একটির নাম 'লিমেরিক'। এই কবিতার তিনি লিখেছেন-" বললে বুড়ো, 'বোঝো ব্যাপারখানা একটা মোগর, চারটে শালিক ছানা, দুই রকমের হুতোম্প্যাঁচা একটা বোধহয় হাঁড়িচাঁচা দাড়ির মধ্যে বেঁছে আস্তানা।" তিনি আবার ছবি অঙ্কিত করেছেন নিজের হাতে। সাহেবদের নিয়ে রসিকতা করেছেন। সেখানে তিনি লিখে ছেন-' এক যে সাহেব তার যে ছিল নাক দখলে পরে লাগত লোকের তাক। হাঁচতে গিয়ে হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ নাকের মধ্যে লাগল প্যাঁচ। সাহেব বলে, 'এইভাবেতেই থাক।' কবি সুকুমার রায় তাঁর আবোল তবাল কবিতায় একটি কবিতা লিখেছিলেন সেই কবিতার নাম হচ্ছে 'কী মুশকিল'। তিনি লিখছেন, ' সব লিখেছে, কেবল দেখ পাচ্ছিনেকো লেখা কোথায়- পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়।" কবি সুকুমার তাঁর 'কী মুশকিল' রঙ্গব্যঙ্গ কবিতায় কী করে ষাড় তাড়া করলে ঠেকাবেন? পুত্র সত্যজিৎ রায় তার উত্তর বের করে ফেলেছেন একটি ছোটদের লেখা ছড়ায়-" পাগলা গোরু সামলানো যা ঝক্কি, আমার কথা শুনবে কোনো লোক কি? কাছে যখন পড়বে এসে বলবে তারে মিষ্টি হেসে, 'আমার ওপর রাগ কোরো না লক্ষ্মী'। বাংলা ভাষায় রামশ্যাম কথাটির খুবই প্রচলন। গভীর বন্ধুত্বের জুটিকে রামশ্যাম জোট বলা হয়ে থাকে। সেই নিয়ে রঙ্গরসের কবিতা লিখেছেন সত্যজিৎ রায়-' শালকের শ্যাম গাঙ্গুলী হেসে বলে , যাই, ফুল তুলি।' গিয়ে দেখে বাগানেতে ফুলগাছে ওত পেতে বসে আছে রামবুলবুলি'। সত্যটিৎ রায় আবার একটি খেয়ালি রসের ছড়া লিখেছেন-' কঞ্জুস বুড়ো বসে গাছে পাখিদের বলে, ' আয় কাছে- তোরা যদি ঠুকরিয়ে দাড়িগুলো নিস নিয়ে, নাপিতের খরচাটা বাঁচে।' সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে রয়েছে খেয়ালি রসের ফল্গু ধারা যা তাঁর পিতা সুকুমার রায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। পিতাকে তিনি বেশি দিন কাছে পাননি। কিন্তু যতদিন তিনি পেয়েছেন তত দিন পিতার পাশে থেকেছেন। পিতা কী করে তা লক্ষ্য করেছেন। পিতার লেখা শুনে আনন্দ উপভোগ করেছেন। তখন থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তিনি শিশুদের নিয়ে থাকবেন সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি শিশু চরিত্রকে প্রাধান্য করে। পথের পাঁচালি ছবিটা কিন্তু আসলে একটি গ্রাম্য শৈশব জীবনের কাহিনী। অপু-দূর্গার কাহিনী ছোটবেলার কাহিনী। ছোটবেলার জীবনের মধ্যে বহু বিধ রসের মিশ্রণ ঘটে। আর সেই সব রসের মিশ্রমণকে ছবির পর্দায় নিয়ে এসেছিলেন সত্যজিৎ রায়। তারপরে অপরাজিত এবং অপুর সংসারের মধ্যে সেই কিশোরের মানসিকতার প্রকাশ। সত্যজিৎ রায় এরপরে বেশ কয়েকটি বড়দের নিয়ে সিনেমা করেছেন। তখন তিনি হাঁপিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এর হাত থেকে কীভাবে মুক্তি লাভ করতে পারবেন তার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন। হাতে পেয়ে গেলেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। হাতের কাছে চাঁদ পেলেন মনে হল। একেবারে শিশুসুলভ ছবি তৈরি করার মানসিকতা তৈরি করে ফেললেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বালক সত্যজিৎ রায়ের দেখা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। মা সুপ্রভার হাত ধরেই গিয়েছিলেন কবিগুরুর কাছে। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। মা এর হাতে দিয়ে তিনি বলেছিলেন এখন সত্যজিৎ রায় এই কবিতার মানে বুঝতে পারবে না। বড় হলে বুঝতে পারবে। কবিতাটি হল-' বহু দিন ধরে, বহু ক্রোশ দূরে বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে দেখিতে গিয়াছি পর্ব্বতমালা দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু। দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দু।" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ই পৌষ ১৩৩৬ শান্তিনিকেতন।' সত্যজিৎ রায়ের ছোটকাকা সুবিমল রায় পরিবারের সবার তাঁর তৈরি করা নাম দিয়েছিলেন। সেই নামেই তিনি সবাইকে ডাকতেন। যেমন - 'ডিডাক্স হচ্ছেন ধনদাদু। ভোরয়েড হচ্ছেন মেজোপিশেমশাই। 'ওয়্যাং' হচ্ছে ধনুকাকুর মেয়ে তুতুপিসি, গোগ্রিল হচ্ছেন ধনুদাদুর ছেলে পানকুকাকা, 'ছোট কুসুমপোয়া' হচ্ছেন পিসতুতো বোন নিনিদি, 'বড় কুসুমপোয়া' হলেন রুবিদি। 'বজ্রবৌঠন' হচ্ছেন মা, 'নুলমুলি' হচ্ছি আমি। পারিবারিক ছদ্মনাম। এই নামের সঙ্গে পরিবারের সকলেই পরিচিত হয়ে গিয়ে ছিলেন। সত্যজিৎ রায় গিয়েছিলেন কলাভবনে নন্দলা বোসের কাছে খাতা নিয়ে। শিল্পী নন্দলাল বোস কিশোর সত্যজিৎ রায়ের খাতায় চারটে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। পেনলিস দিয়ে গরু, চিতাবাঘ , রঙ তুলি দিয়ে ভাল্লুক আর ডোরাকাটা বাঘ। বাঘটা এঁকে সব শেষে ল্যাজের ডগায় তুলির একটা ছোপ লাগিয়ে সেচাকে কালো করে দিলেন। বললাম ওখানটা কালো কেন?' নন্দলাল বললেন, ওই বাঘটা ভীষণ পেটুক। তাই ঢুকেছিল একটা বাড়ির রান্না ঘরে মাংস চুরি করে খেতে। তখনই ল্যাজের ডগাটা ঢুকে যায় জ্বলন্ত উনুনের ভেতর।' বাংলায় যেমন গোপাল ভাঁড়কে কেন্দ্র করে সরস গল্পের প্রচলন রয়েছে ঠিক তেমনি আকবর আমলে বীরবল এবং মধ্যযুগে সেলজুক আমলে ইরানের খোরাসান বাসবাস করতেন নাসীরুদ্দিন মোল্লা। মোল্লা নাসীরুদ্দিন দার্শনিক ছিলেন। তুরস্কের এসকিহির প্রদেশের সিভরিহিসারের হোর্তু গ্রামকে নাসীরুদ্দিনের জন্মস্থান বলে দাবি করা হয়ে থাকে। ১২৭৫ সালে তিনি মারা যান। ১৫৭১ সালে তাঁর প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল। সেই সব পাণ্ডুলিপি থেকে যেসব গল্প পাওয়া গিয়েছিল তার নিয়ে সত্যজিৎ রায় বাংলায় নাসীরুদ্দিনের গল্প বলে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। গল্পের মধ্যে হাস্যরস থাকলেও তার মধ্যে দিয়ে প্রবল যুক্তিবাদীর উপস্থানা দেখতে পাওয়া যায় যেমন মোঘল আমলে বীরবল এবং কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণচন্দ্র রাজত্ব কারে গোপাল ভাড়ের গল্পের মধ্যে দিয়ে আমরা তার বুদ্ধিমত্তার স্বাদ অনুভব করে থাকি। মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় প্রথম বাংলায় বই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর আগে এই নিয়ে কেউ চর্চা করেছিলেন কিনা জানা নেই। সত্যজিৎ রায় মোল্লা নাসীরুদ্দিনের গল্প লিখতে গিয়ে লিখছেন যে গ্রামের লোকেরা ঠিক করলো নাসীরুদ্দিনকে একটু জব্দ করবে। মোল্লা নাসীরুদ্দিনকে মসজিদে ডাকা হল কিছু বলতে। তিনি উপস্থিত হয়ে সবার উদ্দেশ্যে বলতে থাকলেন, ভাই সকল, বলতো আমি এখন তোমাদের কী বিষয় বলতে যাচ্ছি?' সবাই বলে উঠল, আমরা তো জানি না। মোল্লা বললেন, এটাও যদি না জানো তাহলে আর আমি কী বলব। যাদের বলব তারা যদি অজ্ঞ হলে চলে কী করে? বলে নাসীরুদ্দিন রাগে গজগজ করে চলে গেলেন। গাঁয়ের লোকেরা নাছোড়বান্দা। আবার শুক্রুবার মসজিদে আসতে হবে। প্রথম দিনের প্রশ্ন দিয়ে এবারও মোল্লা নাসীরুদ্দিন একই কথা বললেন। সবাই বললো আমরা জানি। নাসীরুদ্দিন বললেন যদি জানো তাহলে আমার বলার কিছুই নেই। আবার তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন। গাঁয়ের লোকেরা ছাড়ে না। আবার নাসীরুইদ্দিনকে মসজিদে ডেকে পাঠালন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। নাসীরুদ্দিন আবার আগেকার মতো প্রশ্ন করলেন। অর্ধেক বললো জানি আর অর্ধেক বললো আমরা জানি না। তখন নারীরুদ্দিন বলতেন, যারা জানো তা বলো আর যারা জানো না তার মন দিয়ে এদের কথা শোন। বলে মসজিদ ত্যাগ করলেন। আর একটি গল্প বলা যেতে পারে যা সত্যজিৎ রায় পাঠকদের জন্য উপস্থাপিত করেছেন। গল্পটি হচ্ছে একদিন রাতের বেলায় চোর ঢুকেছে মোল্লা নাসীরুদ্দিনের বাড়িতে চুরি করতে। ভয়ে নাসীরুদ্দিন একটি আলমারিতে লুকিয়ে পড়লেন। মোল্লা সাহেব কেন আলমারিতে লুকিয়ে তা জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেন আমার ঘরে তোমাদের দেওয়ার মতো কিছুও নেই। তাই লজ্জয় লুকিয়ে ছিলাম।

অরবিন্দ, তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি কিন্তু স্পর্শ করতে পারিনি

সম্বুদ্ধ দত্ত

১৮৯৩ সালে ভারতের ইতিহাসে সবার অলক্ষে অভিনব ঘটনা ঘটে গেল। ঐ বছর ভারতের দুই যুবক একজন স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সনাতন ধর্ম , বেদান্ত এবং উপনিষদের শাস্বত বানী ও দর্শন বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে যখন বিদেশে পাড়ি দিলেন। ঠিক সেই সময় বিদেশ থেকে ইউরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা ও ভাব ধারায় বেড়ে ওঠা এক যুবকের ভারতের প্রত্যাবর্তন ঘটল । যুবকের নাম অরবিন্দ ঘোষ। পরবর্তী কালে যিনি ভারতের ইতিহাসে ঋষি অরবিন্দ নামে চিরস্বরনীয় হয়ে রইলেন। শ্রীঅরবিন্দ এক জ্যোতিষ্কর নাম। তাই সম্ভবত তাঁর অবস্থান যেন আমাদের থেকে বহু যোজন দূরে। আশ্চর্যের বিষয় এমন একজন মনিষীর জীবন, যোগসাধনা, কর্মকান্ড ও মার্গদর্শন নিয়ে আমাদের দেশে সেভাবে অনুশীলন হল না। আরও আশ্চর্যের বিষয় বাঙালির কাছে অরবিন্দ যেন সুদূরে এক ঘন কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা আপন পথে চলা এক মহা মানব। তাঁকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কিন্তু স্পর্শ করতে পারিনি। শ্রীঅরবিন্দকে অনুশীলন করলে বার বার মনে হয় এমনটা কী হওয়ার কথা ছিল । অবশ্যই না। এর বড় কারণ সম্ভবত শ্রীঅরবিন্দের সাধন ক্ষেত্র সুদূর পন্ডিচেরী হওয়া এবং সেই সঙ্গে তাঁর উচ্চ মেধা ও শিক্ষা এবং কিছুটা জটিল যোগসাধনা সর্বসাধারনের কাছে দুর্বধ্য রয়ে গেছে। যার ফলশ্রুতিতে অরবিন্দ তাঁর যোগসাধনা দ্বারা ভারত সহ গোটা বিশ্বের মানবমুক্তির মার্গ দর্শনের যে পথ দেখিয়ে গেছেন তা কিন্তু অনেক অংশে অন্তরালেই রয়ে গেল। অরবিন্দ ছিলেন এক ব্যতিক্রমী চরিত্র এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। অসম্ভব মেধাবী অরবিন্দ ইউরোপে অধ্যায়নের সময় ইংরেজি ছাড়াও গ্রীক , লাতিন এবং ফরাসি ভাষায় বিশেষ পারদর্শীতা অর্জন করেন। যৌবনে দেশে ফিরে প্রথমে বরোদায় এস্টেটের সেটেলমেণ্ট বিভাগে কাজের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। অরবিন্দর পান্ডিত্বে মুগ্ধ হয়ে বরোদার রাজা

তাঁকে কলেজে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেন। প্রথমে ফরাসি এবং পরে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে ঐ কলেজের তিনি সহ উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সুতরাং একদিকে অরবিন্দ ছিলেন একজন সাধারণ রাজকর্মচারী, ছাত্র দরদী শিক্ষক, কবি, লেখক, সম্পাদক, মাতৃকার শৃঙ্খল মুক্তির এক কান্ডারী, সুসংগঠক এবং সর্বোপরি এক যোগী মহাপুরুষ। যে কেবল ভারতবাসীর নয় সারা বিশ্বের মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশ করে গেছেন। তিনি মানব মুক্তির প্রদর্শক। অরবিন্দকে জানতে এবং বুঝতে গেলে তাঁর কারাবাসের দিন গুলি আমাদের গভীর ভাবে অনুশীলন করা দরকার। কারন অরবিন্দর কারাবাসের দিন গুলোর মধ্যেই অন্তনিহিত রয়েছে শ্রীঅরবিন্দ থেকে ঋষিঅরবিন্দ হয়ে ওঠার বা উত্তরনের ইতিকথা। দিনটা ছিল ১৯০৮ সালের ১লা মে, শুক্রবার। অরবিন্দ অন্য প্রতিদিনের মতোই বন্দেমাতরম অফিসে বসে আছেন। এমন সময় শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয় অরবিন্দের হাতে একটা টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিলেন। অরবিন্দ টেলিগ্রামে চোখ রেখে দেখলেন , মজঃফরপুরে বোমা ফেটেছে। এবং বোমার আঘাতে দুজন মেমসাহেব নিহত হয়েছে। ঐ দিনের 'এম্পায়ার' কাগজ পড়ে অরবিন্দ এটাও জানতে পেরেছিলেন, পুলিশ কমিশনার ঘোষণা করেছেন, তাঁরা জানেছে কে কে এই হত্যা কান্ডের সঙ্গে যুক্ত। কমিশনার সাহেব আরও জানিয়েছে কালবিলম্ব না করে খুব শিঘ্রই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হবে। এমন এক সংবাদ পড়ে অরবিন্দর কিন্তু বিন্দুমাত্র মনে হয়নি পুলিশের মূল লক্ষ্য সে নিজেই । পুলিশের বিবেচনায় অরবিন্দ প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবাসী যুবক দলের মন্ত্রনাদাতা ও গুপ্ত নেতা। এই অকস্মাৎ ঘটনার পর সেই জন্যই অরবিন্দ ব্যক্ত করেছে , আমি জানিতাম না যে এই দিন আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা । সম্মুখে আমার এক বৎসরের করাবাস। এই সময়ের জন্য মানুষের সঙ্গে যত বন্ধন ছিল সবই ছিন্ন হইবে। এক বৎসর কাল মানবসমাজের বাহিরে পীঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো আমারে থাকিতে হইবে। আবার, কর্মক্ষেত্রে যখন প্রবেশ করিব, তথায় সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ আর প্রবেশ করিবে না। একটি নতুন মানুষ, নতুন চরিত্র , নতুন বুদ্ধি, নতুন প্রান , নতুন মন লইয়া নতুন কার্যভার গ্রহন করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে । এখানে অরবিন্দের একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আলিপুর জেলকে তিনি আশ্রম বলে সম্ভাষণ করছেন। কারারুদ্ধ এক বছর কালকে তিনি বলছেন , এই এক বৎসর কারাবাস নয়, বলা উচিত বনবাস, প্রকৃতপক্ষে আশ্রমবাস । ক্রমশ

রবীন্দ্রনাথের মহাপৌরষেও ছেলেমানুষি

কৌশিক দাস

ভূতেদের ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পাননি বিশ্বকবিও কতটা নিমগ্ন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ পরলোক চর্চায়...১৯২৯ সালের অক্টোবরের শেষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয় প্রেতচর্চায় অলোকসামান্য ক্ষমতার অধিকারিণী এক তরুণীর।প্রেতচর্চায় প্রবল আগ্রহ ছিল কবির। সেই চর্চাই ছায়া ফেলেছে 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা'র মতো গল্পে।বাংলায় প্ল্যানচেট করার ধারাটা এর পরে এগিয়ে চলে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির উৎসাহে। কিন্তু সেখানেও অকালমৃত্যু এসে সব তছনছ করে দেয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকার আশ্বিন, ১৩০১ সংখ্যায়, প্ল্যানচেট করার জন্য এক আশ্চর্যজনক ভৌতিক যন্ত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল 'নির্মাতা শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০৮, আপার চিৎপুর রোড, গরাণহাটা,কলিকাতা, মূল্য আড়াই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল বারো আনা'। জানি না, উত্তর কলকাতার কোনও বনেদি পরিবারে অনুসন্ধান করলে শতবর্ষ আগের সেই ঐতিহাসিক যন্ত্রের দুএকটা ভগ্নাংশও মিলবে কি না। কিন্তু বিজ্ঞাপন থেকে মনে হয়, যন্ত্রটির চাহিদা ছিল। অন্তত চিৎপুরের ঠাকুরবাড়িতে যে দুএক পিস ঢুকে পড়েছিল, তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রটির বাংলা নামকরণ করেছিলেন 'প্রেতবাণীবহ চক্রযান'। যন্ত্রটি কেমন দেখতে ছিল, কী ভাবে সেটা নিয়ে প্ল্যানচেট করতে হয় সবই বুঝতে পারলেও যন্ত্রটিকে একবার চোখে দেখার ইচ্ছেটা আমার পূরণ হয়নি এখনও। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এইভাবেই যন্ত্রের সাহায্যে প্ল্যানচেটে করে কবির সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের প্রথম আলাপ হয়েছিল। মধুসূদনের মৃত্যুর সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো বছর, সুতরাং সেই আলাপচারিতা তাঁর কৈশোরের অভিজ্ঞতা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে কারণ সেই সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত প্রেতচক্র বসতো এবং কিশোর কবিরও সেই চক্রে বসার স্বাধীনতা ছিল। কুড়িএকুশ বছর বয়সেও তিনি প্ল্যানচেট করতেন, তার লিখিত প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সেই চক্রের আয়ুও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কারণ, অন্যতম উদ্যোক্তা হেমেন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যু। অনেক বছর পরে, তখন তাঁর বয়স আটষট্টি বছর, রবীন্দ্রনাথ আবার পূর্ণ মনঃসংযোগ করে পরিণত প্রজ্ঞার আলোকে পরলোকচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৯২৯ সালের অক্টোবরের শেষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয় প্রেতচর্চায় অলোকসামান্য ক্ষমতার অধিকারিণী এক তরুণীর। সে বছর পুজো দেরিতে পড়েছিল, শরতের শেষ, আশ্রম জনশূন্য, রবীন্দ্রনাথ একাই ছিলেন উত্তরায়ণ ভবনে। তাঁর অতিথি হয়ে শান্তিনিকেতনে পৌঁছলেন রবীন্দ্রনাথের পুরোনো বন্ধু ও তাঁর বহু কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক মোহিতচন্দ্র সেনের মেয়ে উমা দেবী। কয়েক দিনের মধ্যেই কবির কানে খবর গেল, উমা একাধারে কবি এবং ভাল মিডিয়াম। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকে পেয়েছিলেন একটি তথ্য এক ধরণের অতিসংবেদনশীল মানুষ থাকেন, যাঁরা মৃত আত্মাদের আকর্ষণ করতে পারেন এবং তাদের সঙ্গে মরজগতের একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন। আধুনিক প্রেততত্ত্বের ভাষায় এঁদের বলা হয় 'মিডিয়াম'। উমাদেবীর ভাল মিডিয়াম হওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে জানতে পেরে কবি খুবই আগ্রহী হয়ে নিয়মিত চক্রের আয়োজন করেন। তিনি প্রেতলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সরাসরি মিডিয়ামের সাহায্য নিয়ে শুরু করলেন প্ল্যানচেট। প্রেতচক্রের যাবতীয় নিয়ম ভঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ উমার মুখোমুখি বসে তাঁকে প্রশ্ন করতেন। মিডিয়ামের হাতে কাগজ পেন্সিল থাকতো, তিনি উত্তর শুনে দ্রুত কথাগুলি লিখে কবিকে দেখাতেন। তাঁকে লিখতে সাহায্য করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী আর মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ঘরে আরও অনেকে উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু প্রশ্ন শুধু কবিই করতেন। এই ভাবে আটটি ফুলস্কেপ কাগজের মোটামোটা খাতা ক'দিনে ভরে উঠেছিল। অক্টোবরের প্রারম্ভিক অধিবেশনগুলির কোন বিবরণ নেই, কিন্তু নভেম্বরে পর পর বেশ কয় দিন এবং ডিসেম্বরেও যে ক'দিন উমাদেবী শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তাঁকে কেন্দ্র করে পুরোদস্তুর প্রেতচক্র বসেছিল, যার বিবরণী শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে পরম যত্নে সংগ্রহীত রয়েছে। কবির ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রায় সমস্ত প্রয়াত আত্মীয় ও বান্ধবকুল। এসেছিলেন মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ, নতুনদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পত্নী মৃণালিনী, বড় মেয়ে মাধুরীলতা, ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ, প্রিয় ভাইপো বলেন্দ্রনাথ আর হিতেন্দ্রনাথ এবং তাঁর কাছের মানুষ সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী, সন্তোষ মজুমদার, সতীশ রায় প্রমুখ ভক্তবৃন্দ। বারে বারে ডাকা সত্ত্বেও কখনোই আসেননি পিতা দেবেন্দ্রনাথ, মাতা সারদা দেবী, বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও মেজ মেয়ে রেণুকা। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা খোলাখুলি কবির প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এমনকী, ব্যক্তিগত ইচ্ছার কথাও বলেছেন। যেমন, সুকুমার রায় তাঁর একমাত্র পুত্রকে আশ্রমে রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্ত্রী মৃণালিনীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে বালবিধবা প্রতিমাদেবীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। আত্মপরিচয় না দিয়েও একজন বার বার এসে পড়েছেন, তিনি নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। এই মহামিলনচক্রের কথোপোকথন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে, তাঁর প্রিয় মানুষেরাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে এসেছিলেন, যদিও তাঁর জীবিত নিকটজনেরা অনেকেই মৃত আত্মাদের চক্রে আসা সম্পর্কে ততটা নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারেননি। এঁদেরই একজনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন পৃথিবীতে কত কিছু তুমি জানো না, তাই বলে সে সব নেই?

শনিবার ভোর থেকেই থেকেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জুন ঃ ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে গোটা জেলা জুড়ে। আবহাওয়া দপ্তর আগেই সতর্কবার্তা দিয়েছিল উত্তরবঙ্গে কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আর যার ফলেই শনিবার সাতসকালে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ সহ মুষলধারে বৃষ্টি। তবে এভাবে দীর্ঘ সময় বৃষ্টি চলতে থাকলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে। তিস্তার মেখলিগঞ্জে হলুদ সতর্কতা। এনএইচ ৩১ জলঢাকা সংরক্ষিত এবং অসংরপ্ত এলাকায় হলুদ সর্তকতা। জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তার ব্যারেজ থেকে সকাল ৬ টায় ৯৪৫.৩৫ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে বলে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর সূত্রে খবর।

১১ বছর পর অবশেষে আদালতের নির্দেশে জমি ফেরত পেলেন ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৫ জুন ঃ ১১ বছর পর অবশেষে আদালতের নির্দেশে জমি ফেরত পেলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার

ইসলামপুর থানার নিলাজি এলাকায়। জানা গেছে ভূপেন সিংহ নামে এক ব্যক্তি তার মায়ের নামে থাকা প্রায় ৪ বিঘা জমি তার মামার বাড়ির আত্মীয়রা নিজের নামে রেকড করে নিয়েছিল। এরপর সেই জমি বিষয়ে জানতে পারলে ২০১৩ সালে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে মামলা করেন ভূপেন সিংহ নামে ওই ব্যক্তি। প্রায় ১১ বছর কোর্টে মামলা থাকার পর অবশেষে সেই জমি ভূপেন সিংহকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন আদালত বলে জানা গেছে। শনিবার ইসলামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে তার মায়ের নামে থাকা জমি ফিরে পেলেন ভূপেন সিংহ। এবং জমি ফেরত পেয়ে আদালত ও পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে আদালতের রায়কে মেনে নিলেন জমি দখল করে রাখা তার আত্মীয়রা।

জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের পরিকাঠামো পরিদর্শনে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জুন ঃ জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের পরিকাঠামো পরিদর্শন করে গেলেন রাজ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাক্তার কৌস্তুভ নায়েক। শনিবার দুপুরে তিনি জলপাইগুড়িতে আসেন। প্রথমে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এরপর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল সংলগ্ন নির্মিয়মান মেডিক্যাল কলেজের পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন।পরিদর্শন শেষ করে তিনি চলে যান মাদার চাইল্ড হাব পরিদর্শন করতে। পরিদর্শন শেষে তিনি জেলার স্বাস্থ্য কর্তাদের সাথে একটি বৈঠক করেন। পাশাপাশি কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা! এনজেপি আইওসি এর সামনে ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জুন ঃ এনজেপিতে বেড়ে ওঠা অপরাধমূলক কাজ, এর জন্য দায়ী পুলিশ প্রশাসন, এমনটাই মন্তব্য করলেন আইএনটিটিইউসি সভাপতি সুজয় সরকার। জুয়ার সিন্ডিকেট কার দখলে, তা নিয়ে চলছিল কালিপদ রায়ের সঙ্গে অভিযুক্তদের বিবাদ। এর আগেও দুপক্ষের মধ্যে মারামারির মতো ঘটনা ঘটে। শুক্রবার রাতে এমনই জুয়ার সিন্ডিকেট নিয়ে ঝামেলা বাধে কালিপদ রায়ের সঙ্গে অভিযুক্তদের। এরপরেই আগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো অস্ত্র নিয়ে কালিপদ রায়ের উপর চরাও হয় অভিযুক্তরা। আইওসি গেটের সামনে কুপিয়ে খুন করে তাকে। তারপরই গা ঢাকা দেয় অভিযুক্তরা। তাদের খোঁজ শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। এলাকার কিছু যুবকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাতে ব্যক্তিকে জেলা হাসপাতাল ও পরে সেবক রোডে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে জানায়। এর আগেও দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলার ঘটনা ঘটেছে। তবে এনজেপিতে এই ধরনের অসামাজিক কাজ ক্রমশঃ বেড়ে চললেও প্রশাসন নির্বিকার। প্রশাসন প্রথম থেকেই যদি কঠোর হাতে এই ধরনের অসামাজিক কাজ দমন করার চেষ্টা করত তাহলে হয়তো কারোর প্রাণ যেত না। এমনই অভিযোগ থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হল আইএনটিটিইউসি এনজেপি শাখা। এদিন সভাপতি সুজয় সরকারের নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তী সুজয় সরকার জানান, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তাই এই খুনের জন্য দায়ী অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানান তিনি। শনিবার সকাল থেকে এলাকায় এনজেপি থানার পুলিশ রয়েছে। শনিবার সকালে ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় যান কাউন্সিলর শম্পা নন্দী ও প্রাক্তন কাউন্সিলর জয়দীপ নন্দী। এদিন জয়দীপ নন্দী জানান, জুয়ার বোর্ড নিয়ে ঝামেলার জেরে এই ঘটনা। পুলিশ দেখছে বিষয়টি। এর আগেও বেশ কয়েকবার এলাকায় ঝামেলার ঘটনা ঘটেছে।

পঠন পাঠনের সময়সূচী পরিবর্তন পরামর্শে মান্যতা দিয়েছে স্কুলগুলি

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ দক্ষিণবঙ্গে প্রবল তাপপ্রবাহ জনিত পরিস্থিতির জেরে রাজ্য সরকার সরকারি এবং সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় গুলিতে স্থানীয় আবহাওয়ার উপরে নির্ভর করে পঠন- পাঠনের সময়সূচী পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়ার পরে প্রায় সিংহভাগ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের সময়সূচী পরিবর্তন করেছে। পঠন- পাঠন এবং মিড ডে মিল কর্মসূচির কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে প্রায় ৬০ শতাংশ বিদ্যালয় তাদের সময় পরিবর্তন করে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সকালে ক্লাস করানো শুরু করেছে বলে জানিয়ে বিভিন্ন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য রাজ্যে বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মিলিয়ে প্রায় ৬৪ হাজার সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় রয়েছে।

ইউপিএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য রবিবার মেট্রো রেলের বিশেষ ব্যবস্থা

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ আজ রবিবার ইউপিএসসি পরীক্ষা দিতে আসবেন বহু পরীক্ষার্থী। ছুটির দিনে সাধারণত লোকাল ট্রেন, বাসও অন্যদিনের তুলনায় কম চলাচল করে। তাই পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবে এই বিশেষ ব্যবস্থা করেছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। মেট্রো সূত্রে জানানো হয়েছে, সকাল ৭টা থেকে ৩০ মিনিট অন্তর মিলবে মেট্রো। দমদম এবং কবি সুভাষ থেকে সকাল ৭টায় শুরু হবে মেট্রো চলাচল। তবে দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৭.১৫ মিনিটে। এদিন আপ-ডাউন মিলিয়ে মোট ১৩৮টি মেট্রো চলাচল করবে। প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহে শনি ও রবিবার শিয়ালদহ শাখায় আবারও বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বাতিল করার কথা জানিয়েছে রেল। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে রবিবার সকাল সাড়ে ৬ টা পর্যন্ত দমদম ও বরানগর স্টেশনের মাঝে আপ লাইনে কাজ চলবে। একই সঙ্গে দমদম ও বেলঘড়িয়া স্টেশনের মধ্যে আপ ও ডাউন দুটি লাইনে কাজ চলবে শনিবার রাত ১১টা ৪০ মিনিট থেকে রবিবার ভোর ৫টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত। যার জন্য ওই সময়ের জন্য বেশ কিছু ট্রেন বাতিল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে সংশ্লিষ্ট রুটে যাত্রীদের মধ্যে, বিশেষত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে মেট্রো কর্তৃপক্ষ সকাল থেকে মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পরীক্ষার্থী-সহ নিত্যযাত্রীরা উপকৃত হবেন।

১৬ জুন থেকেই টানা তিন মাস পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকবে সমস্ত জঙ্গলের দরজা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জুন ঃ প্রতি বছরের মতো এবারও বন্ধ হতে চলেছে গরুমারা জাতীয় উদ্যান, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য, ন্যাওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যান। আজ, রবিবার ১৬ জুন থেকে টানা তিন মাস পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকবে এ অঞ্চলের সমস্ত জঙ্গলের সব দরজা। স্বাভাবিকভাবেই পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকবে এখানকার বিখ্যাত জঙ্গল সাফারিও। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দফতরে নির্দেশিকা আকারে এই কথা জানিয়ে দিয়েছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। তবে এই প্রথম নয়। প্রতি বছরই বর্ষার সময়ে বন্ধ রাখা হয় রাজ্যের সমস্ত জাতীয় উদ্যান এবং অভয়ারণ্য। কারণ, বর্ষাকালে গাছের অঙ্কুরোদগম, বন্যপ্রাণের মিলন ও বংশবৃদ্ধি হয়। সেই জন্যই গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ এই নির্দেশ জারি করেছে। এই ব্যাপারে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানান, বর্ষাকালে বন্যপ্রাণের বংশবৃদ্ধির একটা সময়। তাই প্রতিবারের মতো তিনমাসের জন্য জঙ্গল বন্ধ করা হল

এবারও। জঙ্গল খুলবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর। সেই হিসেবে আজ, শনিবারই জঙ্গলে প্রবেশের শেষ দিন। এদিন সকাল থেকেই তাই জঙ্গলে ভিড় পর্যটকদের। জঙ্গলবন্ধের একেবারে অন্তিমবেলায় মূর্তি টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে পর্যটকদের বিপুল উৎসাহে জঙ্গল সাফারি করতে দেখা গেল। জঙ্গলে সফর এখন অনেক বেড়ে গেছে। আসলে এখন প্রকৃতির দুর্দিন চলছে। বহু জায়গায় গাছ কাটা হচ্ছে। শেষ হয়ে যাচ্ছে অরণ্য। দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। তাই মানুষ ঘন ঘন চলে যেতে চাইছেন অরণ্যের নিবিড় সবুজের কাছে। তবে, জঙ্গলকেও জিরোতে দিতে হবে। সেই সময়টাই এল। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরে ফের খুলবে জঙ্গল। তখন আবার বাংলায় পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে। পুজোর সময়ে জঙ্গলে যাওয়ার জন্য এখন থেকেই মানুষ চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছেন হয়তো। চারমাসের মাথায় ট্রেনের টিকিট কেটে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে থাকবেন ফের জঙ্গলে ঢুকে পড়ার জন্য।

পুরনো বিবাদকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জুন ঃ জায়গা জমি দখল নিয়ে পুরনো বিবাদকে কেন্দ্র করে একমুদি দোকানদারকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্থানীয় কয়েকজন দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে মালদা জেলার পুরাতন মালদা পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের রসিলা দাহ কলোনী এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। গুলিবিদ্ধ ওই মুদি দোকানদার সুমন সাহা বয়স (৪২) বছর। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায় বিগত চার মাস আগে এলাকার ৩.৫ বিঘা জায়গা দখল নিয়ে পুরাতন মালদা থানার অন্তর্গত

ছাতিয়ান মোড় মন্ডল পাড়া এলাকার দুই যুবক আকাশ মন্ডল ও বিশাল মণ্ডলের সাথে গন্ডগোল হয় সেই এলাকার বাসিন্দাদের। সেই জায়গা দখলের প্রতিবাদ করেছিল এই মুদি দোকানদার সুমন সাহা বলে অভিযোগ। সেই রাগেই গতকাল গভীর রাতে মুখ ঢাকা অবস্থায় আকাশ মন্ডল ও বিশাল মন্ডল সহ মোট চারজন বাড়ির পিছনের দরজার গ্রিল কেটে বাড়িতে ঢুকে গুলি চালাই। সেই গুলি ওই মুদি দোকানদারের বাম পায়ে লাগে। গুলির আওয়াজ শুনে পাড়ার প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। রাতেই ওই মুদি দোকানদারকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রাতেই পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। এখনো পর্যন্ত কোনো দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। জায়গা দখল নিয়ে গন্ডগোল না এর পেছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে তাও তদন্ত শুরু করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

গলায় বটি ধরে ভয় দেখিয়ে নাতনির সামনেই দিদিমাকে গণধর্ষণ! আটক ২ অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, মেমারি, ১৫ জুন ঃ নাতনির সামনেই দিদিমাকে গণধর্ষণ করে। এমনকী তারপর বাড়িতে লুটপাটও চালায় দুস্কৃতীরা। নক্কারজনক এই ঘটনা ঘটেছে মেমারি থানা এলাকায়। গণধর্ষণের অভিযোগে ধৃত দুই দুস্কৃতীকে আদালতে পেশ করা হবে রবিবার। দোষীদের কড়া সাজার আবেদন করেছেন নির্যাতিতা। শনিবারই বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতিতার মেডিকেল টেস্ট করানো হয়। নির্যাতিতা জানান, গভীর রাতে দুই দুস্কতী বাড়িতে সশস্ত্র অবস্থায় ঢোকে। লুঠপাট চালায়। গলায় বটি ধরে চুপ করে থাকতে বাধ্য করে। এরপর তার উপর নির্যাতন চালায় দুস্কৃতীরা। গ্রামবাসীরা জানান, পুলিসের তাড়ায় পুকুরে ঝাঁপ দেয় এক দুস্কৃতী। পুকুর থেকে উদ্ধার করে দুস্কৃতিকে গ্রেফতার করে পুলিস। পরে আরও এক দুস্কৃতীকে তারা গ্রেফতার করে। নির্যাতিতা আরও জানান, রাতের খাবার খেয়ে একই ঘরে শুয়েছিলেন নাবালিকা নাতনি ও দিদিমা। রাতে দিদিমা বাথরুম যাবার জন্য বাইরে বের হলে সেই সময় মুখ বাঁধা দুই দুস্কৃতী ঘরে ঢুকে পরে। দিদিমার হাত চেপে ধরে গণধর্ষণ করে। পরে বাড়িতে লুটপাট চালিয়ে চম্পট দেয়। এরপর খবর যায় মেমারি থানায়। মেমারি থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিস মেমারি স্টেশনে হানা দিতেই রেল লাইন ধরে ছুটতে শুরু করে এক দুস্কৃতী। পুলিসের তাড়া খেয়ে এক দুস্কৃতী পুকুরে ঝাঁপ দেয়। পুলিস তাকে পুকুর থেকে উদ্ধার করে গ্রেফতার করে। পরে আরও এক দুস্কৃতীকে নিমো এলাকা থেকে গ্রেফতার করে।

এলাকার বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন বুলু চিক বড়াইক, করেন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জুন ঃ সিকিম পাহাড় ও ভুটানে অতি ভারী বৃষ্টি না হওয়ার কারণে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের। এদিন অনগ্রসর শ্রেনী কল্যাণ ও আদিবাসী দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক জলপাইগুড়ি জেলার টান্ডি ব্লকের অন্তর্গত সাহেবপাড়া, চেংমারি জিপি এলাকার বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। গত বৃহস্পতিবার থেকে একটানা বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীর জল বেশ কিছু এলাকায় ঢুকে পড়ে। মালবাজারের টোট গাও গ্রামে তিস্তার জল ঢুকে জলমগ্ন হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। তবে শুক্রবারের পর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অন্যদিকে কান্তি ব্লকের চাংমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেব পাড়া এলাকায় এখনো তিস্তার জল বাড়ি ঘরে জমে রয়েছে। যার কারনে ১০০- র বেশি পরিবার বাঁধের উপরে আশ্রয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এই সমস্ত বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল নেতা মহাদেব রায়, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা । তিনি এই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে কিছু ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অফিসিয়াল ও ব্লক নেতৃবৃন্দ। তবে ডুয়ার্সে বিক্ষিপ্তভাবে শনিবার সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ায় জল বেড়েছে সমতলের নদী গুলিতে। জলঢাকা ডুড়ুয়া গিলান্ডি বামনি নদী তে। ডুড়ুয়া নদীতে জলস্ফীতি দেখা দেওয়ায় ধূপগুড়ি এবং ফালাকাটার মাঝে থাকা সাধুরঘাট এলাকার বাসের সাঁকো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অ্যালেন ডিজিটালের অভিক দাস একই সাথে জেইই অ্যাডভান্সড এবং নিট-ইউজি ২০২৪ ক্র্যাক করলো

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ অ্যালেন অনলাইন ডিজিটাল-এর অভিক দাসের অসামান্য সাফল্যের ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত। তিনি জেইই (এডভান্স) পরীক্ষাতে সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক এয়ার ৬৯ অর্জন করেছেন এবং ৩০৭ / ৩৬০ নম্বর অর্জন করেছেন। যুগান্তকারী হল যে তিনি, নিট-ইউজি পরীক্ষায় অসাধারণ ৭০৫/ ৭২০ নম্বর অর্জন করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বোর্ডে ৯৯.২ নম্বর নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন। অধিকন্তু, তিনি পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় (WBJEE) এআইআর ৭ অর্জন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে আগত, অভিক তার সাফল্যকে এলেন অনলাইন প্রোগ্রামগুলি দ্বারা প্রদান করা ব্যক্তিগত নির্দেশিকা এবং গুণগত বিষয়বস্তুকে দায়ী করেছেন। অ্যালেন অনলাইন প্রোগ্রামগুলি অন্যান্য এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ করে। নিবেদিত সমর্থন এবং সংস্থান আমাকে আমার পরিবারের সাথে থাকার সময় আমার লক্ষ্য অর্জন করতে সাহায্য করে, বলেন অভিক, যার ভৌতিক প্রেম

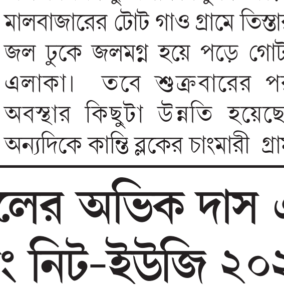

তার দাদু থেকে প্রেরিত, যে গণিত শিক্ষক, এবং একেবারে তার প্রথম মেন্টরও। উনি আইআইএসসি বেঙ্গালুরুতে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স পড়ার পরামর্শ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন, যা তার গবেষণা উৎকৃষ্টতার জন্য দরকার। এলেন ডিজিটালের সিইও অভা মহেশ্বরী বলেন, সামগ্রিকভাবে, ২০২৪ এ জেইই (এডভান্স) পরীক্ষায় ৪ জন এলেন অনলাইন প্রোগ্রামের ছাত্র শীর্ষ ২০০ এ পৌঁছেছেন এবং ১৪ জন শীর্ষ ৫০০ এইআআরে পরিণত হয়েছেন যেখানে ৫ জন এনিটি-ইউজি পরীক্ষায় নিখুঁত ৭২০ / ৭২০ অর্জন করেছেন। অ্যালেন অনলাইন প্রোগ্রাম সাফল্যের প্রতীক হয়ে চলেছে যা এআই-প্রযুক্তির সাহায্যে গুণগত শিক্ষা ভারতের সমগ্র প্রান্তে প্রয়োজনীয়ভাবে প্রয়োজন হয় এবং ছাত্রদের তাদের পেশার লক্ষ্যে নির্দেশিত করে। এলেন অনলাইন প্রোগ্রামগুলির ছাত্র পরিচালক এলেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউটের সিইও, নীতিন কুক্রেজা তাদের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে পূর্ববর্তীর বিশ্বস্ত প্রযুক্তির ভূমিকা বিশেষ জোর দিয়ে উল্লেখ করেন। আমাদের এক্সপার্ট এআই ভিত্তিক অ্যাপটি সাথে আমরা আমাদের ৩৬ বছরের পূর্ব বংশবদ্ধতার উপর নির্ভর করে হাজার হাজার ছাত্রদের সমর্থন করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছি। অ্যালেন অনলাইন প্রোগ্রামের প্রথম ব্যাচের অসাধারণ ফলাফলগুলি একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি কে প্রতিফলিত করে, তিনি আরও যোগ করেন, এলেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউট এই ফলাফলগুলির সত্যতা যাচাই করতে ইউই সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে প্রদর্শন এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নতুন আইন স্থাপন করেছেন। এই উপলক্ষে একটি মূলত এরকম সার্টিফিকেশন কোচিং শিল্পে প্রথমবারের জন্য অনুমোদন পেয়েছে।

টানা বৃষ্টি, কচ্ছপ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জুন ঃ জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া জগন্নাথ কলোনী এলাকার বাসিন্দা রবি হাজরা রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে একটি কচ্ছপ দেখতে পান। কচ্ছপটিকে উদ্ধার করে বাড়িতে রেখে খবর দেন পরিবেশ প্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রীন জলপাইগুড়িকে। খবর পেয়ে কচ্ছপটিকে উদ্ধার করতে ছুটে যান গ্রীন জলপাইগুড়ি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক অংকুর দাস ও দপ্তর সম্পাদক সৌরভ পাল। গ্রীন জলপাইগুড়ি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক অংকুর দাস জানান, আমরা কচ্ছপটিকে আপাততো আমাদের হেফাজতে রাখছি। শনিবার জলপাইগুড়ি বনদফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মানুষের বিক্ষোভে পিছু হটলো রেল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৫ জুন ঃ সাধারণ মানুষের বিক্ষোভে পিছু হটতে বাধ্য হলো রেল পুলিশ। আগেই নোটিশ জারি করে রেল জায়গা দখলদারদের উচ্ছেদের নোটিশ দেয় পূর্ব রেলওয়ের এরিয়া ম্যানেজার। শনিবার সেই মোতাবেক দোকান উচ্ছেদ করতে আসে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। সেই মোতাবেক শনিবার রেল কর্তৃপক্ষ বিশাল পুলিশ বাহিনী ও আধিকারিকদের নিয়ে রেল গেট থেকে উচ্ছেদ অভিযানে নামে। দলমত নির্বিশেষে সাধারণ ব্যাবসায়ীরা এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। অবশেষে দোকানদারদের বিক্ষোভের চাপে রেল আধিকারিকেরা ফিরে যান। সাহাজাদা কিনু সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন । সাহাজাদা হোসেন (কিনু) বলেন, পেটের ভাতের লড়াইয়ে ঝাণ্ডার রং না দেখে দোকান হারানোর আতঙ্কে সব দোকানদাররা এক যোগে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পিন্টু মণ্ডল চা বিক্রেতা ও সেলুন মালিক জিতেন ঠাকুর মোবাইল মিস্ত্রি নজরুল খান , গ্যারেজ মিস্ত্রি উজ্জল শেখ সাইকেল, সঞ্জয় শর্মা পানের দোকান এবং জামাত শেখ পানের দোকানরা জানান, ১৮ জুন আমাদের সঙ্গে বসবেন। আমরা জানতে চেয়েছি রেলের কী পরিকল্পনা আমাদের বলতে হবে। আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। তারা রাজি হয়েছেন।

শালকুমারহাটে হাতির হানায় মৃত্যু বৃদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৫ জুন ঃ শনিবার বৃষ্টির সকালে সুপারি কুড়োতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার । ঘটনাটি জানাজানি হতেই আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার- ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিধবাড়িতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিন ভোরে শিবি লোহার নামে ষাটোর্ধ ওই বৃদ্ধা সুপারি কুড়োতে গিয়েছিলেন। আর পাশের কলা বাগানে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল এক বুনো হাতি। আচমকাই হাতিটি তেড়ে এসে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে প্রথমে আছাড় মারে বৃদ্ধাকে। তারপর পা দিয়ে পিষে দেয় হাতিটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। জলদাপাড়া বনদফতর অবশ্য নিয়ম মাফিক পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জানিয়েছে। তবে এই এলাকায় হাতির হানা রুখতে হবে বলে স্থানীয়দের দাবি। পূর্ব সিধবাড়ি গ্রাম থেকে এক কিমি দূরেই জলদাপাড়া বনাঞ্চল। শিশামারা বিটের অধীন ওই এলাকা। আর এই বিট জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জের অধীন। সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজিত বিশোই বলছেন, 'ওই বৃদ্ধা এদিন ভোরে সুপারি কুড়াতে গিয়েছিলেন। তখনই হাতির আক্রমণে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।' আর ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে রেঞ্জারের বক্তব্য, 'সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মৃতের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

সপ্তাহান্তে শিয়ালদহ ডিভিশনে ট্রেন বাতিল, যাত্রীদের ভোগান্তির আশঙ্কা

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই ফের শিয়ালদহ ডিভিশনে যাত্রীদের ভোগান্তির আশঙ্কা। শনি ও রবিবার আবারও বেশ কিছু লোকাল ট্রেন বাতিল থাকছে। কয়েকদিন আগেই শিয়ালদহের ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মেরামতি এবং সিগন্যালিংয়ের কাজের জন্য চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছিলেন ট্রেন যাত্রীরা। এমনকী নির্দিষ্ট সময়ের পরও স্বাভাবিক হয়নি পরিষেবা। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে রবিবার সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত দমদম ও বরানগর স্টেশনের মাঝে আপ লাইনে কাজ চলবে। একই সঙ্গে দমদম ও বেলঘড়িয়া স্টেশনের মধ্যে আপ ও ডাউন দুটি লাইনে কাজ চলবে শনিবার রাত ১১টা ৪০ মিনিট থেকে রবিবার ভোর ৫টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত। যার জন্য ওই সময়ের জন্য বেশ কিছু ট্রেন বাতিল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে কয়েকটি এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। রেল সূত্রের খবর, শনিবার শিয়ালদহ ডানকুনি লাইনে আপ ৩২২৪৯ ও ডাউন ৩২২৫২ লোকাল বাতিল থাকবে। রবিবার শিয়ালদহ-ডানকুনি লাইনে বাতিল থাকছে, আপ ৩২২১১, আপ ৩২২১৩, আপ ৩২২১৫ ও আপ ৩২২১৭ লোকাল এবং ডাউন ৩২২১২, ডাউন ৩২২১৪, ডাউন ৩২২১৬ ও ডাউন ৩২২১৮ লোকাল। অন্যদিকে, শনিবার বেশ কয়েকটি এক্সপ্রেস ট্রেনেরও যাত্রাপথ পরিবর্তন করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে কলকাতা-সীতামারি এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-আজমেঢ় এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস। শনিবার এই ট্রেনগুলি দমদম-ডানকুনির বদলে দমদম-নৈহাটি-ব্যান্ডেল হয়ে চালানো হবে।

শিমলাতেও তাপের দাপট, হিমাচলে উর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা

শিমলা, ১৫ জুন ঃ হিমাচল প্রদেশে প্রচণ্ড তাপের দাপট এখনই নিস্তার নেই, ১৬ জুন পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে হিমাচলের বিভিন্ন জেলায়। এই সময়ে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে উর্ধ্বমুখী। সমতল ও নিচু পাহাড়ে আগামী কিছু দিন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে এবং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিই থাকবে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, ১৬ জুন (রবিবার) পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশের উনা, বিলাসপুর, হামিরপুর, শিমলা, সোলান, কুল্লু, কাংড়া, সিরমাউর এবং মান্ডি জেলার বিভিন্ন অংশে তাপের দাপট বজায় থাকবে। গরম থেকে রেহাই পেতে, যে শিমলায় বেড়াতে যাচ্ছেন পর্যটকরা, সেখানেও এখন অত্যধিক গরম। স্বস্তির বার্তাও দিয়েছে আবহাওয়া দফতর, ১৮ ও ১৯ জুন হিমাচলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

কাটিহার মণ্ডলে আরইউবির ব্যবস্থা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/জিএসইউ/১১ অফ ২০২৪ তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** কুমেদপুর-একলাখীঃ কুমেদপুর-একলাখী খণ্ডের মধ্যে এলসি-৯৮ এ আরইউবির ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,৩৩,৮২,৫১০.৭২ টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ৩,১৬,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৮-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৮-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই. সিই/জিএস/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quotation for the work of "Temporary Electrical Arrangement/Works in connection with the preparation of Strong Room, EVM Commissioning, D.C.R.C and Counting of Polled Votes for ensuing Bye-Election to 35 Raiganj. "**NIQ No: DDED/NIQ-04 of 2024-25**, Bid submission closing date: 20.06.2024 up to 14:30 Hrs. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

লামডিং মণ্ডলে সহযোগী সিগন্যালিং কাজ

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-২২-এলএমজি -২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** ডিইএন/I/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে লামডিং ষ্টেশনে (পইন্ট নং. ১৪২, ১৪৩, ১৬২, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৭ এবং ১৭৯ এ ৮ টি সেট) ০৮ টি (১২ তে ১) টিটিআরের সঙ্গে সম্পর্কিত সহযোগী সিগন্যালিং কাজ এবং ১২ তে ১ (জিং এবং সুইচ) কামরূপক্ষেত্রী (পইন্ট নং. ১০৩, ১১২, ১১৩, ১১৫ এ ৪ টি সেট), বরহু (পইন্ট নং. ১০৩, ১০৪ এ ২ টি সেট) এবং ঔজারি (পইন্ট নং. ১১১, ১১৩ এ ২ টি সেট) (সর্বমোট = ৮ টি সেট) এর বিজি থ্রো টার্ণ আউট নবীকরণের (শ্লীপার ছাড়া) কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩৮,৬৯,২২৫.১৯ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৭৭,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৮-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

PUBLIC NOTICE

I am Niru Shah, Po: Resident of Begorkhal Shibrampur Thana-MaheshTala,Distri-South 24 Parganas, Kolkata 700141. Deed originals No.I-9365/18 - 9896/18 Dag no,320 - KHATIAN No,735 - Area of Land = 2K-0CH -0SFT. Respectively I heirs of Purchase Land of SHAYMA PRASAD PALCHOWDHURY. Respectively-I am currently in possession To mutation the said property along with his own name. I have applied to the office and informed everyone. **Date:16-06-2024**

Goutam Das Advocate,
Alipore Judges & Police Court Kol.-27

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৮৮ **অফ ২০২৪, তারিখ:** ১১-০৬-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে **ক্রম নং.-১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/III/লামডিং -এর এখতিয়ারের অধীনে মন্থরে (৪ সেট), দিবালং -এ (২ সেট), ল্যাংটিং -এ (২ সেট), মন্দারদিসায় (২ সেট), মাইবং -এ (১ সেট) এবং দাওটুহাজায় (২সেট) ১ ইন ১৬ টার্নআউট -এর সাথে ১ ইন ১২ টার্নআউট -এর প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৪৮,৯০,৮৪২.০১ টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,২৪,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের তারিখ ও সময়** ০৮-০৭-২০২৪ তারিখে **১৫:০০** ঘণ্টায় এবং **খোলা** ০৯-০৭-২০২৪ তারিখে **১৫:০০** ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিএমসি/ইউটিভি/এএমসি/২০২৪-২৫, তারিখঃ ১২.০৬.২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **ক্র.নং.১। টেন্ডার নং.ঃ** টিএমসি/ইউটিভি/এএমসি/২০২৪-২৫, **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ১ বছর সময়ের জন্য ৯টি ইউটিভি মেশিনের প্রয়োজনীয় মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, সার্ভিসিং এবং স্পেয়ার পার্টসের জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **আনুমানিক মূল্যঃ** ২২,৯৯,৪১৬.২২ টাকা, **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৮-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত, **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৮-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ০৮-০৭-২০২৪ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/টিএমসি, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NIT- 01/MGP/ 2024-25
Pradhan, Medinipur Gram Panchyat

Invites Tenders of 17 nos. construction work in Medinipur GP area within 25/06/2024 Details of which are available at the Notice Board of Medinipur Gram Panchayat, P.O. - Medinipur gram, Dist.- Bankura.

Pradhan
Medinipur Gram Panchayat

জনবিজ্ঞপ্তি

কামিয়াবি বানিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড

কমলা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০, হরিসভা মঠ, নিচতলা,
বি ১- নর্দান পার্ক, ব্রহ্মপুর, বাঁশদ্রোনি, কলকাতা-৭০০০৭০
CIN : U51109WB2005PTC106057

সার্কুলার নং **DNBR (PD) CC.No** এর সাথে সম্মতিতে ০৬৫ /০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ০৯ **জুলাই, ২০১৫** সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলা এবং এই ধরনের শর্তগুলি পূরণ করা, যদি থাকে, প্রয়োজন হয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা, মিঃ বিকাশ হাজরা (ডিআইএন- ০৭৭০৬৭৮৬) ডিরেক্টরশিপ অফিস থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর জায়গায় এম. ছাঙ্গু লাল গুপ্ত (ডিআইএন- ০৯৪৩২৫২৯), ২০২, বসন্ত কুঞ্জ, ২৩১এ-তে বসবাস করছেন। পিকনিক গার্ডেন রোড, তিলজালা, কলকাতা ৭০০ ০৩৯, পেশা- পরিষেবা, কোম্পানির বোর্ডে নতুন পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। ২০২৪ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা মিঃ কৃষ্ণ কুমার বৈথা এবং মিঃ ছাঙ্গু লাল গুপ্তের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমকে একীভূত করা, শক্তিশালী করা এবং বিস্তৃত করা।

ব্যবস্থাপনার এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানিকে উপরে উল্লেখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, DOS, ১৫, এন. এস. রোড, ৫ তল, কলকাতা -৭০০ ০০১-এ অবহিত করতে পারে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ এতে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

তারিখ ঃ ১৫-০৬-২০২৪ | বোর্ডের আদেশে /-

খাওয়া-দাওয়া

এই ১০ খাবার আপনার তারুণ্য ধরে রাখবে

সুস্থ, সুন্দরভাবে কে না বাঁচতে চায়! তারুণ্য ধরে রাখতে চাওয়া মানুষের আদিম আকাঙ্ক্ষা। তাই কোন খাবারে বার্ধক্যরোধী উপাদান আছে, এগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে 'প্রোফাইলিং' করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্যবিষয়ক জার্নালে।

১. বেদানা, ডালিম

মার্কিন পুষ্টিবিদ ও লেখক মার্ক হাইম্যানের মতে, বয়স ধরে রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই ফল। কেননা, বেদানা ইউরোলিথিন এতে ভরপুর। আর উপাদানটি বার্ধক্যের গতি কমিয়ে দেওয়ার জন্য খুবই উপযোগী।

২. ডার্ক চকলেট

বিদেশ থেকে কেউ এলে তাঁর লাগেজ খুললে এ জিনিসটা পাওয়া যাবেই। ৭০-৮৫ ভাগ কোকোয়াসমৃদ্ধ চকলেটকেই বলে ডার্ক চকলেট। সুপারশপগুলোতে ঢুঁ মারলেও মিলবে এই ডার্ক চকলেট। এতে আছে আঁশ, লোহা, ম্যাগনেশিয়াম, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, পটাশিয়াম, ফসফরাস, জিঙ্ক ও সেলেনিয়াম। দিনে অল্প পরিমাণ ডার্ক চকলেট খেলেও ৫০ ভাগ পর্যন্ত হৃদ্‌রোগে মৃত্যুর ঝুঁকি কমে। ডায়াবেটিস আর ক্যানসারের ঝুঁকিও কমে। আর কমে বিষণ্নতা। মন ভালো রাখতেও তাই খেতে পারেন এক টুকরা ডার্ক চকলেট। স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে।

৩. পালংশাক

রাস্তার ধারে মাত্র ১০ টাকায় এক আঁটি পালংশাক কিনতে পাওয়া যায়। আর এই শাকের গুণের শেষ নেই। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ পালংশাকের মানসিক চাপ কমাতে, চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ও ক্যানসার প্রতিরোধে নামডাক আছে।

৪. টমেটো

টমেটো এখন সারা বছরই পাওয়া যায়। টমেটোতে রয়েছে প্রাকৃতিক সানস্ক্রিনের গুণ। সূর্যের প্রতি সংবেদনশীলতা কমাতেও সহায়তা করে টমেটো। ত্বকের তেল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ব্রণ কমায়। ত্বক ভালো রাখতে নিয়মিত কাঁচা টমেটো (সালাদ), টমেটোর স্যুপ বা তরকারি খেতে পারেন।

৫. মিষ্টি আলু

বিটা ক্যারোটিন, যেটা ভিটামিন এতে রূপান্তরিত হয়, সেটার সবচেয়ে ভালো উৎসগুলোর একটি মিষ্টি আলু। বয়স বাড়তে থাকলে চোখ, ত্বক ও মস্তিষ্কের অনেক সমস্যা বাড়ে, যা কমাতে সাহায্য করে মিষ্টি আলু।

৬. পেঁপে

পেঁপে একটা সুপারফুড। বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন আর খনিজ উপাদানে পরিপূর্ণ এই ফল। মানুষের শরীরকে ভেতর থেকে পরিষ্কার করতে পেঁপে দারুণ কার্যকর। কাঁচা পেঁপেতে গাজর বা টমেটোর চেয়েও অনেক বেশি ক্যারটিনয়েডস থাকে।

৭. বাদাম

প্রায় সব ধরনের বাদামেই কম-বেশি একই উপাদান থাকে। বিশেষ করে ভিটামিন ই-এর বিশ্বস্ত উৎস বাদাম। সব ধরনের বাদামের অ্যান্টি-এজিং ক্ষমতা আছে। ত্বকের টিস্যু সারিয়ে তোলা, নতুন টিস্যু উৎপাদন ও ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য বাদামের জুড়ি নেই। অতি বেগুনি রশ্মির ক্ষতি থেকে ত্বককে সুরক্ষা দেয় বাদাম।

৮. ব্রকলি

দেশে এখন ব্রকলি বেশ সহজলভ্য। ব্রকলি ভিটামিন সি, কে, বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ফাইবার, ফোলেট, ক্যালসিয়ামে পরিপূর্ণ। ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ব্রকলির বিকল্প মেলা ভার। আসলে কপিজাতীয় খাবারগুলো বয়স বাড়লেও রোগ প্রতিরোধক্ষমতা ধরে রাখে। এ ছাড়া ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতেও দারুণ কপিজাতীয় খাবার। তবে এগুলোর ভেতর সবচেয়ে ভালো ব্রকলি।

৯. লেবু জাতীয় ফল

লেবু, কমলা, মাল্টাএসবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে এই শ্রেণির ফলগুলোর ভেতর জাম্বুরা সবচেয়ে ভালো। জাম্বুরার ম্যাগনেশিয়াম উত্তেজনা কমিয়ে শান্ত থাকতে সাহায্য করে। পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। আঁশ খাবার হজমে, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ক্ষতিকর ফ্যাট আর কোলেস্টেরল পোড়ায়।

১০. গ্রিন টি

আপনাদের সবার বাড়িতে, অফিসে হাতের কাছেই আছে। কিন্তু কেউ তেমন খাই না। সকালটা এক কাপ গ্রিন টিকে সঙ্গী করে শুরু করতে পারলে আপনার অনেক ত্বকের ও শারীরিক সমস্যায় পড়তেই হবে না। গ্রিন টিতে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। শরীর চাঙা রাখে। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়, ক্যানসার প্রতিরোধ করে, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এ ছাড়া গ্রিন টিতে ক্যাটেচিন নামের একটি উপাদান থাকে, যা ভিটামিন ই এবং সিএর থেকেও বেশি শক্তিশালী। গ্রিন টি স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটায় এবং তথ্য সংরক্ষণে সাহায্য করে।

একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

বক্সনগর, ১৫ জুন ঃ গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী। ঘটনা সিপাহিজলা জেলার মেলাঘর ইন্দিরানগর এলাকায় সংগঠিত হয়েছে। মৃতার নাম কুলসুম বেগম। ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকাজুড়ে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। জানা গিয়েছে, শনিবার বেলা দুটা নাগাদ মেলাঘর ইন্দিরা নগর আট নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা হাসিনা বেগমের মেয়ে কুলসুম বেগম নিজের বাড়ির ঘরে গলীয় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে। তবে কেন আত্মহত্যা করেছে কুলসুম, তার সঠিক তথ্য পরিবার বা পুলিশ সূত্রে জানা যায়নি। এমনকি বাড়িতে মেয়েটির ওপর কোনও চাপ তৈরি করা হয়নি, তার পরও কী কারণে মেয়েটি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে সেই প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খাচ্ছে এলাকা জুড়ে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছে মেলাঘর থানার পুলিশ। পরে কুলসুম বেগমের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়। জানা গিয়েছে মেলাঘর থানার পুলিশ এই ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে, এমনিতে মেয়েটি অসহায়। জন্মের পাঁচ বছর পর তার বাবা তাকে ফেলে বাংলাদেশের চলে গেছে। এর পর কুলসুম বেগমের মা হাসিনা বেগম অনেক কষ্ট করে, মানুষের বাড়িতে কাজ করে, মেয়েটিকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য কোনওরকম খামতি রাখছিলেন না। মেয়েটি এবার মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। তার আত্মহত্যার ঘটনায় এলাকাজুড়ে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

'কৃষকের কল্যাণ না হলে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে না'

জোলাইবাড়ি (ত্রিপুরা), ১৫ জুন ঃ গ্রামীণ এলাকার পরিকাঠামোর উন্নয়ন, গরিব মানুষ ও কৃষকের কল্যাণ না হলে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে না। কারণ কৃষি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। শনিবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জোলাইবাড়ি মোটরস্ট্যান্ডে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে রবি মরশুমের বোরো ধান ক্রয়ের সূচনা করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ আরও বলেন, দেশ ও রাজ্যের অর্থনীতির বিকাশ ও কৃষকের কল্যাণে কিষাণ সম্মাননিধি যোজনা, সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, মৃত্তিকা পরীক্ষার মতো প্রকল্পগুলি সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে। তাছাড়া কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদে অভ্যস্ত করে তুলতে সহায়কমূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের ১১ কোটির বেশি কৃষক কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় উপকৃত হয়েছেন। রাজ্যেও ইতিমধ্যে কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় ২ লক্ষ ৫২ হাজার কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

রাজ্য বিজেপি-র কোর কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে হাজির দিলীপ, নেই শুভেন্দু

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র ফল ভাল হয়নি। অনেকের দাবি, ভরাডুবি হয়েছে। সেই নিয়ে কাটাছেঁড়ার মধ্যেই রাজ্য বিজেপি-ক কোর কমিটির বৈঠক বসল। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সেই বৈঠকে নেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে সল্টলেকে উপস্থিত আছেন দিলীপ ঘোষ। নির্বাচন পরবর্তী হিংসার যে অভিযোগ উঠে আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, সেই নিয়ে বৈঠকে আলোচনা চলছে বলে খবর। শনিবার রাজ্য বিজেপি-র কোর কমিটির বৈঠকে উপনির্বাচনের প্রার্থী নিয়েও আলোচনা চলছে বলে খবর। বৈঠকে রয়েছেন সুকান্ত মজুমদার, লকেট চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পাল শান্তনু ঠাকুররা। শুভেন্দুবাবুর এই অনুপস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূলের কুণাল ঘোষও। তাঁর বক্তব্য, ভোটে হেরে বিজেপির ভিত নড়ে গিয়েছে। কলকাতার বৈঠক এড়াতেই এদিন কোচবিহারে চলে গিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। লোকসভা নির্বাচনে এবার বাংলায় ৩০ আসনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও, কোনও রকমে দুই সংখ্যায় পৌঁছতে সফল হয়েছে বিজেপি।

কতটা ফলপ্রসূ হবে রাশিয়াকে ছাড়া সুইজারল্যান্ড সম্মেলন

বিশ্বনেতারা সুইজারল্যান্ডে ইউক্রেন নিয়ে শীর্ষ সম্মেলনে আজ শনিবার থেকেই জড়ো হতে শুরু করেছেন। রাশিয়াকে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাপ দিতে বিশ্বনেতাদের নিয়ে এ আয়োজন কিয়েভের কূটনৈতিক প্রভাবের বড় ধরনের পরীক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে। তবে চীনের মতো মস্কোর ক্ষমতাধর মিত্রের অনুপস্থিতিতে এ সম্মেলনের সম্ভাব্য প্রভাব আশানুরূপ নাও হতে পারে।

ইউক্রেনের এ শীর্ষ সম্মেলনে মিত্রদেশগুলোর অংশগ্রহণই বেশি। এ সম্মেলনে রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি কিন্তু রাশিয়াকে ছাড়া এ ধরনের সম্মেলন আয়োজন করা অর্থহীন ও সময়ের অপচয় বলে এ থেকে সরে গেছে বেইজিং। এ সম্মেলনে চীন না থাকা মানে বিশ্বমঞ্চে রাশিয়াকে একঘরে করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। এ ছাড়া বর্তমানে রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেন অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। এর বাইরে গাজায় ইসরায়েলের হামলার কারণে বিশ্বের মনোযোগ ইউক্রেন থেকে অনেকটাই সরে গেছে।দুই দিনের এ সম্মেলনে যুদ্ধের ফলে যেসব উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। যেমন খাদ্য, পারমাণবিক নিরাপত্তা ও সমুদ্রপথে চলাচলের বিষয়টি। এ সম্মেলনের চূড়ান্ত ঘোষণার খসড়ায় রাশিয়াকে আগ্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হতে পারে। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ এ সম্মেলনকে অগ্রগতির দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে মন্তব্য করেছেন। সুইজারল্যান্ড সফরের আগে তিনি এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেন, শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে অনেক আলোচনা হবে। তবে খুব বড় বিষয় নয়, এটাই পরিকল্পনা। এটা ছোট্ট একটা চারা, যাতে পানি দিতে হবে। তবে এখান থেকে আরও বড় কিছু আসতে পারে, সে দৃষ্টিকোণও রয়েছে। সুইজারল্যান্ডের বুর্গেনস্টকের পাহাড়ের ওপরে একটি রিসোর্টে দুই দিনের সম্মেলনে ১০০টি দেশের প্রতিনিধি ও সংস্থা অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ সম্মেলনের আগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধ বন্ধ করতে তাঁর শর্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। গত শুক্রবার মস্কোয় তিনি বলেন, কিয়েভ যদি পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে এবং মস্কোর দাবি অনুযায়ী চারটি প্রদেশ ছেড়ে দেয় তবে তিনি এখনই যুদ্ধ বন্ধ করবেন। তবে কিয়েভ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

জেলেনস্কির পক্ষ থেকে অভিযোগ করে বলা হয়েছে, এ সম্মেলনের প্রভাব কমাতে মস্কোকে সহযোগিতা করছে বেইজিং। তবে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তা অস্বীকার করেছে। চীন বলেছে, তারা অংশ নেওয়ার কথা ভাবত, যদি এতে রাশিয়াকে রাখা হতো। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের জাতিসংঘ পরিচালক রিচার্ড গোয়ান বলেন, এ সম্মেলন ইউক্রেনের কূটনীতির সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দিতে পারে।

এ সম্মেলনে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসসহ, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, ভারত, তুরস্ক, হাঙ্গেরির প্রতিনিধিরা যোগ দিতে পারেন। ইউরোপের কর্মকর্তারা ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করেছেন, মস্কোর মূল মিত্রের অনুপস্থিতি এ সম্মেলনের প্রভাব কমিয়ে দেবে। তবে এ সম্মেলন থেকে জেলেনস্কি কী আশা করছেন? সুইজারল্যান্ডের সাবেক রাষ্ট্রদূত ড্যানিয়েল ওকার বলেন, রুশ আগ্রাসনের শিকার ইউক্রেনের প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতির আরেকটি ছোট পদক্ষেপ এটি।

৪০০ কোটি ডলার নিয়ে উধাও রুজা ইগনাতোভা

ওয়াশিংটন, ১৫ জুনঃ ২০১৭ সালের অক্টোবরের পর থেকে বুলগেরিয়ার রুজা ইগনাতোভার ছবি এফবিআইয়ের ওয়েবসাইটে ঝুলছে। বিশ্বব্যাপী বড় বড় গণমাধ্যমেও তাঁকে নিয়ে প্রতিবেদন কম হয়নি। ইউরোপেও শীর্ষ অপরাধীর তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। অভিযোগ, উধাও হওয়ার আগে তিনি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতারণার মাধ্যমে ৪০০ কোটি ডলারের বেশি অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। এখন রুজা কোথায় বা তাঁর কী হয়েছেসেই উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চলছে। বিবিসি আই ইনভেস্টিগেশনস অ্যান্ড প্যানোরমা তদন্ত করতে গিয়ে দেখেছে, তাঁর সঙ্গে বুলগেরিয়ার শীর্ষ এক অপরাধীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অভিযোগ রয়েছে, রুজা ইগনাতোভাকে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। এখন এই অভিযোগ ঘিরে অনেক প্রশ্ন চারপাশে। কে তাঁকে হত্যা করল? নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এত দিন যাঁদের অর্থ দিয়েছেন, তাঁদের হাতেই কি তিনি খুন হলেন? রুজা কি চুরির সেই শত শত কোটি ডলার ভোগ করতে পেরেছেন? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক রুজা ইগনাতোভার জন্ম ও বেড়ে ওঠা জার্মানিতে। ২০১৪ সালে ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতিষ্ঠান ওয়ানকয়েন চালুর আগে আর্থিক বিভাগে তাঁর সফল ক্যারিয়ার ছিল। রুজা বিশ্বের লাখ লাখ মানুষকে ওয়ানকয়েনে বিনিয়োগ করতে আকৃষ্ট করেছিলেন। রুজার দাবি ছিল, বিটকয়েনের বিনিয়োগকারীদের তুলনায় ওয়ানকয়েনে বিনিয়োগকারীরা বেশি লভ্যাংশ পাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, রুজা অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে এই বিনিয়োগ নিয়ে প্রতারণা করেছেন। বিটকয়েনে লেনদেনে ডিজিটাল রেকর্ড থাকলেও ওয়ানকয়েনে সেই ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ২০১৭ সালে জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের তদন্তকারীরা যখন রুজাকে প্রায় ঘিরে ফেলছিলেন, তখনই বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া থেকে গ্রিসের রাজধানীর এথেন্সের উদ্দেশে উড়োজাহাজে চড়ে বসেছিলেন। আর এরপরই তিনি 'নাই' হয়ে যান। এখনো তাঁর কোনো হদিস মেলেনি। গত এক বছর বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের আই ইনভেস্টিগেশনস এবং প্যানোরমা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে, আসলে রুজার সঙ্গে কী হয়েছে, তিনি এখনো বেঁচে আছেন কি না। তদন্তের মূল বিষয় ছিল রুজার চারপাশের লোকজন কারা ছিল, সেটা খুঁজে বের করা। এফবিআইয়ের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগের রিচার্ড রেইনহার্ডও ওয়ানকয়েন নিয়ে তদন্ত করেন। তদন্তের সময় অন্যতম এক মূল চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, আগে যার নাম কখনো প্রকাশ্যে আসেনি। রুজাকে যখন খোঁজা হচ্ছে তখনই তদন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যদিকে মোড় নেয়। শুনতে পাওয়া যায়, তিনি খুন হয়েছেন। কিন্তু এটি কি সত্যি? রুজাকে নিরাপদে রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্রিস্টোফোরস নিকোস আমানতিদিস হলেন সেই মূল চরিত্র যিনি তাকি নামে পরিচিত।

২০২৩ সালে অবসরে যাওয়ার পর রিচার্ড রেইনহার্ড প্রথম এক সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে তিনি বলেন, 'আমাদের বলা হয়েছিল, তার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করছেন, এমন একজন।' তিনি আরও বলেন, তদন্তে তাকির নাম বেশ কয়েকবার এসেছে। রিচার্ড যা বলেছেন, এমন তথ্য তাঁদের কাছে আগেও ছিল। কারণ, মার্কিন সরকারি কৌঁসুলিরা ২০১৯ সালে তাঁদের বলেছিলেন, রুজার নিরাপত্তায় নিয়োজিত দলের প্রধান ছিলেন বুলগেরিয়ার একজন বড় অপরাধী। তবে তাঁর নাম বলেননি তাঁরা। একজন সহকারী অ্যাটর্নি বলেছিলেন, 'আমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে, বুলগেরিয়ার মাদক পাচারকারী ওই ব্যক্তি ওয়ানকয়েনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, তিনি রুজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীর দায়িত্বে ছিলেন।' মার্কিন সরকারের আরেক আইনজীবী বলেছেন, তাকি সেই নিরাপত্তা দলের প্রধান। রুজার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে তিনি জড়িত। রিচার্ডের মতে, মানুষ যতটা মনে করে, রুজা ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি চতুর অপরাধী। বিবিসির অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, উধাও হওয়ার আগেই রুজা ও তাকির মধ্যে যে যোগাযোগ ছিল, সেটি বুলগেরিয়ার পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে।

ইউরোপোলের ফাঁস হওয়া নথিতেও সেই কথা রয়েছে। সেসব নথিতে বলা হয়, পুলিশের ধারণা, মাদক পাচারের অর্থ লেনদেনের জন্য তাকি ওয়ানকয়েনের আর্থিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেছেন। বুলগেরিয়ায় তাকিকে দেশটির সবচেয়ে সংগঠিত অপরাধ চক্রের প্রধান ও বড় ধরনের মাদক কারবারি হিসেবে সন্দেহ করা হয়। অস্ত্র লুট, মাদক পাচার ও খুনের মামলায় তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের নাম এসেছে। কিন্তু কোনো অপরাধেই তাঁর বিচার হয়নি।২০২২ সাল থেকে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সহায়তায় তাকি অপরাধ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করছেন, এমন অভিযোগ তদন্ত করেছিলেন তৎকালীন উপমন্ত্রী ইভান রিস্তানভ। তিনি এখন তাকির সম্পর্কে বিবিসিকে বলছেন, 'আমরা যখন তাকিকে নিয়ে তদন্ত করি, তখন তিনি বুলগেরিয়ার মাফিয়াপ্রধান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাধর।' ইভান রিস্তানভ বলেন, 'তাকি ছিলেন প্রেতাত্মা। আপনি তাঁকে কখনোই দেখতে পাবেন না। আপনি কেবল তাঁর সম্পর্কে শুনতে পাবেন। তিনি আপনার সঙ্গে অন্য লোকের মাধ্যমে কথা বলবেন। আপনি যদি তাঁর কথা না শোনেন, তবে পৃথিবী থেকে নাই হয়ে যাবেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি বিদেশি সংস্থাগুলোসহ সব ধরনের তদন্ত থেকে রুজাকে রক্ষা করতে পারতেন।'তাকি এখন দুবাইয়ে আছেন বলে মনে করা হয়। সেখানে রুজা বেশ বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন। সেখানে তাঁর বেশ কয়েকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ওয়ানকয়েন প্রতারণার মাধ্যমে সেগুলোতে শত শত কোটি ডলার জমা হয়েছে।

এলাকায় ধস, যান চলাচল ব্যাহত

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ১৫ জুন ঃ শনিবার সকাল থেকে অবিরাম বর্ষণে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামি এলাকার ৩৫ মাইল এবং ৪৪ মাইল এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর বড়সড় ধস পড়ে স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। দীর্ঘ সময় যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রী সাধারণ চরম দুর্ভোগের শিকার হন। দীর্ঘক্ষণ এভাবে মানুষ ধসের পরিপ্রেক্ষিতে রাস্তায় আটকে থাকলেও পূর্ত দপ্তরের কর্তাদের পাশাপাশি এনএইচ ডিভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাদের দেখা মিলেনি। যা নিয়ে ব্যাপক গুঞ্জন তৈরি হয়েছে।

Name Change
I, Kiriti Bhushan De (old name) S/O Bholanath De, residing at Vill- Raulia, P.O.- Amlagora, P.S.- Garhbeta, Pin- 721121, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kiriti De (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/06/2024. Kiriti De (new name) and Kiriti Bhushan De (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Kanak Kanti De (old name) S/O Kiriti De, residing at Vill- Raulia, P.O.- Amlagora, P.S.- Garhbeta, Pin- 721121, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kanak Dey (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/06/2024. Kanak Dey (new name) and Kanak Kanti De (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Younus Gazi (old name) S/O Ichhak Gazi, residing at Lauhati, Bishnupur, P.S.- New Town, Dist.- North 24 pgs, Pin- 700135, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Yunus Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 14/06/2024. Yunus Gazi (new name) and Younus Gazi (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Mohammad Sheriff & Muhammad Sheriff (old name) S/O Md Nazir, residing at 2/209, Sree Colony, Regent Estate, P.S.- Netaji Nagar, Kolkata- 700092, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Sheriff (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 14/06/2024. Md Sheriff (new name) and Mohammad Sheriff & Muhammad Sheriff (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Ayub Mandal (old name) S/O Phakir Chand Mondal, residing at Vill.- Bamandanga, P.O.- Dakshin Panchpota, P.S.- Gopalnagar, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 743251, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ayeb Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 14/06/2024. Ayeb Mondal (new name) and Ayub Mandal (old name) both are same identical person.

Name Change
I SATNARAYAN THAKUR, S/O MUKTESHWAR THAKUR, R/O PYALAPUR, BARAHAT,ISHIPUR,BHAGALPUR RIFADPUR,BHAGALPUR, PIN-813209, BIHAR, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SATYA NARAYAN THAKUR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT SATNARAYAN THAKUR AND SATYA NARAYAN THAKUR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Anwesha Roy (old name) D/O Santanu Guha Thakurta, residing at Akriti,BC-183 Sector-I, Salt Lake City, Bidhannagar, 700064, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Anwesha Guha Thakurta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 14/06/2024. Anwesha Guha Thakurta (new name) and Anwesha Roy (old name) both are same identical person.

Name Change
I, KESHAB BAIRAGI, SON OF HARI BAIRAGI, RESIDING AT 22,JODHPUR GARDENS, LAKE GARDENS, KOLKATA-700045, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KESTO BAIRAGI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/06/2024.THAT KESHAB BAIRAGI AND KESTO BAIRAGI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, RIJAHUL KARIKAR, SON OF SIRAJUL KARIKAR, RESIDING AT VILL & PO ANISHMALI, PS-GANGNAPUR, DIST-NADIA, WB, PIN-741253, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIJAUL KARIKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/06/2024.THAT RIJAHUL KARIKAR AND RIJAUL KARIKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, MOSSAMAT RAIHANA BEGAM, WIFE OF SK SAKIL AHMAD HOSSAIN, RESIDING AT VILL-KANTADIGHI, BELUT, PS PATRASAYER, BANKURA-722206, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSA RAIHANA KHATUN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BISHNUPUR, BANKURA ON 03/06/2024,THAT MOSSAMAT RAIHANA BEGAM AND MOSA RAIHANA KHATUN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, ARKO CHOUDHURY (পুরাতন নাম) পিতা DIBYENDU CHOUDHURY, ঠিকানা -REET RESIDENCY,FLAT 2B & 2C, 13/1 JAINUDDIN MISTIRI LANE,PO-ALIPORE,PS-CHETLA, KOLKATA - 700027,WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 14.06.2024 এর Affidavit 43 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে DEBARKO CHOUDHURY (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। DEBARKO CHOUDHURY (নতুন নাম) এবং ARKO CHOUDHURY (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change
I, MAULANA HAFIZ MD SK SAKIL AHMAD, SON OF SK ABUL HOSSAIN, RESIDING AT VILL-KANTADIGHI, BELUT, PS PATRASAYER, BANKURA-722206, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SAKIL AHMAD HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BISHNUPUR, BANKURA ON 03/06/2024. THAT MAULANA HAFIZ MD SK SAKIL AHMAD AND SK SAKIL AHMAD HOSSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, SUSHIL KUMAR PAUL (পুরাতন নাম) পিতা LATE JATINDRA NATH PAL, ঠিকানা VILL-GANDHI PALLY, PO&PS-BONGAON, NORTH 24 PARGANAS - 743235,WEST BENGAL, বনগাঁও A.C.J.M ফাস্ট ক্লাস, Dated 29/01/2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SUSHIL PAL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। SUSHIL PAL (নতুন নাম) এবং SUSHIL KUMAR PAUL (পুরাতন নাম) সকলেই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change
I, AHMED RAZA, SON OF MD SIRAJ, RESIDING AT 20/1/2, NEW NURANI BASTI ROAD, PO- BIDHANGARH, DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PARGANAS -700066, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AHAMED RAJA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/06/2024.THAT AHMED RAZA AND AHAMED RAJA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, Bapi Das (পুরাতন নাম) পিতা Late Radharaman Das , ঠিকানা Vill. & P.O.- Bantul, P.S.- Bagnan, Dist- Howrah, Pin- 711312, West Bengal, India , আলিপুর 1st Class judicial Magistrate, Dated 30.11.2021 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sandip Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sandip Das (নতুন নাম) এবং Bapi Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I MD HAKIBUL MULLICK, SON OF GAFFAR MALLICK, RESIDING AT MIRPUR CHAK ENAYET NAGAR, PO-CHAK ENAYET NAGAR, DIAMOND HARBOUR, PIN-743503, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD HAKIBUL MALLICK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/06/2024.THAT MD HAKIBUL MULLICK AND MD HAKIBUL MALLICK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, Shephali Arora (পুরাতন নাম) স্বামী Sumit Agarwal, ঠিকানা- Active Acres, BL-4, 16TH-FR, FL-16F, 54/10 D.C. Dey Road, Tangra, Kolkata- 700015, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 14.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shephali Agarwal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shephali Agarwal (নতুন নাম) এবং Shephali Arora (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I ABDUL GAFFAR MULLICK, SON OF ABDUL SOBHAN MALLICK, RESIDING AT MIRPUR CHAK ENAYET NAGAR, PO-CHAK ENAYET NAGAR, DIAMOND HARBOUR, PIN-743503, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GAFFAR MALLICK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/06/2024. THAT ABDUL GAFFAR MULLICK AND GAFFAR MALLICK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Asim Mukherjee (old name) Son of Jaydeb Mukherjee, residing at Villa 21, Silveroak Estate Prive Rajarhat Main Road Near Solua Bazar, Kali Park Rajarhat, 24 Pgs North, Pin – 700136, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Asim kumar Mukherjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 14/06/2024. Asim kumar Mukherjee (new name) and Asim Mukherjee (old name) both are same identical person.

Name Change
I, MD SIRAJUDDIN, SON OF MD SAKUR, RESIDING AT 20/1/2, NEW NURANI BASTI ROAD, PO- BIDHANGARH, DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PARGANAS -700066, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SIRAJ VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/06/2024.THAT MD SIRAJUDDIN AND MD SIRAJ BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,PARTHA PRATIM DAS DAS, SON OF LATE PRADIP CHANDRA DAS, RESIDING AT 53 NABANAGAR,DISHA APARTMENT, BEHIND SAKTIGARH FIELD, PS-JADAVPUR, KOLKATA - 700032, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARTHA PRATIM DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/06/2024.THAT PARTHA PRATIM DAS DAS AND PARTHA PRATIM DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MST. RUKSANA PERVIN, W/O MOHAMMAD NAZMUL ISLAM KHAN, R/O VILL+PO HATIARA, PS ECO PARK, BIDHANNAGAR -700157, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUKSHANA PERVIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/06/2024, THAT MST. RUKSANA PERVIN AND RUKSHANA PERVIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

বৃদ্ধার সারা জীবনের জমানো সঞ্চয় ফিরিয়ে দিল রেল পুলিশের আধিকারিকেরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ আবারো মানবিকতার পরিচয় দিল সোনারপুর রেল পুলিশের আধিকারিকেরা। এক বৃদ্ধার প্রায় সারা জীবনের সঞ্চয় করা অর্থ ফিরিয়ে দিল সোনারপুর রেল পুলিশ। এমনই মানবিক মুখ ফুটে উঠলো সোনারপুর জিআরপির রেল পুলিশের আধিকারিকদের। প্রসঙ্গত গীতা হালদার (৭৪) নামে এক বৃদ্ধা তিনি সটলেকে লোকের বাড়িতে বাড়িতে পরিচালিকার কাজ করে প্রায় ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জমিয়েছিল লক্ষাধিক টাকা। সেই টাকা নিজের সন্তানদের মধ্যে জীবনের শেষ সঞ্চয়টুকু ভাগ করে দিতে সেই টাকা নিয়ে পৌঁছেছিল তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর এলাকায়। মথুরাপুর এলাকায় তার নিজের বাড়িতে নিজের সন্তানদের মধ্যে জীবনের শেষ সম্বল টুকু ভাগ করে দিতে চেয়েছিল ওই বৃদ্ধা। কিন্তু শনিবার মথুরাপুরের বাড়িতে এসে পৌঁছয়নি ওই বৃদ্ধার একটি মেয়ে এর ফলে বৃদ্ধা সেই টাকা নিয়ে পুনরায় ফিরে যাচ্ছিল কলকাতার সল্টলেকে। সেই সময় সোনারপুর স্টেশন এর কাছে সেই বৃদ্ধার কাছ থেকে খোয়া যায় তার জীবনের শেষ সঞ্চয় টুকু রাখা ব্যাগটি। কাঁদতে কাঁদতে ওই বৃদ্ধা যায় সোনারপুর রেল পুলিশের আধিকারিকদের কাছে। সেখানে গিয়ে নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা রেল পুলিশের আধিকারিকদের কাছে জানান। এরপর বৃদ্ধার শেষ সম্বল টুকু উদ্ধার করার জন্য তৎপর হয় সোনারপুর রেল পুলিশের আধিকারিকেরা। সোনারপুর রেল পুলিশের আধিকারিকেরা সোনারপুরের এক নম্বর প্লাটফর্ম থেকে এক ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার করে সেই ব্যাগ। দেখা যায় ব্যাগটিতে ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ও দুটি সোনার বালা। এরপর উদ্ধার হওয়া জিনিস ওই বৃদ্ধার হাতে তুলে দেয় রেল পুলিশের আধিকারিকেরা। নিজের জীবনের শেষ সঞ্চয়টুকু ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে ওই বৃদ্ধা। সারা জীবনের জমানো সঞ্চয় ফিরে পেয়ে চোখের জলে রেল পুলিশের আধিকারিকদের কৃতজ্ঞতা জানায় ওই বৃদ্ধা। এই বিষয়ে বৃদ্ধার ছেলে বিমল হালদার তিনি বলেন, আমার মা চল্লিশ বছর ধরে লোকের বাড়িতে কাজ করে করে যে টাকা জমিয়েছিল সেই টাকা সবাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য মথুরাপুরে গিয়েছিল কিন্তু আমার বোন না আসায় সেই টাকা নিয়ে মা আবার কলকাতায় ফিরে আসছিল। সেই সময় সোনারপুরের কাছে মায়ের ব্যাগটি হারিয়ে যায়। মা কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। রেল পুলিশের সাহায্যর জন্য মা ছুটে যায় সোনারপুর রেল পুলিশের আধিকারিকদের কাছে। রেল পুলিশের আধিকারিকেরা আমার মায়ের জীবনের শেষ সম্বল টুকু ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তৎপর হয় এবং তল্লাশি চালিয়ে আমার মায়ের খোয়া যাওয়া ব্যাগটি এক ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার করে, মাকে ফেরত দেয়। আমার মায়ের শেষ সম্বল টুকু ফিরে পাওয়ায় রেল পুলিশের আধিকারিকদের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

ঈদে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বাড়তি পুলিশ

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ আসন্ন ঈদের উৎসবে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোর পুলিশ বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। নাশকতা বা যে কোনরকম অপ্রতিকর ঘটনা মোকাবিলায় আজ থেকেই রাস্তায় থাকবে বাড়তি পুলিশ বাহিনী। কলকাতার মিশ্র এলাকায় পুলিশকে বাড়তি সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি নাখোদা মসজিদ, টিপু সুলতান মসজিদ, পার্ক সার্কাস ময়দান, জামা মসজিদ এবং রেড রোডের মতো স্থানে বাড়তি নিরাপত্তা থাকবে। উর্দিধারী পুলিসের পাশাপাশি সাদা পোশাকে নজরদারি চলবে। ঈদের নামাজ উপলক্ষ্যে বড় জমায়েত হয় এমন মসজিদে দু'জন করে ডিসি নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বসানো হবে পুলিস পিকেট। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে ঈদের দিন শহরের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে ৫৮ টি পিসিআর ভ্যান টহল দেবে। দিনরাত মিলিয়ে শহরে ২৮ টি হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড, ১৩ টি কুইক রেসপন্স টিম, ৫৫ টি মোটর সাইকেল টহল দেবে। ঈদ উপলক্ষ্যে পার্ক, চিড়িয়াখানা, শপিং মল, নিউ মার্কেট ও সায়েন্স সিটির মতো স্থানে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। আপৎকালীন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে শহরের ৯ টি জায়গায় অ্যাম্বুলেন্সও মোতায়েন রাখা হবে।

দুবরাজপুর ব্লকের তাঁতিপাড়া নবকিশোর বিদ্যানিকেতনে দুঃসাহসিক চুরি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৫ জুন ঃ দিন দিন বেড়েই চলেছে চুরির মতন দুঃসাহসিক ঘটনা। কখনো বাড়িতে তো কখনো আবার ভর দুপুর বেলা হয়ে যাচ্ছে দুঃসাহসিক চুরির মতন ঘটনা। এবার সেই দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটে গেল বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লকের তাঁতিপাড়া নবকিশোর বিদ্যানিকেতনে। আর তাকে ঘিরেই শুরু হয়েছে চরম উত্তেজনা। গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিনের মতো আজও স্কুল খুলতেই দেখে বিপত্তি, চোরের দল স্কুলে ঢুকে তালা ভেঙে স্কুলের নানা সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিয়েছে। কে করল, কার হলো এমন সাহস, স্কুলে ঢুকে স্কুলেরই নানারকম সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। আর তাকে ঘিরে গোটা এলাকায় শুরু হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। স্কুলের প্রধান শিক্ষক খবর দিয়েছেন বক্রেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশকে, তড়িঘড়ি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বক্রেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ।এবং তিনি বিস্তারিত খতিয়ে দেখেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুবীর ঘোষ এই ঘটনার পুঙ্খ না পুঙ্খ তদন্তে দাবি করেন। এবং পুলিশকে পুরো বিস্তারিত জানিয়েছেন কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তার পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

ঈদের ছুটিতে দুই বাংলার সীমান্তে যাত্রীর ঢল, ফাঁপড়ে কর্মকর্তা থেকে যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৫ জুন ঃ ঈদ-উল ফিতরের মতই টানা ছুটি মিলেছে ঈদ- উল আজহাতেও। সোমবার পালিত হবে ঈদ-উল আজহা। এই ঈদে টানা পাঁচদিন ছুটি পাচ্ছেন বাংলাদেশের চাকরিজীবীরা। তাই এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে, ভারতে বেড়াতে আসতে চাইছেন অনেকেই। ঈদের সময়ে বন্ধ থাকছে মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং বন্ধন এক্সপ্রেস। ফলে চাপ বেড়েছে বেনাপোলে। অভিযোগ, ভারতে আসতে চাওয়া বাংলাদেশিদের পড়তে হচ্ছে নানা রকম দুর্ভোগের মুখে। ঈদ-উল আজহায় বাংলাদেশে ছুটি আছে মঙ্গলবার পর্যন্ত। সরকারি অফিসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বন্ধ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও। তাই, টানা ছুটি পেয়ে চিকিৎসা, ভ্রমণ এবং আত্মীয়দের সঙ্গে ঈদ পালন করতে অনেকে আসছেন ভারতে। আবার ভারত থেকেও অনেকেই আসছেন বাংলাদেশে। বেনাপোল সীমান্তে হচ্ছে অতিরিক্ত ভিড় এবং চাপ। ফলে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে যাত্রীদের চাপ অনেকটাই বেড়েছে এই সীমান্তে। এই চাপ সামলাতে হিমসিম খেতে হয় আধিকারিকদের। বেনাপোল বন্দর পরিচালক রেজাউল করিম জানান, স্বাভাবিক সময়ে প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসেন প্রায় সাড়ে ৩ হাজার জন। কিন্তু শুক্রবারই এই সীমান্ত নিয়ে ভারতে গিয়েছেন ৬ হাজারের বেশি যাত্রী। শনিবার সংখ্যাটা আরও বেড়েছে। সেখানে যাত্রীসেবার মান বাড়াতে নানান পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। বেনাপোল স্থলবন্দর আর্মড ব্যাটালিয়ন পুলিশের ইনচার্জ বাদলচন্দ্র রায় জানান, ঈদে যাত্রীদের চাপ বাড়ায় তারাও অতিরিক্ত কর্মী এবং পুলিশ মোতায়েন করেছেন। ভোগান্তি কমাতে দালাল শ্রেণির কাছে যাতে কেউ পাসপোর্ট না দেন সেটাও যাত্রীদের বলা হয়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ, ভ্রমণ কর বাবদ বাংলাদেশের বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা এবং ভিসা ফি বাবদ ভারতের প্রায় ১৫০ কোটি টাকা আয় হয়। ভ্রমণের ক্ষেত্রে বছরে বছরে এই অর্থের পরিমাণ দুই দেশে বাড়ালেও সেবার বাড়ানোর দিকে তাদের লক্ষ্য নেই বলে অভিযোগ যাত্রীদের। যাত্রীরা জানান, ভ্রমণ কর বিবাদ বাংলাদেশ ১০৫৫ টাকা এবং ভিসা বাবদ ভারত ৮৫০ টাকা নিচ্ছে। কিন্তু সেখানে তাঁদের অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। এই গরমের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

ড্রেনের কাজ হয়নি সম্পন্ন, জল যন্ত্রণায় ধূপগুড়িবাসী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জুন ঃ জলপাইগুড়িতে লাগাতার বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিপাত। জল যন্ত্রণায় ধূপগুড়িবাসী। এলাকার ড্রেনের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় জলবদ্ধতায় কারণে চরম দুর্ভোগে ধূপগুড়ির বাসিন্দারা।

জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরবাড়ি এক গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রান্ডি ব্রিজ বাজার এলাকার ঘটনা। দীর্ঘদিনের সমস্যার কারনে ক্ষোভে ফুঁসছে বাসিন্দারা। একটু ভারী বৃষ্টি হলেই এই জল বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে পড়ে বলে অভিযোগ। ড্রেনের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় একটানা বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে সাধারণ মানুষের সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যা সমাধানে যখন প্রশাসনের কেউই এগিয়ে আসেনি ঠিক তখনই শনিবার স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং বাসিন্দাদের একাংশ নিজেদের পকেটের টাকা দিয়ে জেসিবি মেশিন লাগিয়ে রাস্তা খুঁড়ে জল যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছেন। পঞ্চায়েত প্রধান ব্লক প্রশাসন সময় মত কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি বলে অভিযোগ। অল্প বৃষ্টি হলেই জল জমার কারণে চরম দুর্ভোগে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে সাধারণ ব্যবসায়ীরা। অতি শীঘ্রই এই সমস্যার তাই সমাধান চান বাসিন্দারা। জল জমার কারণে এদিন কিছু ব্যবসায়ী দোকান বন্ধ করে রেখেছেন বলে জানা যায়। তবে এই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ীরা কবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে সেটাই এখন প্রশ্নের?

গাজোলে মোবাইল নিয়ে মায়ের সঙ্গে বচসা, আত্মঘাতী ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জুন ঃ মোবাইল দেখা নিয়ে মায়ের সঙ্গে সামান্য বচসার জেরেই আত্মঘাতী হল এক স্কুল ছাত্র। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে গাজোলের বিধানপল্লি এলাকায়। ঘটনার পরই গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ছাত্রকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাজোল থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মৃত ছাত্রের নাম রামিজ রেজা (১৭)। বাবা পেশায় সরকারি ব্যাংকের কর্মী। মা আইসিডিএস কর্মী। ৫ বছর বয়সের ছোট বোন রয়েছে। মালদার একটি বেসরকারি স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পড়ত রামিজ। বাড়ির সবাই মিলে ঈদের আনন্দ উপভোগ করবে, সেজন্য গত বৃহস্পতিবার স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিল রামিজ। প্রতিবেশী এবং আত্মীযদের বক্তব্য অনুযায়ী, সকালে নাকি মোবাইল দেখা নিয়ে মায়ের সঙ্গে সামান্য মন কষাকষি হয়েছিল রামিজের। এরপর বাবা ব্যাংকে চলে যান, মা চলে যান আইসিডিএস কেন্দ্রে। এই সময় শোবার ঘরে গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় রামিজ। মা আইসিডিএস সেন্টার থেকে বাড়ি ফিরে এসে এই দৃশ্য দেখার পর চিৎকার করে সকলকে ডাকতে থাকেন। প্রতিবেশীরা এসে দরজা ভেঙে রামিজকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ওই ছাত্রের পকেটে নাকি একটি চিরকুট পাওয়া গেছে। তাতে নাকি লেখা রয়েছে ‘সরি আমার জন্য দুঃখ করো না’। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গিফট নিয়ে আর ফেরা হলো না! কফিনবন্দি হয়ে ফিরল শ্রমিকের দেহ!

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৫ জুন ঃ কথা ছিল পুজোর সময় যখন তিনি আসবেন তখন মেয়ের জন্য গিফট আনবেন সেই সঙ্গে বার্থডে সেলিব্রেশন করবেন কিন্তু তা আর করা হলো না বাঙালি শ্রমিকের। কুয়েতের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪৯ জন ভারতীয় সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর বাঙালি শ্রমিক দ্বারিকেশ পট্টনায়েকের (৫২)। মূলতঃ এই দ্বারিকেশবাবুর আসল বাড়ি দাঁতনের তুরকাতে। এরই পাশাপাশি তিনি সম্প্রতি মেদিনীপুর শহরে শরৎপল্লী এলাকায় বাড়ি বানিয়েছেন। সেখানে তিনি, স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে থাকতেন। তবে দীর্ঘ ২৭ বছর তিনি বাইরে চাকরি করতেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে কুয়েতের একটি বেসরকারি সংস্থায় ইঞ্জিনিয়ার সুপারভাইজার পদে কাজ করছিলেন। গত বুধবার বিধ্বংসী আগুনে মৃত্যু হল ৪৯ জন মানুষের যার মধ্যে ৪৫ জন ভারতীয়র। মূলত ভোরের দিকে কুয়েতের রাজধানী শহরের দক্ষিণে মাঙ্গাফ এলাকার একটি বহুতল আবাসনে আগুন লাগে। ওই আবাসনে থাকতেন শ্রমিকেরা, যাঁদের অধিকাংশই ভারতীয়। তবে কী কারণে আগুন লেগেছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এদিন তার পার্থিব শরীর তার নিজের বাড়িতে এলে বাড়ির লোকেরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। এরপর বাড়ির লোকের পাশাপাশি শ্রদ্ধা জানান মেদিনীপুরের মানুষজন।

আপাতত বন্ধ অ্যাক্রোপলিস মল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ অগ্নিকাণ্ডের জেরে আপাতত বন্ধ অ্যাক্রোপলিস মল। কবে খুলবে এবিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। প্রাথমিক তদন্তে গাফিলতির অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে। তদন্ত চলবে। আপাতত মল খোলা যাবে না। সবদিক খতিয়ে দেখে তারপর সিদ্ধান্ত হবে। শনিবার অ্যাক্রোপলিস মলে আসে ফরেনসিক টিম। দমকলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। মল কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিক রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়। ডিজি ফায়ার, জগৎ মোহন বলেন, ফায়ারের তরফ থেকে তদন্ত করা হয় কি ঘটনা ঘটেছিল এবং কেন ঘটল। ফায়ার সিস্টেমে কোনও ঘাটতি ছিল কিনা। ফরেনসিক টিম আসে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে।

তাপসকে সরিয়ে কবিকে দায়িত্ব, ভোট মিটতেই এডিডিএ-র চেয়ারম্যান বদল

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৫ জুন ঃ ভোট মিটতেই আসানসোল- দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ (এডিডিএ) চেয়ারম্যান বদল। আর তাই নিয়ে বিস্তর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্নেহধন্য দুর্গাপুরের হোটেল ব্যবসায়ী কবি দত্তকে নতুন চেয়ারম্যান করা হল। গত লোকসভা নির্বাচনে কবিবাবুর হোটেল থেকে টানা ১৬ দিন দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কবি দত্তকে চেয়ারম্যান করায় দারুন উল্লাস দুর্গাপুরের শিল্প বাণিজ্য মহলে। শুক্রবার দুপুরে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সচিবের পাঠানো একটি নির্দেশে কবি দত্তকে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যানের পদে বসানোর কথা বলা হয়েছে। এতদিন তিনি ছিলেন ওই সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান। বছর তিনেক আগে দুর্গাপুরের প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কবি দত্তকে ওই পদে বসিয়েছিলেন। শুক্রবার সেই কবিকেই আবার উঠিয়ে আনা হয়েছে সংস্থার শিখরে। এর আগে এডিডিএ-র চেয়ারম্যান ছিলেন রাণীগঞ্জ-এর বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট মিটতেই তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন সরানো হল, তাই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে শিল্পাঞ্চলে। বিজেপির নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার শ্যালক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারে আলুওয়ালিয়াকে বিজেপি আসানসোলের আসনে প্রার্থী করেছিল। যদিও তিনি পরিজিত হয়েছেন। তবে, বেশি ভোট পান কুলটি আর রাণীগঞ্জ বিধানসভা এলাকায়। তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় এই রানীগঞ্জেরই বিধায়ক। টিএমসি প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা জিতলেও, ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, আসলে, তাপসকে পদ থেকে সরিয়ে তৃণমুল কংগ্রেস থেকে কি তাকে ব্যর্থতার দরুন শাস্তি দেওয়া হল। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও, এবিষয়ে এদিন তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি দত্ত কেউ কোন মন্তব্য করতে চায়নি।

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সন্ত্রাস কবলিত এলাকার বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করলেন শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৫ জুন ঃ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সন্ত্রাস কবলিত এলাকার বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে আশ্রিত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে আজ বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে কথা বলেন শুভেন্দু অধিকারী। সন্ত্রাস কমলিত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পর তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে আক্রান্তদের বাড়িতে পৌঁছিয়ে না দেবে ততদিন পর্যন্ত তাদের থাকা খাওয়ার সমস্ত খরচ দল বহন করবে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্তদের যাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় এবং তাদের চলার মত স্বাভাবিক পরিস্থিতি করে দেওয়া যায় সেই বিষয়ে আশ্বাস দেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি বলেন আগামীকাল তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করবেন সমস্ত সন্ত্রাসের ঘটনা তিনি তার সামনে তুলে ধরবেন এবং রাজ্যপাল কে কোচবিহারের সন্ত্রাস কমলিত এলাকা পরিদর্শনের আর্জি জানাবেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন ২০২১ এর নির্বাচনের পর তৃণমূলের হামলায় বহু মানুষের প্রাণ গেছে। সেই তুলনায় ২৪- শের নির্বাচনের পর শারীরিকভাবে আক্রমণ করলেও বর্তমানে সেটা কিছুটা কমেছে। তৃণমূল কংগ্রেস এবার অন্য পন্থা অবলম্বন করেছে। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম যে জিনিসগুলো প্রয়োজন যেমন রেশন বন্ধ করে দেওয়া, বাজার ঘাট বন্ধ করে দেওয়া, জমি থেকে ধান তুলতে না দেওয়া, একইসঙ্গে তৃণমূলের ঝান্ডা ধরার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে এবং মোটা টাকা দাবি করছে। ইতিমধ্যেই যে সমস্ত এলাকায় সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে সমস্ত ঘটনার তালিকা তৈরি করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রের একটি বিশেষ প্রতিনিধন পশ্চিমবঙ্গে আসবেন এবং সন্ত্রাস কমলিত এলাকার পরিদর্শন করবেন। অন্যদিকে, রাজভবনের উল্টোদিকে ধর্ণায় বসতে চান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার কোচবিহার যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে তিনি এই কথা বলেন। তিনি জানান, ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের নিয়ে তিনি সেখানে ধর্ণায় বসতে চান। যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসকে ৫ দিন ধর্ণার অনুমতি পুলিশ দিয়েছিল, সেখানেই ধরনায় বসার জন্য চিঠি দিয়েছি। পুলিশ কমিশনার এখনও উত্তর দেননি। আমি মঙ্গলবার আবার মনে করিয়ে দেব।’’ এর আগে গত বৃহস্পতিবার ভোট পরবর্তী হিংসায় ঘরছাড়াদের নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাঁকে ও ঘরছাড়াদের রাজভবনে ঢুকতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন শুভেন্দু অধিকারী। আদালত জানায়, শুভেন্দুবাবু চাইলে যেতে পারেন। তবে তাঁকে আগে বিস্তারিত তথ্য রাজভবনে জানাতে হবে। এই প্রসঙ্গে এ দিন বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘মহামান্য রাজ্যপাল এই নিয়ে গতকালের রায় জানেন। রবিবার যদি ওঁর সময় হয়, আমি ১০০ জন আক্রান্তকে নিয়ে দেখা করব। এই নিয়ে শুভেন্দুবাবুর আরও বক্তব্য, ‘‘আদালত অনুমতি নিতে বলেনি। জানাতে বলেছে। রাজভবন অনুমতি দিলেই যাব।’’ রাজভবনে হয়তো যেতে পারবেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু ভবনের উল্টোদিকে ধর্ণায় বসার অনুমতি কি পাবেন? এই নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘‘বাইরে ধর্ণায় বসতে পুলিশের অনুমতি লাগবে। তৃণমূলকে দিয়েছে তো। আমাদের দেবে না কেন?’’

শনি ও রবিবার, অসমের হিল সেকশনে দুদিন বাতিল আটটি ট্রেন

নিরাশ ঈদোৎসব পালনকারী বরাক উপত্যকার যাত্রীকুল

গুয়াহাটি, ১৫ জুন ঃ ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত লামডিং- বদরপুর পাহাড় লাইনে লাল ও কমলা সতর্কতা জারি করেছে গুয়াহাটিতে অবস্থিত আবহাওয়া দফতর। তাই এদিন শনি এবং আগামীকাল রবিবার স্বল্পদূরত্বের আটটি যাত্রীবাহী ট্রেন বাতিল করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ে। তবে দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবা চালু রয়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আগামী সোমবার থেকে ফের ট্রেন চলাচল শুরু হবে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত এক প্রেসবার্তায় এ খবর জানানো হয়েছে। ঈদোৎসবের প্রাক্কালে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ আটটি যাত্রীবাহী ট্রেনের আজ এবং আগামীকাল বাতিল করে দেওয়ায় বহু যাত্রী গুয়াহাটি ও লামডিং স্টেশনে আটকে পাড়েছেন। ঈদের জন্য যে সকল যাত্রী বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য ওই সব ট্রেনে আসন সংরক্ষণ করেছিলেন, ট্রেনগুলি বাতিল করে দেওয়ায় তাঁরা প্রচণ্ড দুর্ভোগে পড়ার পাশাপাশি ঈদোৎসব পালন থেকে বঞ্চিত হবেন বলে নিরাশ হয়ে পড়েছেন। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রেসবার্তায় জানানো হয়েছে, পাহাাড়ে লাগাতার বৃষ্টির জেরে এবং আগামী দুদিন ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে গুয়াহাটির আহাওয়া দফতর লাল ও কমলা সতর্কতা জারি করেছে। তাই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওই ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে। এদি শনি এবং রবিবার, দুদিন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যেগুলি ট্রেন বাতিল করেছে সেগুলি যথাক্রমে ১৫৬১৫ ১৫৬১৬ নম্বর গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেস, ১৫৬১৭ ১৫৬১৮ নম্বর গুয়াহাটি-দুল্লভছড়া এক্সপ্রেস, ১৫৬১১ ১৫৬১২ নম্বর রঙিয়া-শিলচর এক্সপ্রেস, ১৫৬৪১ ১৫৬৪২ শিলচর-নিউ তিনসুকিয়া বরাক-ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস। এছাড়া ১৫৬২৬ নম্বর আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেসের যাত্রার সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। আগরতলা দেওঘর এক্সপ্রেস শনিবার সন্ধ্যারাত ৭-টায় আগরতলা থেকে ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু ট্রেনটি শনিবার সন্ধ্যার পরিবর্তে শনিবার রাত ১১টা ৩০ মিনিটে আগরতলা থেকে দেওঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।

স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ জুন ঃ শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা মহিলা থানার উদ্যোগে এবং বর্ধমান সহযোদ্ধার সহযোগিতায় কাঞ্চননগর ডি. এন. দাস উচ্চ

বিদ্যালয়ে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচী করা হয়। এদিন ছাত্র- ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে শেখানো হয় কোনটা ভালো স্পর্শ কোনটা খারাপ স্পর্শ। এছাড়া কোন অপরাধমূলক কাজকে প্রশ্রয় না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, নাবালিকা অবস্থায় বিয়ের ক্ষতিকর দিক এবং শারীরিক নির্যাতন কিভাবে রোধ করতে হয়, কিভাবে প্রতিবাদ করতে হয়, মোবাইল এর সঠিক ব্যবহার করা বা বিভিন্ন অপরাধ মূলক কাজ থেকে কিভাবে নিজেকে দূরে রাখা যাবে তা নিয়ে এদিন কাঞ্চননগর ডি.এন.দাস উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচিতে বিদ্যালয়- এর ছাত্রীদের বিস্তারিত আলোচনা করেন পূর্ব বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস । এদিন পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর প্রায় ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস সহ ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সহযোদ্ধার সাধারণ সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ জগন্নাথ ভৌমিক, দেবনাথ মুখার্জি, সহ অন্যান্যরা এছাড়া জেলা পুলিশের লেডি পুলিশ অফিসার এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডক্টর সুভাষচন্দ্র দত্ত ও শিক্ষিকারা। এই দিন এই বিদ্যালয় এর বেশ কিছু ছাত্রী তাদের সঙ্গে ঘটে চলা বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার বিষয় মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস এর কাছে তুলে ধরে। উল্লেখ্য, বর্তমান যুগে সমাজে ঘটে চলা মহিলা বিশেষ করে অল্প বয়সী ছাত্রীদের উপর অপরাধমূলক ঘটনা সম্পর্কে সচেতন করতে বর্ধমান মহিলা থানার উদ্যোগে ও সহযোদ্ধার সহযোগিতায় পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন স্কুলে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি আয়োজিত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচির ফলে উপকৃত হচ্ছে বহু স্কুল ছাত্রী।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় ৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ রাজ্যের

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় ৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে। সার্বিক চিকিসা পরিষেবার উন্নয়নের পাশাপাশি সুগার, প্রেশার, হৃদ রোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিসের মতো অসংক্রামক রোগব্যধি প্রতিরোধে এই টাকা বরাদ্দ করা হবে। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাঙ্ক এই অনুদান অনুমোদন করেছে। মন্ত্রিগোষ্ঠীর ছাড়পত্রও পাওয়া গেছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার আরও উন্নতিতে এই অর্থ খরচ করা হবে।

বাগদার প্রার্থী নিয়ে উপনির্বাচনে ধাক্কা খেল বাম-কংগ্রেস জোটতত্ব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ঘোষণা করে দিয়েছে, রায়গঞ্জের পাশাপাশি বাগদা আসনেও প্রার্থী দেবে দল। এর ফলে বিধানসভা উপনির্বাচনে ধাক্কা খেল বাম-কংগ্রেস জোটতত্ব। ১০ জুলাই রাজ্যের চার কেন্দ্রে উপনির্বাচন। শুক্রবার বামফ্রন্টের বৈঠক শেষে ঘোষণা করা হয়, এই চার কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে লড়া হবে। বামেরা প্রার্থী দেবে ৩ কেন্দ্রে। একটি আসন ছাড়া হবে কংগ্রেসের জন্য। নিজেদের ভাগের ৩ কেন্দ্রের মধ্যে ২টিতে সিপিএম এবং একটিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী ঘোষণাও করে দেওয়া হয়। বামেরা জানায়, মানিকতলায় লড়বেন সিপিএমের রাজীব মজুমদার, রানাঘাট দক্ষিণের সিপিএম প্রার্থী অরিন্দম বিশ্বাস। বাগদায় লড়বেন ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী গৌরদীপ্ত বিশ্বাস। বাগদা আসনটি নিয়ে আপত্তি তোলে কংগ্রেস। হাত শিবিরের যুক্তি, ২০১৬, ২০২১ এর বিধানসভা ভোটে বাগদা আসন কংগ্রেসকে ছাড়া হয়। বনগাঁ লোকসভা আসনও ২০২৪ এ কংগ্রেস পায়। সেই সূত্র অনুযায়ী, বাগদা আসনটিতে এবারও কংগ্রেসের প্রার্থী দেওয়ার কথা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ই-কেজিপি-ইস্ট-৩৬-২০২৪, তারিখ : ১৪.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ** : এসএসই(ডব্লু)/এসএইচএম-এর অধীনে ০১.০৭.২০২৪ থেকে ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত সময়সীমায় উলুবেড়িয়া (সহ)-বাগনান (বিজেডএন) শাখায় সিভিল জোনাল কাজ সম্পাদন (২য় কল)। **টেন্ডার মূল্য** : ৮০,০০,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য** : ১,৬০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : শূন্য।** **খোলার তারিখ** : ২৭.০৬.২০২৪। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ২৪ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:**১৩.০৬.২০২৪ থেকে ২৭.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার কোনভাবেই গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য** : সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিতভাবে “www.ireps.gov.in” (PR-261)

Nasibpur Gram Panchayat
Nasibpur, Singur, Hooghly
NOTICE INVITING e- TENDER (2nd call)
e-Tender are invited from the eligible contractor for execution of different development works vide **NIT No.: NGP/48/2024, NGP/49/2024, NGP/50/2024, NGP/51/2024, NGP/52/2024, NGP/53/2024, NGP/54/2024, NGP/55/2024, NGP/56/2024, NGP/57/2024, Date: 16-06-2024 .** Bid Submission Start Date (Online) : **15-06-2024 at 6.30 pm.** Bid Submission End Date (Online) : **25.06.2024 up to 6.30 pm.** Bid Opening Date (Technical) : **28-06-2024 at 10.30 am.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Nasibpur Gram Panchayat

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly
e-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for e-Tender reference no: **406/EO, Singur, Dated: 14.06.2024** for Construction of 5 nos. SWM project & 1 no. Renovation of Singur Panchayat Samity meeting hall within Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly. **Last date for the online Bid submission is 22.06.2024 upto 6.00 pm.** Detail will be available at the website: www.wbtenders.gov.in (Tender ID: 2024_ZPHD_694580_1 to 6).
Sd/-
Executive Officer,
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ডিইএন/৩/হাওড়া। ক্রমিক নং. ১, ই-টেন্ডার নংঃ ৭৪_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসনের মেন লাইন শাখায় গাংপুর এবং বর্ধমান স্টেশনের মধ্যে ডাউন/হাওড়া-বর্ধমান কর্ড এবং ডাউন/মেন-তে ব্রিজ নং. ২০৯-এর গার্ডার প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক মূল্যঃ** ১০,৯০,৪৬,৩৭৬.৫৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৬,৯৫,২০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, ই-টেন্ডার নংঃ ৭৫_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** হাওড়া ডিভিসনে সাহেবগঞ্জ শাখায় ব্রিজ নং. ১২৫, ২০৬ ডাউন এবং ২১০ ডাউন লাইনের বিজিএমএল স্ট্যান্ডার্ড গার্ডার প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৮,২০,৪২,২২১.৬৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৫,৬০,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-121/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উগান্ডাকে হারাল নিউজিল্যান্ড

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ ২০১৫ সালের পর আইসিসির টুর্নামেন্টে এবারের টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে খারাপ রেজাল্ট করল নিউজিল্যান্ড। এবারের বিশ্বকাপে প্রথম দুটি ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপ থেকে আগেই বিদায় নিয়েছে তারা। শনিবার সম্মান রক্ষার তৃতীয় ম্যাচে উগান্ডাকে উড়িয়ে দিয়েছে কেইন উইলিয়ামসনের দল। তৃতীয় ম্যাচে উগান্ডার বিপক্ষে ৯ উইকেটের জয় পেয়েছে নিউজিল্যান্ড। শনিবার ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে উগান্ডার দেওয়া ৪২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৮৮ বল হাতে রেখে জিতল নিউজিল্যান্ড। উল্লেখ 'সি' গ্রুপ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আফগানিস্তান অনেক আগেই সুপার এইটে চলে গেছে। আর ৩ ম্যাচের ৩টিতে হেরে গ্রুপের তলানিতে আছে উগান্ডা। আর ৩ ম্যাচের মধ্যে একটিতে জিতে তিনে উঠেছে নিউজিল্যান্ড।

টি-২০ বিশ্বকাপ ঃ সর্বোচ্চ রান, উইকেট আফগানিস্তানের

নিউইয়র্ক, ১৫ জুন ঃ এবারের টি-২০ বিশ্বকাপে ৩টি ম্যাচ জয়ে আফগানিস্তানের নেট রানরেট এখন ৪.২৩০, যা ২০ দলের মধ্যে সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেট রানরেট 'বি' গ্রুপে থাকা অস্ট্রেলিয়ার (৩.৫৮০)। ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজ এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক, ৩ ম্যাচে ১৫৪.৬৩ স্ট্রাইকরেটে এই ডানহাতি করেছেন ১৬৭ রান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৪১ রান করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারন জোনস। আর ফজলহক ফারুকী সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। ১টি ফাইফারস ও ১টি ফোর-ফারসহ ৩ ম্যাচে ১২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ৮ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে প্রোটিয়া পেসার এনরিখ নর্কিয়া।

নতুন কোচের নাম ঘোষণা করল ডর্টমুন্ড

লন্ডন, ১৫ জুন ঃ ডর্টমুন্ডের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন এডিন টেরজিক। টেরজিকের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হলেন তারই সহকারী নুরি সাহিন। শুক্রবার (১৪ জুন) নুরিকে কোচ হিসেবে নিয়োগ করল ডর্টমুন্ড। এক বছরের চুক্তিতে গত ডিসেম্বরে বরুশিয়ায় সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন তিনি। খেলোয়াড়ী জীবনে এই জার্মান বরুশিয়া ছাড়াও রিয়াল মাদ্রিদ, লিভারপুল, ওয়ার্ডার ব্রেমেন ও ফেইনর্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

মাঠের ভিতরে ও বাইরে ফুটবলারদের জন্য বহু নির্দেশিকা জারি করছেন আজুরি কোচ

১৫ জুন ঃ ইউরোর সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন নিয়ে আলোচনায় প্রাথমিক ভাবে ঘুরেফিরে আসছে তিন দেশের নাম। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি। কেউ কেউ আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন পর্তুগাল আর স্পেনের কথাও। কিন্তু গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইটালিকে নিয়ে আলোচনা বিশেষ একটা শোনা যাচ্ছে না। অবশ্য সেটা অস্বাভাবিক নয়। শেষ দু'বার বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারা, গোলপার্থক্যে এগিয়ে থেকে কোনওরকমে এবার ইউরো খেলার ছাড়পত্র পাওয়া দলকে নিয়ে কেনই বা বেশি আলোচনা হবে? আর এই ছবিটাই বদলে দিতে প্রাণপাত করছেন ইটালি কোচ লুসিয়ানো স্প্যালেত্তি। বছর পঁয়ষট্টির এই কোচ এমনিতেই কড়া 'হেডমাস্টার' হিসাবে পরিচিত। দেশের সেরা তারকাদের কোচিং করাতে এসেও একবিন্দু বদল হয়নি তাঁর। যিনি সরাসরি ফুটবলারদের বলে দিয়েছেন, নিয়ম মানা বা না মানা তোমাদের উপর। তবে না মানলে আমার দলে তোমাদের জায়গা হবে না। আসলে স্প্যালেত্তির লক্ষ্য একটাই, দল হিসাবে ইতালির পুরনো সম্মান ফেরানো। রবিবার রাতে আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে সেই

লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবে 'আজুরি'রা। যে প্রতিপক্ষ অঘটন ঘটাতে পারে বলে মনে করছেন খোদ স্প্যালেত্তি। কী কী নিয়ম চালু করেছেন স্প্যালেত্তি? ইটালি কোচের সংসারে পাঁচটি কাজ করতে পারবেন না ফুটবলাররা। এক, টিম মিটিং বা খাওয়ার টেবিলে দেরিতে পৌঁছানো যাবে না। 'আজুরি'দের টিম মিটিং হয় ঠিক দুপুর ১২টায়। লাঞ্চ ১২.৪৫। ডিনার রাত ৮টা। কোনও অবস্থাতেই এই সময়সীমা পার করা যাবে না। দুই, খাওয়ার টেবিলে বা ম্যাসাজ নেওয়ার সময় ব্যবহার করা যাবে না ফোন। তিন, সতীর্থদের সঙ্গে থাকলে হেডফোন ব্যবহারেও আছে নিষেধাজ্ঞা। বরং কথা বলতে হবে নিজেদের মধ্যে। তাতে কোনও সদস্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন না দল থেকে। চার, অতিরিক্ত হাসি-মজা করতে পারবেন না ফুটবলাররা। আনন্দ করা যেতেই পারে, তবে সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে দলের লক্ষ্যের কথা। স্প্যালেত্তির শিবিরে সবচেয়ে কড়া নিষেধাজ্ঞা রয়েছে 'প্লে স্টেশন' খেলার উপর। দায়িত্ব নেওয়ার পরই ফুটবলারদের ঘরে কোনও 'গেমিং কনসোল' রাখতে দেননি ইটালির কোচ। কেন? স্প্যালেত্তির বক্তব্য, অনেকেই ভিডিও গেমে আসক্ত। আর কোনও আসক্তিই ভালো নয়। ফুটবলারদের বুঝতে হবে, ওরা এখানে ইউরো জিততে এসেছে। সেজন্য ফোকাসটা ফুটবল খেলার উপর রাখতে হবে। কারও যদি মনে হয় মাঠের ট্রেনিং যথেষ্ট নয়, আমি তাকে বাড়তি পরিশ্রম করাতে তৈরি। কিন্তু গেম খেলা চলবে না। কেন এতটা কঠোর স্প্যালেত্তি? জানা গিয়েছে, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচটাই ছিল ইউক্রেনের বিরুদ্ধে। 'প্লে স্টেশন' খেলে ভোরবেলা ঘুমাতে যাওয়ায় কয়েকজন ফুটবলার ম্যাচের দিন দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন। এরপরই গেম খেলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেন স্প্যালেত্তি।

এসিএল ২-র প্রাথমিক পর্বে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ কে?

দুরন্ত বার্তা, ১৫ জুন ঃ শুক্রবারই ইস্টবেঙ্গল তুলে নিয়েছে গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তা কোসকে। আর তার পরই জানা গেল এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-র প্রাথমিক পর্বে কাদের মুখোমুখি হবে লাল-হলুদ বাহিনী। আগামী ১৪ আগস্ট এসিএল ২-এর জন্য মাঠে নামবেন ক্লেইটনরা। তাঁদের প্রতিপক্ষ তুর্কেমেনিস্তানের ক্লাব এফকে আলতাইন আসির। যে দল জিতবে তারা সরাসরি প্রবেশ করবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এ। অন্যদিকে পরাজিত দল ছাড়পত্র পাবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের। বিশ্ব ফুটবলে ১৪৩ নম্বরে রয়েছে তুর্কেমেনিস্তান। সে দেশের ইয়োকারি লিগায় এই মরশুমে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছে আলতাইন। কিন্তু টানা আট মরশুম লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড আছে ক্লাবটির। ২০১৮-য় এএফসি কাপ ফাইনালেও পৌঁছেছিল আলতাইন। এখন দেখার ইস্টবেঙ্গল কীভাবে তাদের মোকাবিলা করে। আর সেদিকে লক্ষ্য রেখেই দলগঠনের কাজ শুরু করে ফলে সব দিক থেকেই তৈরি থাকার চেষ্টা করছে কার্লেস কুয়াদ্রাতের দল। আসন্ন মরশুমের দল নিয়ে কুয়াদ্রাত আশ্বস্ত করেছিলেন ভক্ত-

দিয়েছেন লাল-হলুদ কর্তারা। ইতিমধ্যেই গত আইএসএলের সর্বাধিক গোলদাতা দিমিত্রি ২ বছরের জন্য চুক্তি করেছেন লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবের সঙ্গে। তার আগে মিডফিল্ডার সল ক্রেসপোর সঙ্গেও চুক্তিবৃদ্ধি করেছে ইস্টবেঙ্গল। অনুরাগীদের। গত মরশুমে সুপার কাপ জিতলেও আইএসএলে ভালো ফল করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। দলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, আমরা যেরকম দলগঠন করতে চলেছি তাতে ভক্তরা গর্বিত হবেন।

বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতেই দেশের মাটিতে বাবররা সমালোচিত

১৫ জুন ঃ বিশ্বকাপ থেকে লজ্জার বিদায় নিল পাক টিম। তার পরে শাহিন আফ্রিদি ভক্ত-অনুরাগীদের কাছ থেকে সমর্থন চাইলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, পাক সমর্থকরা কি আফ্রিদিদের পাশে দাঁড়াবেন? বাবর আজমদের স্বপ্ন শেষ হয়ে যাওয়ার বহু আগে থেকেই উত্তপ্ত পাকিস্তানের ক্রিকেটসমাজ। ভারতের কাছে হার তাঁরা মেনে নিতে পারেননি।তার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও হারতে হয়েছে পাকিস্তানকে। আর আমেরিকা ও আয়ারল্যান্ডের ম্যাচ ভেসে যাওয়ায় পাকিস্তানকেই ছিটকে যেতে হল। ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আফ্রিদি বলেছেন, ভালো সময়ে সবাই পাশে থাকেন। কিন্তু আমি কঠিন সময়ে ফ্যানরাই পাশে থাকেন। আফ্রিদিকে নিয়েও সমালোচনা কম হয়নি দেশে। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বলেছেন আফ্রিদি তো ইয়র্কার ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। বাবার আজম নিন্দিত হয়েছেন। তাঁকে নতুন করে ক্যাপ্টেন বানানোর যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। পাকিস্তানের দুঃসময়ে আফ্রিদি ভক্তদের উদ্দেশে বলছেন, আমরা তো আর গলি ক্রিকেটের দল নয়। এটা তোমাদের পাকিস্তান দল। কঠিন সময়ে, খারাপ পরিস্থিতিতে যদি তোমরা পাশে না থাকো, তাহলে তো তোমরা মিডিয়ার মতোই। বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যাওয়ায় সমর্থকদের কাছে আফ্রিদি আবেদন করলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর অনুরোধ কি রাখবেন কেউ। পুরনো দিনের

আফ্রিদির অনুরোধ কি মানবেন ভক্তরা?

পাক মিডিয়া এবার নখ-দাঁত বের করবে। যদিও বিশ্বকাপের আগে থেকেই আফ্রিদিকে নিয়ে সংশয় ছিল ভক্তদের মনে। সেই উত্তর দিয়েছেন আফ্রিদি. শুরু থেকেই আমি প্রতি ঘণ্টায় ১৩৬-১৪০ কিমি বেগে বল করতাম। এখনও আমি সেই একই গতিতে বল করি। বোলার যখন উইকেট নিতে শুরু করে, তখন তাঁর সম্পর্কে সবাই ভালো কথা বলে। কিন্তু উইকেট না পেলে সবাই নেতিবাচক কথা বলতে শুরু করে দেয়। এখন প্রশ্ন হল, ভক্ত-স্মৃতি ফেরালেন বাবর আজমরা। অতীতে ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরলে বিমানবন্দরে সমর্থকরা টমেটো-ডিম ছুড়ে মারতেন ক্রিকেটারদের। ১৯৯৬ বিশ্বকাপে ভারতের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নেওয়ার পরে ওয়াসিম আক্রমরা আর দেশে ফিরে যাননি। দিনকাল এখন বদলে গিয়েছে। ইট-টমেটো হয়তো কেউ ছুড়বেন না। তবে প্রবল সমালোচনায় যে ক্ষতবিক্ষত হবেন ক্রিকেটাররা সেকথা বলাই যেতে পারে।

জোড়া গোল মেসির, কোপার আগে দারুণ ছন্দে আর্জেন্টিনা

১৫ জুন ঃ কোপা আমেরিকা যত এগিয়ে আসছে আর্জেন্টিনাকে ততই ক্ষুরধার লাগছে। কোপার আগে নীলসাদা জার্সিধারীরা প্রতিপক্ষ দলকে কড়া বার্তা দিয়ে রাখল। মেসিরা বিশ্বজয়ী। গতবারের কোপা জয়ী। তাঁদের থেকে প্রত্যাশা অনেক বেশি। কোপার আগে গুয়াতেমালার বিরুদ্ধে এটাই মেসিদের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ। সেই ম্যাচে মেসি ফিরলেন স্বমেজাজে। এদিন জোড়া গোল করেন তিনি। মার্টিনেজকে পেনাল্টি মারতে না দিলে মেসিই হ্যাটট্রিক করে ফেলতেন। আর্জেন্তিঞ্ঐ না ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করল গুয়াতেমালাকে। জোড়া গোল মেসি ও মার্টিনেজের। চোটের জন্য মেসি নামতে পারেননি প্রায় মাস দুয়েক। ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে নামেন এলএম ১০। পরিবর্ত হিসেবে সেই ম্যাচে নেমেছিলেন আর্জেন্টাইন মহানায়ক। গুয়াতেমালার বিরুদ্ধে স্কালোনি আবার মেসিকে প্রথম একাদশে রাখেন। ৪ মিনিটে গোল হজম করে বসে নীলসাদা জার্সিধারীরা। গুয়াতেমালার ফ্রি কিক আর্জেন্টাইন গোলকিপার এমি মার্টিনেজ ফিরিয়ে দিলেও ফিরতি বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে আত্মঘাতী গোল করে বেসন লিসান্দ্রো মার্টিনেজ। কোপাতে অবশ্য এই দিকগুলোর দিকেই নজর দিতে হবে স্কালোনিকে। ১২ মিনিটে মেসি সমতা ফেরান। গুয়াতেমালার ভুলেই অবশ্য গোল পেয়ে যায় আর্জেন্টিনা।এর জন্য অবশ্য গুয়াতেমালার গোলকিপারকে কাঠগড়ায় তোলা যায়। বক্সের ভিতরে মেসির পায়েই বল তুলে দেন তিনি। এসব জায়গা থেকে ভুল করার বান্দা নন মেসি। ৩৯ মিনিটে মার্টিনেজ পেনাল্টি থেকে এগিয়ে দেন আর্জেন্টিনা।
মেসি নিজে শট না নিয়ে মার্টিনেজকে পেনাল্টি মারতে দেন। প্রথমার্ধ যেখানে শেষ করেছিল আর্জেন্টিনা, ঠিক সেখান থেকেই দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করে আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয়ার্ধে অন্য এক বিশ্বজয়ীরা ধরা দেয়। মেসি-মার্টিনেজ যুগলবন্দিতে আসে আর্জেন্টিনার তৃতীয় গোল। ৬৬ মিনিটে মেসির অ্যাসিস্টে গোল করেন মার্টিনেজ। ৭৭ মিনিটে ফের মেসি ম্যাজিক দেখান। কোপায় সব নজর কিন্তু মেসির দিকেই থাকবে। ইউরোয় রোনাল্ডো।

কোপার আগে গুয়াতেমালাকে উড়িয়ে দিল আর্জেন্টিনা

২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করল যারা

নিউইয়র্ক, ১৫ জুন ঃ আগামী ২০২৬ টিটোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ভারত শ্রীলংকায়। তার আগে বিশ্বকাপের পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছে আইসিসি। এই আসরে খেলবে ২০টি দল। ২০ দলের মধ্যে ৯টি দল চূড়ান্ত হয়ে যাবে আর ৩ দিনের মধ্যেই। এদিকে কয়েকটি দল পরের বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে ফেলেছে। এবারের টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার এইটে ওঠা ৮ দল সরাসরি পরের বিশ্বকাপে খেলবে। ইতোমধ্যে সুপার এইটের ৬টি দল এখনই বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে ফেলেছে। এই ৬ দল হলো অস্ট্রেলিয়া, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আফগানিস্তান। ভারত অবশ্য সুপার এইটে না উঠলেও আয়োজক হিসেবে সরাসরি খেলার সুযোগ পেত। এদিকে শ্রীলংকা এবার সুপার এইটে উঠতে পারেনি। তাহলে ও তারা আয়োজক হিসেবে খেলতে পারবে। সুপার এইটের বিবেচনায় থাকা বাকি দুই দল হবে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডসের মধ্যে থেকে। কারণ এই ৪টে দল এবার সুপার এইটে ওঠার লড়াইয়ে আছে। কোন দুটি দল যাবে তা ঠিক হয়ে যাবে আর দু একদিনের মধ্যে।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে কাঁপিয়ে দিয়ে নেপালের ১ রানের হার

১৫ জুন ঃ আর্নস ভেল গ্রাউন্ডের গ্যালারিতে শুধু স্বপ্নপূরণই নয়, রীতিমতো ইতিহাসের সাক্ষী হতে হতে শেষ পর্যন্ত আর হয়নি! আরেকটু হলেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে রীতিমতো ভূমিকম্প তুলে দিচ্ছিল নেপাল! কিন্তু শেষ পর্যন্ত হারতে হলো মাত্র ১ রানে। হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো পরাক্রমশালী দলকে চোখ রাঙানি দিয়ে শেষ পর্যন্ত নেপালিজদেরই হৃদয় ভেঙেছে। আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১১৫ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তাড়া করতে নেমে নেপালের শেষ দুই ওভারে দরকার ছিল ১৬ রান। তখনই ম্যাচে ভর করে নাটকীয়তা। ১৯তম ওভারে কুশল মাল্লাকে হারিয়ে ৮ রান তুলতে পেরেছে নেপাল। জয়ের জন্য শেষ ওভারে দরকার ছিল ৮ রান। ওটনিল বার্টমানের করা শেষ ওভারের প্রথম ৫ বল থেকে একটি চারসহ ৬ রান নেন গুলশান ঝা। জয়ের জন্য শেষ বলে দরকার ছিল ২ রান। দুর্ভাগ্য, ঝা শেষ বলটি ব্যাটেই লাগাতে পারেননি। দৌড়ে রান নিয়ে ম্যাচটি টাই করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নন স্ট্রাইকে অল্প দূরত্বের জন্য রান আউট হয়ে যান ঝা। মাত্র ১ রানের জয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের শরীর থেকে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে!শেষ বলে বাউন্সার মেরেছিলেন বার্টমান। ঝা ব্যাটে লাগাতে না পারলেও অন্য প্রান্ত থেকে সোমপাল দৌড় দেন। ঝা'ও দৌড়ে নন স্ট্রাইক প্রান্তে গিয়ে ১ রান নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার আগেই প্রোটিয়া উইকেটকিপার কুইন্টন ডি কক বলটা বোলারের প্রান্তে থ্রো করেন। দৌড়াতে থাকা ঝার গায়ে লেগে বল চলে যায় ক্রিজের পাশে থাকা হাইনরিখ ক্লাসেনের হাতে। যিনি বল ধরে কাছ থেকে স্টাম্প ভেঙে দিলে হৃদয় ভাঙে নেপালের। ৭ উইকেটে ১১৪ রানে থামে নেপালের ইনিংস। এর আগে টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ভালো করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। একটু কঠিন উইকেটে প্রোটিয়াদের ইনিংসটি সঠিক পথে রাখার চেষ্টা করেছিলেন রিজা হেনড্রিকস। ১৬তম ওভারে আউট হওয়ার আগে ৪৯ বলে ৪৩ রান করেন তিনি। প্রোটিয়াদের হয়ে আর কেউ চল্লিশোর্ধ্ব ইনিংস খেলতে পারেননি। ছয়ে নামা ট্রিস্টান স্টাবস শেষ দিকে ১ ছক্কা ও ২ চারে ১৮ বলে ২৬ রানে অপরাজিত না থাকলে ১১৫ রানের সংগ্রহও পেত না দক্ষিণ আফ্রিকা। নেপালের বোলারদের প্রশংসাও করতে হবে। দলে ফেরা তারকা লেগ স্পিনার সন্দীপ লামিচানে উইকেট না পেলেও ৪ ওভারে মাত্র ১৮ রান দেন। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যানদের কাঁপিয়েছেন আরেক লেগ স্পিনার কুশল ভুরতেল। মাত্র ১৯ রানে ৪ উইকেট নেন তিনি।

স্কটল্যান্ডকে উড়িয়ে ইউরো শুরু মুসিয়ালাদের ইউরো কাপের ইতিহাসে এটাই জার্মানির সবচেয়ে বড় জয়

জার্মানিঃ ৫ (ফ্লোরিয়ান উইর্টজ, কাই হাভার্ৎজ, জামাল মুসিয়ালা, নিকলস ফুলক্রুগ, চ্যান)
স্কটল্যান্ডঃ ১ (রুডিগার আত্মঘাতী)

১৫ জুন ঃ তারুণ্য আর গতিতে অপ্রতিরোধ্য জার্মানি। যেমন গতি, তেমন পাস। যেমন ক্ষিপ্রতা, তেমন সৃষ্টিশীলতা। যেমন গোলের পাস, তেমনই ফিনিশিং। রাত জেগে বাঙালি এই ফুটবলই তো দেখতে চায়। স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইউরো কাপের প্রথম ম্যাচেই জার্মানি বুঝিয়ে দিল, ঘরের মাঠে কেন কাপ জেতার অন্যতম দাবিদার ধরা হচ্ছে তাদের। স্কটিশদের শুধু হারানো নয়, রীতিমতো দুরমুশ করে ছেড়ে দিলেন জার্মানরা। খেলার ফল ৫-১। কিন্তু খেলার যা গতিপ্রকৃতি দেখা গেল, তাতে আরও গোল হজম করতে হয়নি, সেটাই স্কটল্যান্ডের ভাগ্য। শুক্রবার রাতে ঘরের মাঠে ইউরোর প্রথম ম্যাচের একেবারে প্রথম মিনিট থেকে দাপট দেখানো শুরু করে জার্মানি। মুসিয়ালা, হাভার্ৎজ, উইর্টজদের মতো তরুণ তুর্কিদের গতি, দুর্দান্ত উইং প্লে, আর ডিরেক্ট পাসিং শুরু থেকেই অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল জার্মানিকে। যে দাপটের সঙ্গে শুরুটা হয়েছিল, একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেটা বজায় রাখলেন জার্মানরা। মাঝখানে পাঁচ পাঁচখানা বাঁধিয়ে রাখার মতো গোল। গোটা ম্যাচে জার্মানির আফসোস একটাই, শেষদিকে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা গোল হজম করতে হল। ক্লিনশিট রাখতে পারলেন না নয়্যার। তাও আবার রুডিগারের আত্মঘাতী গোলের জেরে। এদিন জার্মানির প্রথম গোলটি এল ফ্লোরিয়ান উইর্টজের পা থেকে। ডান দিক থেকে আসা আড়াআড়ি বলকে বক্সের বাইরে থেকে নিখুঁত দক্ষতায় জালে জড়ালেন তরুণ জার্মান ফরওয়ার্ড। ম্যাচের বয়স সবে ১০ মিনিট। ৯ মিনিট বাদে ফের গোল। এবার আরেক তরুণ মুসিয়ালার পা

থেকে। এটাও বিশ্বমানের। ২০ মিনিটের মধ্যে দুগোল হজম করে এমনিই ধুঁকছিল স্কটল্যান্ড। তাদের বিপদ আর বাড়ল প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে। বক্সের মধ্যে বিশ্রী ফাইল করে লালকার্ড দেখলেন ডিফেন্ডার প্রোটিয়াস। সেই সঙ্গে পেনাল্টি পেয়ে গেল জার্মানি। পেনাল্টি বক্স থেকে জালে বল জড়িয়ে ব্যবধান ৩-০ করে দিলেন হাভার্ৎজ। একটা গোটা অর্ধ ছন্দে থাকা জার্মানদের রুখতে হবে, তাও দশজনে। স্কটিশদের পক্ষে দ্বিতীয়ার্ধ হয়তো আরও দুঃস্বপ্নের হতে পারত। তবে সেটা তুলনামুলকভাবে কম ভয়ঙ্কর হল। দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানরা দুটি গোল করলেন। প্রথমটি ৬৮ মিনিটে নিকলস ফুলক্রুগ করলেন দুরন্ত শটে। দ্বিতীয়টি এল শেষ মুহুর্তে এমরি চ্যানের পা থেকে। উলটে খেলার গতির সম্পুর্ণ বিপরীতে গিয়ে রুডিগারের মাথা থেকে একটি আত্মঘাতী গোল হজম করতে হল জার্মানদের। চুড়ান্ত স্কোরলাইন ৫-১। ইউরো কাপের ইতিহাসে এটাই জার্মানির সবচেয়ে বড় জয়। তবে শুধু পরিসংখ্যানের হিসাবে নয়, যেভাবে এদিন ন্যাগেলসম্যানের ছেলেরা নিজেদের মেলে ধরলেন সেটা ইউরোর বাকি দলগুলির ঘুম কাড়তে পারে। এদিন কিন্তু জার্মানিকে চ্যাম্পিয়নের মতোই দেখিয়েছে।

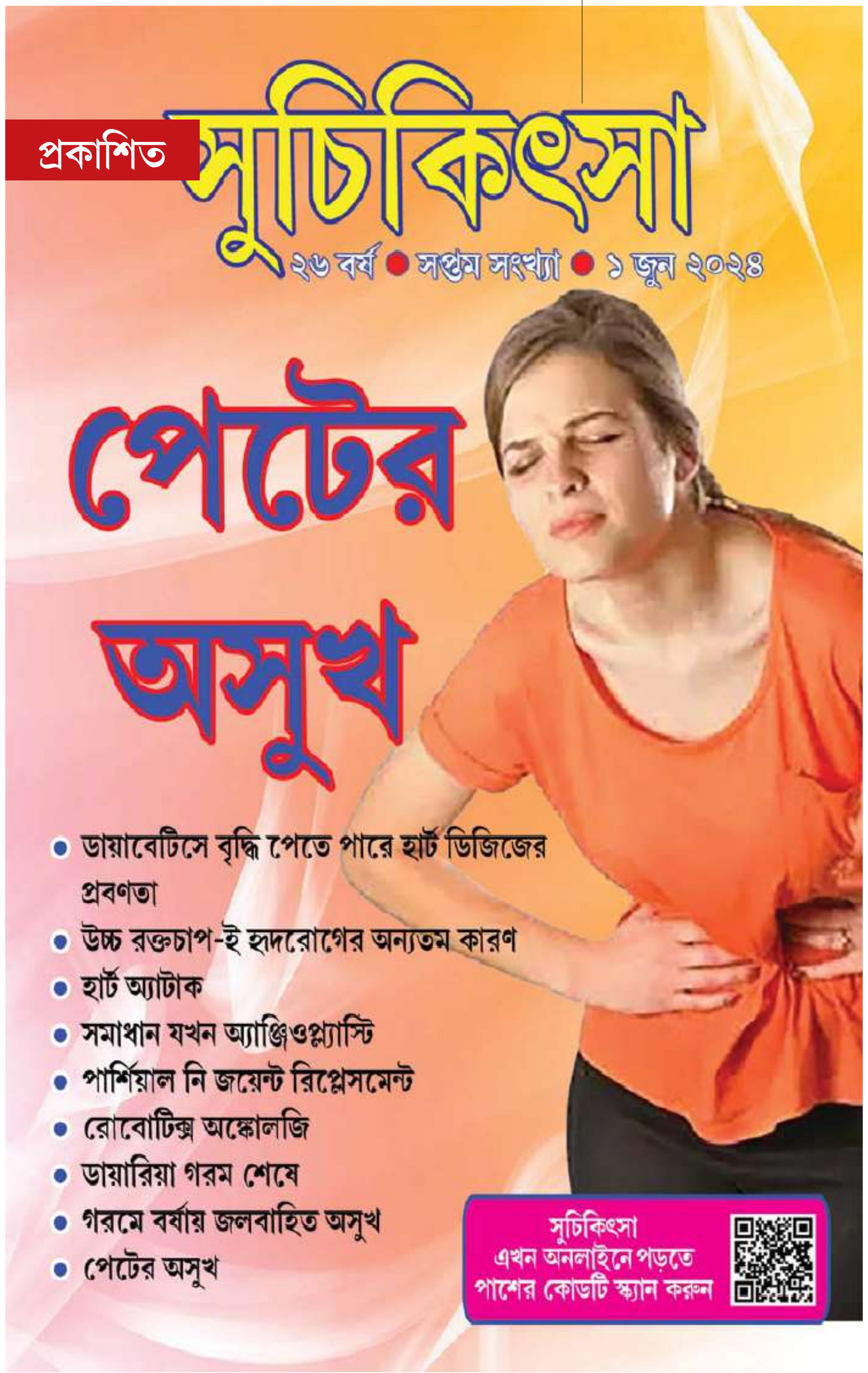

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com